ISSN-0971-8435

যোজনা

ধনধান্যে

সেপ্টেম্বর ২০১৫ | উন্নয়নমূলক মাসিক পত্রিকা | ₹ ১০

স্মার্ট সিটি : শহরাঞ্চলের রূপান্তর

স্মার্ট সিটির মূল ভাবনা ও পরিকল্পনা
আর বি ভগত

বিকাশের চালিকাশক্তি হিসাবে শহর
ইশের আলুওয়ালিয়া

স্মার্ট সিটিতে ডিজিটাল শাসনব্যবস্থা
আর চন্দ্রশেখর

ভারতীয় প্রেক্ষাপটে স্মার্ট সিটি
উষা পি রঘুপতি

ফোকাস

রাষ্ট্রপতি ভবন : এক ঐতিহ্যমণ্ডিত টাউনশিপ
সুরেশ যাদব

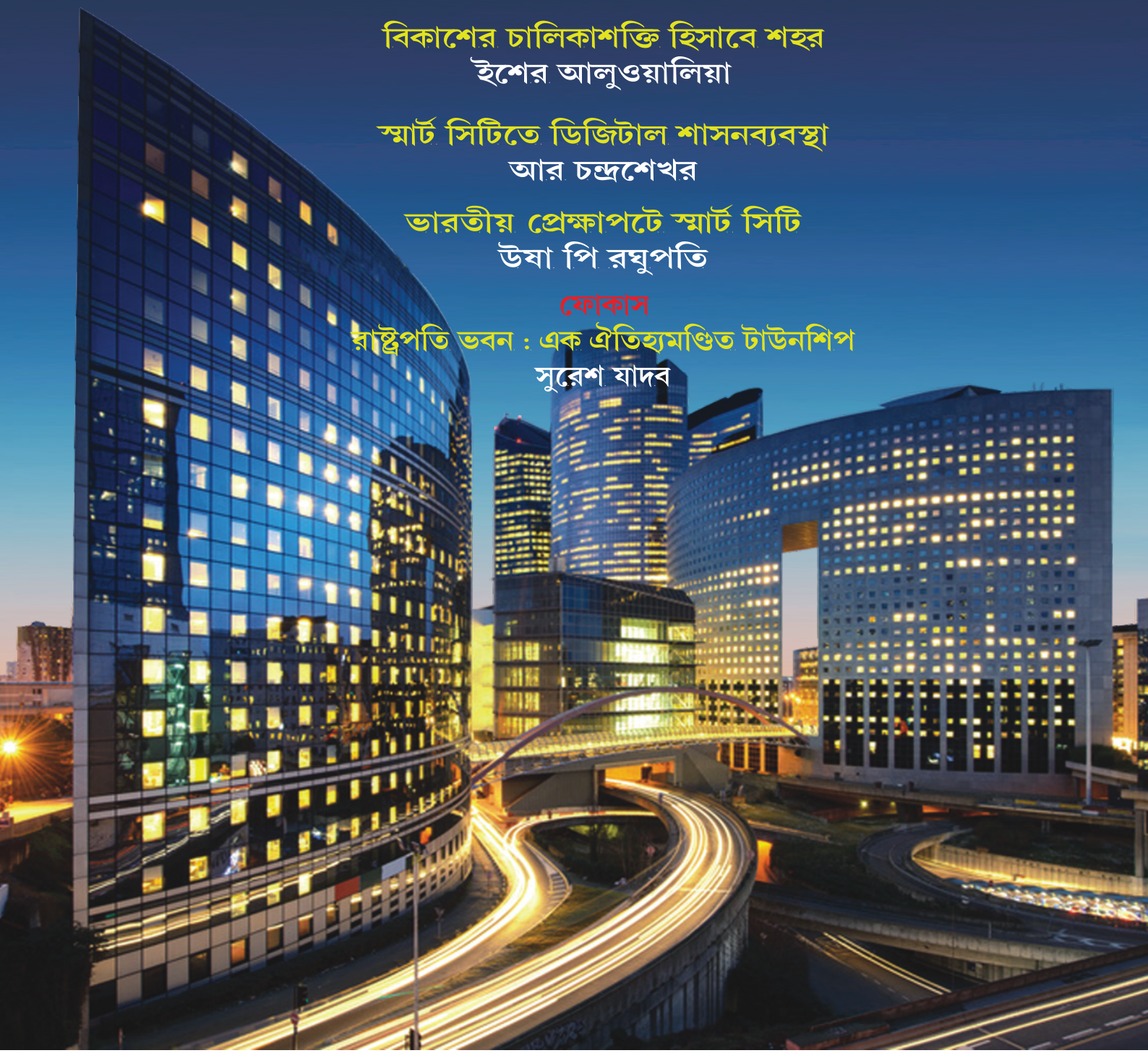

PROMISES FULFILLED
RESULTS DELIVERED

PRADHAN MANTRI JAN DHAN YOJANA

Promise

"I wish to connect the poorest citizens of the country with the facility of bank accounts."

Action

Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana launched on Aug 28,2014. More than 17 crore bank accounts opened; Over Rs 20,000 crore balance in the accounts as on July 29, 2015.

MAKE IN INDIA

Promise

"I want to appeal to people the world over, "Come, make in India... Come, manufacture in India."

Action

Make in India Programme launched on Sep 25, 2014. FDI inflows increase by 48%. Baseline Profitability Index 2015 ranks India no.1 investment destination in the world.

SWACHH BHARAT

Promise

"The poor need respect and that begins with cleanliness. I, will launch a **'Clean India'** campaign from October 2 this year and carry it forward in 4 years"

Action

Swachh Bharat was launched on Oct 2, 2014 to make India clean by 2019. Govt achieving ambitious target of building toilets in schools throughout the country.

DIGITAL INDIA

Promise

"It is IT that has the potential to connect each and every citizen of the country. We want to realise the mantra of unity with the help of **"Digital India"**

Action

Digital India Programme on July 1, 2015. The scheme will enhance digital connectivity across the nation. Will boost manufacturing of electronics and reduce imports.

SKILL DEVELOPMENT MISSION

Promise

"Our mission has to be **'skill development'** and **'skilled India'**. Millions of Indian youth should go for acquisition of skills."

Action

Skill Development Mission Launched on July 15,2015 to skill 40 Crore Indians in the next 7 years.

davp 22202/13/0029/1516

69th Independence Day
15 August, 2015

Interact with PM
NARENDRA MODI Prime Minister of India
www.pmindia.gov.in

Connect with PM
/narendramodi

News, Views & More
www.narendramodi.in

Share Ideas
mygov
www.mygov.in

Ministry of Information and Broadcasting
Government of India

সেপ্টেম্বর, ২০১৫

যোজনা

পত্রিকা গোষ্ঠীর বাংলা মাসিক

ধনধান্যে

প্রধান সম্পাদক : **দীপিকা কাচ্ছাল**

সম্পাদক : **অন্তরা ঘোষ**

সহ-সম্পাদক : **পম্পি শর্মা রায়চৌধুরী**

সম্পাদকীয় দপ্তর : ৮ এসপ্লানেড ইস্ট
কলকাতা-৭০০ ০৬৯

ফোন : (০৩৩) ২২৪৮-২৫৭৬

- এই সংখ্যায় ৩
- এই সংখ্যা প্রসঙ্গে ৪

প্রচ্ছদ নিবন্ধ

- স্মার্ট সিটির মূল ভাবনা ও পরিকল্পনা — আর বি ভগত ৫
- বিকাশের চালিকাশক্তি হিসেবে শহর — ইশের আলুওয়ালিয়া ৮
- স্মার্ট সিটিতে ডিজিটাল শাসনব্যবস্থা — আর চন্দ্রশেখর ১২
- ভারতীয় প্রেক্ষাপটে স্মার্ট সিটি — উষা পি রঘুপতি ১৬
- সমৃদ্ধ নগরায়ণে পশ্চিমবঙ্গের সম্ভাবনা — উৎপল চক্রবর্তী ১৯
- নগর সভ্যতার দীর্ঘস্থায়ী বিকাশ — অনিন্দ্য ভুক্ত ২৫
- ভারতের শহরগুলিতে স্যানিটেশন ও কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনার উন্নয়নে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি — কলা সীতারাম শ্রীধর ৩০
- স্মার্ট সিটির জন্য স্মার্ট আবাসন — ড. পি এস এন রাও ৩৪
- স্মার্ট সিটির স্বপ্ন — এ কে জৈন ৩৮
- ভারতে স্মার্ট সিটির প্রয়োজনীয়তা, প্রেক্ষাপট, সমস্যা ও রূপায়ণ — মহুয়া বর্ধন ৪২

ফোকাস

- রাষ্ট্রপতি ভবন : এক ঐতিহ্যমণ্ডিত স্মার্ট টাউনশিপ — সুরেশ যাদব ৪৬

নিয়মিত বিভাগ

- উন্নয়নের রূপরেখা ৫১
- যোজনা ডায়েরি — পম্পি শর্মা রায়চৌধুরী ৫২

গ্রাহক মূল্য : ১০০ টাকা (এক বছরে)
১৮০ টাকা (দু-বছরে)
২৫০ টাকা (তিন বছরে)

ওয়েবসাইট : www.publicationsdivision.nic.in

প্রকাশিত মতামত লেখকের নিজস্ব, ভারত সরকারের নয়।

পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের বক্তব্য ও বানান আমাদের নয়।

এই সংখ্যা প্রসঙ্গে

আরও 'স্মার্ট' ভারতের উদ্দেশ্যে

কীভাবে আমরা 'স্মার্ট' জীবনযাপন করতে পারি সেই বিষয়টি গত কয়েক বছরে সকলের কল্পনার কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠেছে। জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও নগরায়ণের দ্রুতগতির কারণে গ্রাম থেকে বিপুল সংখ্যক মানুষ শহরাঞ্চলে স্থানান্তর করতে বাধ্য হয়েছেন। শহরের শক্তি, পরিবহণ ও জলের ব্যবস্থা, বাসস্থান এবং সর্বজনীন স্থলে এর ফলে ভারী চাপ সৃষ্টি হয়েছে। এই সব সমস্যার সমাধান সূত্র খুঁজতে নীতি নির্ধারকরা আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। ক্রমশ এই ধারণা দৃঢ় হচ্ছে যে বর্তমান পরিস্থিতিতে একমাত্র উপায় 'স্মার্ট সিটি'—যা এক দিকে সমাধান সূত্র হিসাবে কার্যকর ও টেকসই, অন্য দিকে আর্থিক সমৃদ্ধি ও সমাজ কল্যাণের পরিবেশ সৃষ্টি করতে সক্ষম।

ভারতের আর্থিক বৃদ্ধির ধারাবাহিকতা সারা বিশ্বের নজর কেড়েছে। বিশ্লেষকদের মতে উদারীকরণ ও হালের যুগের সংস্কারের পাশাপাশি ক্রমবর্ধমান এই বৃদ্ধির কারণ রীতিবদ্ধ পরিকল্পনা ও ভারতীয় অর্থনীতির সহজাত শক্তি। অবশ্য, আর্থিক বৃদ্ধির পাশাপাশি সার্বিক বিকাশ সুনিশ্চিত করা মোটেই সহজ নয়। ঐতিহাসিকভাবে অর্থনৈতিক কার্যকলাপের বিস্তার ও নগরায়ণ একই সঙ্গে বৃদ্ধি পায়। শহরাঞ্চলে অর্থনৈতিক কার্যকলাপের দ্রুতগতির প্রতি আকৃষ্ট হয়ে বিপুল সংখ্যক মানুষ কর্মসংস্থানের বাড়তি সুযোগ ও উন্নত মানের জীবনযাত্রার খোঁজে শহর-মুখী হন। আমাদের অনেক শহর আজ অপরিকল্পিত উন্নয়নের চাপে ধুঁকছে। দুর্ভাগ্যক্রমে বেশিরভাগ শহরে প্রয়োজনানুযায়ী পরিকাঠামো ও তথ্য-প্রযুক্তি নির্ভর পরিষেবা প্রদানের সুযোগের অভাব রয়েছে। আরেকটি উদ্বেগের বিষয় হল—শহরাঞ্চলে আর্থিক বৈষম্যও দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পাচ্ছে।

যোজনা

এ কথা সত্যি যে ভারতের অর্থনীতির মূল ভিত্তি কৃষিক্ষেত্র। কিন্তু বর্তমানে আমাদের মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের দুই-তৃতীয়াংশ আসে নগর-কেন্দ্রিক ক্ষেত্র থেকে। এটা বাস্তব যে শহরগুলোই ভারতের আর্থিক বিকাশের রসদ জোগানোর ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। এ জন্যই শহরাঞ্চলে উন্নত মানের পরিকাঠামো ও পরিষেবা প্রদানের অত্যাধুনিক ব্যবস্থা গড়ে তোলা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। 'স্মার্ট সিটিস মিশন'-এ পর্যাপ্ত পরিমাণে পরিশুদ্ধ জল সরবরাহ, স্যানিটেশন, কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, শহরাঞ্চলে যাতায়াতের সুযোগ-সুবিধা ও গণ-পরিবহন ব্যবস্থা, তথ্য-প্রযুক্তি ও যোগাযোগের সুব্যবস্থা, দরিদ্রদের সাধ্যের মধ্যে আবাসন নির্মাণ, প্রভৃতির মতো মৌলিক পরিকাঠামোর ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। সার্বিক বিকাশ-ভিত্তিক স্মার্ট ও টেকসই উন্নয়ন সুনিশ্চিত করতেই সরকার এই উচ্চাকাঙ্ক্ষী প্রকল্পের মাধ্যমে আগামী পাঁচ বছরের মধ্যে (২০১৫-১৬ থেকে ২০১৯-২০২০ পর্যন্ত) সারা দেশে ১০০টা স্মার্ট সিটি গড়ে তুলতে বদ্ধপরিকর। সামগ্রিক উন্নয়নের লক্ষ্যে তথ্য-প্রযুক্তি ব্যবহার করে অন্তর্ভুক্তিকরণের মাধ্যমে এই ধরনের স্মার্ট সিটি-তে শহরাঞ্চলের দরিদ্র ও অনগ্রসর শ্রেণির মানুষদের জন্য আরও বেশি কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা সম্ভব হবে।

'স্মার্ট সিটিস মিশন'-এর পরিপূরক হল আরেকটা উচ্চাকাঙ্ক্ষী প্রকল্প যার নাম অটল নবীকরণ ও শহুরে পরিবর্তন মিশন (অটল মিশন ফর রিজুভিনেশন অ্যান্ড আর্বান ট্রান্সফর্মেশন)। এই দুই প্রকল্পের মোট ব্যয়-বরাদ্দ (আউটলে) যথাক্রমে ৪৮ হাজার কোটি ও ৫০ হাজার কোটি টাকা।

অন্য দিকে প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার মাধ্যমে আগামী সাত বছরে সরকার প্রায় ৩ লক্ষ কোটি টাকা খরচ করে শহরাঞ্চলে বস্তিবাসী ও নিম্ন-বিত্ত পরিবারগুলোর জন্য সুলভ মূল্যের দু'কোটি বাড়ি বানাবে। এর সুবাদে শহরের লক্ষ-লক্ষ বস্তিবাসী ও নিম্ন-বিত্ত মানুষ উপকৃত হবেন।

'স্মার্ট সিটিস মিশন' তথ্য ও ডিজিটাল প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে উন্নত মানের পরিকাঠামো ও পরিষেবা প্রদানের অত্যাধুনিক ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করার মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক বৈষম্য দূরীকরণের ক্ষেত্রে অনুঘটকের ভূমিকা পালন করবে। এ ক্ষেত্রে অবশ্য বিদেশি স্মার্ট সিটি-র অনুকরণ করলে চলবে না, আমাদের নিজস্ব প্রয়োজন অনুযায়ী উপযুক্ত নীতি নির্ধারণ ও প্রণয়ন করতে হবে। স্মার্ট সিটি সংক্রান্ত প্রকল্পগুলো প্রণয়নের ক্ষেত্রে তথ্য-প্রযুক্তিতে অগ্রগতি ও কর্ম-কুশল মানব সম্পদের প্রাচুর্যের মতো বাড়তি সুবিধার দৌলতে আমাদের দেশের অবস্থান বেশ আশাব্যঞ্জক। জনসাধারণের সঠিক দিশায় অভিমুখ, সুদক্ষ প্রশাসন ও দুর্নীতি দমনের মাধ্যমে স্মার্ট যুগের সূচনা করে ভারত তার নাগরিকদের জন্য এক নতুন স্মার্ট দুনিয়া গড়ে তুলতে সক্ষম হবে বলে আমরা আশা করি।❑

প্র | চ্ছ | দ | নি | ব | ন্ধ

স্মার্ট সিটির মূল ভাবনা ও পরিকল্পনা

দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণ ও উন্নত প্রযুক্তির সাহায্যে শহরাঞ্চলে দক্ষভাবে বিভিন্ন পরিষেবা পৌঁছে দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা থেকেই 'স্মার্ট সিটি' গড়ে তোলার ভাবনা। নাগরিকদের মধ্যে ডিজিটাল ব্যবধান বাড়ানো নয় বরং শহরের বিভিন্ন এলাকার মধ্যে বৈষম্য দূর করা এবং গ্রাম ও শহরাঞ্চলের মধ্যে সেতুবন্ধন করাই 'স্মার্ট সিটি'গুলির লক্ষ্য হওয়া উচিত। দেশজুড়ে আধুনিক স্মার্ট সিটি গড়ে তোলা তথা শহরগুলির রূপান্তর ঘটাতে বর্তমান সরকার যে উদ্যোগগুলি গ্রহণ করেছে তা কতটা সফল হবে এই লক্ষ্যে? বিশ্লেষণ করেছেন **আর. বি. ভগত।**

মূল ভাবনা এবং সংজ্ঞা

প্রাচীনকাল থেকে বিভিন্ন নগরকে কেন্দ্র করেই মানব সভ্যতা এগিয়ে চলেছে। এই নগরগুলিই ক্ষমতা, সংস্কৃতি, ব্যবসা-বাণিজ্য ও উৎপাদনের প্রধানকেন্দ্র হয়ে থেকেছে। সিন্ধু সভ্যতাকে ঐতিহাসিকরা এক নগর সভ্যতার নিদর্শন বলেই আখ্যা দেন। পরবর্তী সময়ে প্রাচীন যুগে ভারতে পাটলিপুত্র (পাটনা), বৈশালী, কৌশাম্বী, এবং উজ্জয়িনী বা মধ্যযুগে আগ্রা বা শাহাজাহানাবাদের (দিল্লি) মতো নগরকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল মানব সভ্যতা। ভারতের নগর সভ্যতার ইতিহাস যদি বলতে হয় তাহলে এ রকম অসংখ্য নগরের নাম আসবে (রামচন্দ্রন ১৯৯৫, শর্মা ২০০৫, চম্পক লক্ষ্মী ২০০৬)।

'স্মার্ট সিটি'-র ধারণাটা কীভাবে এল তা বুঝতে গেলে শহরের প্রকৃতি সম্বন্ধে একটা মৌলিক ধারণা থাকতে হবে। শহর হল এমন একটা এলাকা যেখানে জনঘনত্ব অনেক বেশি। পেশা ও দক্ষতার বৈচিত্র, তথা জাতিগত উৎস ও সামাজিক গঠনের নিরিখে এখানকার জনসংখ্যার চরিত্রও বিষমসত্ত্ব (হেটেরোজেনাস)। প্রকৃতপক্ষে সেই প্রাচীনকাল থেকেই জনসংখ্যার এই বিষমসত্ত্ব চরিত্র ও বৈচিত্রই শহরগুলির বৈশিষ্ট্য। এর ফলে বিভিন্ন উদ্ভাবনের পথ যেমন প্রশস্ত হয়েছে তেমনই অন্যদিকে, বিকাশের পথে সকলকে শামিল করা, তথা নিরপেক্ষ ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার পথে বাধাও এসেছে। এছাড়া শহরগুলি বিচ্ছিন্নভাবে গড়ে উঠতে পারে না। শহরের শ্রেণিকাঠামোর অংশ হিসাবে বিভিন্ন শহর একে অপরের সঙ্গে যুক্ত থেকে সাম্প্রতিকভাবে এক শহরাঞ্চলীয় ব্যবস্থাপনা গড়ে তুলেছে। এই শ্রেণিকাঠামোর সবচেয়ে নীচের স্তরটির (ছোট শহর) সঙ্গে গ্রামাঞ্চলের সম্পর্কই সবেচেয়ে ঘনিষ্ঠ। আবার, কাজের সন্ধানে গ্রাম থেকে শহরে পাড়ি জমানোর যে প্রবণতা তা এই শ্রেণিকাঠামোর সব স্তরকেই প্রভাবিত করে—মহানগর থেকে ছোট শহর কোনওটাই এর প্রভাব থেকে বাদ যায় না। এই দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করতে গেলে শহরগুলি শুধু অর্থনৈতিক বিকাশের কেন্দ্রই নয় বরং গ্রামাঞ্চল ও শহরাঞ্চল সহ মানব বসতির সমস্ত স্তরে উন্নয়নের সুফল ছড়িয়ে দেওয়ার মাধ্যমও বটে। এছাড়াও, শহরগুলি এমন এক অস্তিত্ব যাকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন ধরনের প্রবাহ ঘটে এবং এই প্রবাহ শুধু সেই শহরের গণ্ডির মধ্যেই আবদ্ধ থাকে না বরং তা ছোট-বড় শহর মিলে সামগ্রিকভাবে শহরাঞ্চলীয় ব্যবস্থার মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। এই প্রবাহ তথ্য ও পুঁজির প্রবাহ পরিষেবা ও পণ্যের চলাচল এবং শ্রমিকদের যাতায়াতকে বোঝায়—আর এই প্রতিটি বিষয়ই একে অপরের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। অতীতে অনেক শহরই অর্থনৈতিক অগ্রগতি ও সামাজিক পরিবর্তনের দিশারি হয়েছে। এই দিক থেকে বিচার করলে মানব সভ্যতার ইতিহাসে ওই শহরগুলি এক একটা যুগের সূচনা করেছে। তবে বর্তমানে বিশ্বায়ন এবং তথ্য-প্রযুক্তি বিপ্লবের ফলে শহর ও মানবজীবনে আসা ব্যাপক পরিবর্তনের পরিপ্রেক্ষিতে 'স্মার্ট সিটি'-র বৈশিষ্ট্যগুলি বিবেচনা করতে হবে।

শহরের রূপরেখা পরিকল্পনার অঙ্গ হিসাবে আশির দশকের শেষের দিকে 'স্মার্ট সিটি'-র ধারণার উদ্ভব। তার বিভিন্ন পরিপ্রেক্ষিতে এই ধারণা দ্রুত বিকশিত হয়েছে (অ্যানথোপোলস এবং ভাকালি ২০১২)। টাউনসেন্ডের মতে—স্মার্ট সিটিগুলি হল এমন এক স্থান যেখানে পুরোনো নতুন যে কোনও সমস্যার সমাধানে তথ্য প্রযুক্তিই হাতিয়ার। কংক্রিট, কাচ ও ইস্পাত দিয়ে গড়া পুরোনো শহরের অন্দরে এখন লুকিয়ে রয়েছে কম্পিউটার এবং সফ্টওয়্যারের এক বিশাল জগৎ। অন্যদিকে নতুন শহরগুলি ডিজিটাল মাধ্যমে আমাদের গড়ে তোলা ঐতিহ্যের আধুনিকীকরণ ঘটিয়ে শহরের যে নতুন সংস্করণের জন্ম দিচ্ছে তাকেই আমরা স্মার্ট সিটি বলতে পারি। অন্যদিকে স্মার্ট সিটিকে সামগ্রিকভাবে না দেখে একে খণ্ডিতভাবে বিচার করার প্রবণতাও অবশ্য রয়েছে। যাঁরা এটা করেন তাঁরা এর সপক্ষে যুক্তি দেন যে কোনও শহরের সমস্ত এলাকা সমানভাবে 'স্মার্ট' হতে পারে না। এর অর্থ হল শহরের কিছু এলাকা, কিছু নাগরিক ও কিছু কর্মকাণ্ড বাকিদের তুলনায় বেশি সুবিধা পাবে (শেলটন, জুক এবং উইগ ২০১৫)। বিশ্ববিখ্যাত তথ্যপ্রযুক্তি সংস্থা IBM-এর মতে—একুশ শতকে নাগরিক তথা ব্যবসা বাণিজ্য টানতে শহরগুলিকে বিশ্বব্যাপী প্রতিযোগিতায় নামতে হবে। বিকাশের সুযোগ সুবিধা, অর্থনৈতিক মূল্য সৃষ্টি তথা প্রতিযোগিতার বাজারে এগিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে অনুকূল মৌলিক পরিষেবাগুলি যে শহর দিতে পারবে সেই শহর তত বেশি আকর্ষণীয় হয়ে উঠবে। ব্যবসা বাণিজ্য কিংবা শুধুমাত্র বসবাসের জন্য যাঁরা কোনও শহরে আসতে চান তাঁরা অনেক বাছবিচার করে তবেই আসেন। যে শহর দক্ষভাবে এবং নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য নিয়ে পরিচালিত হয় সেই শহরেই তাঁরা আসতে চান। তাঁরা চান আরও বেশি 'স্মার্ট সিটি' (IBM ২০১২)।

স্মার্ট সিটির কোনও নির্দিষ্ট সংজ্ঞা নেই। তবে আমাদের জানতে ইচ্ছে করে একটি 'স্মার্ট সিটি' ঠিক কেমন হবে (অ্যানজেলিডো ২০১৪, টাউনসেন্ড ২০১৪)। আমরা কি এটা বলতে পারি যে সমস্ত শহরে 'স্মার্ট' নাগরিকদের বসবাস সেগুলিই 'স্মার্ট সিটি'। 'স্মার্ট নাগরিক' তবে আমরা কাদের বলব? এদের দুভাবে বর্ণনা করা যায়। প্রথমত যারা বুদ্ধিমান ও সমৃদ্ধিশালী কিন্তু আত্মকেন্দ্রিক, ভোগবাদী এবং নিজেদের গণ্ডিতেই আবদ্ধ থাকেন। দ্বিতীয়ত আরও এক শ্রেণির মানুষ আছেন যাঁরা নিজেদের গণ্ডিতে আবদ্ধ না থেকে সমাজের নিচুতলার মানুষের জীবনযাত্রার মানের আমূল রূপান্তর ঘটাতে সদা সক্রিয়। অনুরূপভাবে, স্মার্ট সিটিও

কোনও বিচ্ছিন্ন অঞ্চল বা প্রাচীর ঘেরা শহর নয়, বরং যে শহর তার বাসিন্দাদের মধ্যে যোগসূত্র রক্ষা করে তাদের জীবনযাত্রার মানের আমূল পরিবর্তন ঘটিয়ে চলেছে সেগুলিই আসলে স্মার্ট সিটি। এ প্রসঙ্গে একটা কথা বলা যেতেই পারে যে শহরগুলি যেমন মানুষের জীবনে আমূল পরিবর্তন এনেছে তেমনই মানুষই কিন্তু শহরগুলিকে গড়ে তুলেছে। আমাদের শহরগুলিকে গড়ে তোলার জন্য আমরা কীভাবে প্রযুক্তিকে কাজে লাগাব এবং দরিদ্র তথা প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর ওপর তার কী প্রভাব পড়বে সে বিষয়টি সম্বন্ধে কিন্তু আমাদের স্পষ্ট ধারণা থাকতে হবে (অ্যালবিনো এবং অন্যান্য, ২০১৫)। ভারতের দ্রুতগতিতে নগরায়ণ ঘটছে। তাই কীভাবে আমরা আমাদের শহরগুলিকে গড়ে তুলব তার ওপর কিন্তু বিপুল সংখ্যক মানুষের ভাগ্য নির্ভর করছে। একই সঙ্গে শহরগুলির পরিকল্পনা ও রূপরেখা তৈরিতে সরকারের হস্তক্ষেপও কিন্তু অনেক সাহায্য করতে পারে। গত এক দশকে কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন নীতি ও কর্মসূচিকে এই দৃষ্টিকোণ থেকেই বিচার করতে হবে।

'স্মার্ট সিটি' মিশন

জওহরলাল নেহরু জাতীয় শহুরে পুনর্নবীকরণ মিশন বা JNNURM চালু হয়েছিল ২০০৫ সালেই। এক দশক বাদে ২০১৫ সালে এই কর্মসূচিরই পুনর্বিন্যাস ঘটিয়ে 'স্মার্ট সিটি' এবং AMRUT (অটল মিশন ফর রিজুভিনেশন অ্যান্ড আরবান ট্রান্সফর্মেশন) নামক প্রকল্পের সূচনা। নগর সংক্রান্ত অন্যান্য নীতি ও কর্মসূচির তুলনায় JNNURM ছিল সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। কারণ দেশের মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদন বা জিডিপি-র দুই-তৃতীয়াংশ যে শহরাঞ্চলেরই অবদান সেই কথাটা মাথায় রেখে এই কর্মসূচিতে দেশের অর্থনৈতিক বিকাশে শহরগুলিকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল। সম্প্রতি নগরোন্নয়নের লক্ষ্যে 'স্মার্ট সিটি মিশন' ও 'AMRUT'-এর মতো যে উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে সেখানে JNNURM-এর আওতায় গৃহীত নগরোন্নয়ন পরিকল্পনার ধারাবাহিকতা তো বজায় রাখা হয়েছেই; সেই সঙ্গে এগুলিকে আরও জোরদারভাবে রূপায়ণের প্রয়াস নেওয়া হয়েছে। JNNURM শহরের বিভিন্ন এলাকা তথা আঞ্চলিক ক্ষেত্রে ব্যাপক আর্থ-সামাজিক বৈষম্য সৃষ্টি করেছে বলে অনেকে অভিযোগ করেন। সকলের কাছে উন্নয়ন তথা বিকাশের সুফল পৌঁছে দেওয়াটা যে কোনও নগরোন্নয়ন কর্মসূচির পক্ষেই একটা বড় চ্যালেঞ্জ।

২০১৫-১৬ থেকে ২০১৯-২০ এই পাঁচ বছরে একশোটি শহর 'স্মার্ট সিটি মিশন'-এর আওতায় আসবে। কেন্দ্রীয় নগরোন্নয়ন মন্ত্রকের মূল্যায়নের ভিত্তিতে এর মেয়াদ সম্প্রসারিত হতে পারে। অর্থাৎ 'স্মার্ট সিটি'-র মূল ভাবনা ও পরিকল্পনা সময়ের সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তিত হবে। এই মিশনে 'স্মার্ট সিটি'-র কোনও সংজ্ঞা দেওয়া হয়নি। তবে বিভিন্ন সমস্যার 'স্মার্ট' সমাধানে যে শহর আগ্রহী সেই শহরের সুপ্ত সম্ভাবনাকে কাজে লাগানোই এই মিশনের লক্ষ্য। 'স্মার্ট' সমাধানের মধ্যে রয়েছে ই-গভর্ন্যান্স, ইলেকট্রনিক মাধ্যমে পরিষেবা প্রদান, ভিডিওর সাহায্যে অপরাধমূলক ঘটনার ওপর নজরদারি, জল সরবরাহ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে 'স্মার্ট' মিটার, গাড়ির 'স্মার্ট' পার্কিং-এর বন্দোবস্ত এবং ইনটেলিজেন্ট ট্র্যাফিক ম্যানেজমেন্ট অর্থাৎ সেনসর এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির সাহায্যে উন্নত ট্রাফিক পরিচালনার ব্যবস্থা ইত্যাদি। এই সমস্ত 'স্মার্ট' সমাধানের দাওয়াই পরিকাঠামো ও পরিষেবার উন্নতিতে শহরগুলির কাছে উন্নত প্রযুক্তি ও তথ্য ব্যবহারের পথ প্রশস্ত করবে। এই সমস্ত ব্যবস্থা রেট্রোফিটিং (শহরের উন্নতিসাধন) এবং পুনরোন্নয়নের (নগর পুনর্নবীকরণ) মাধ্যমে এলাকাভিত্তিক উন্নয়নের পথও দেখাবে। এর পাশাপাশি শহরের ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার স্থান সংকুলানের জন্য শহরের আশপাশে নতুন এলাকা/গ্রিনফিল্ড-ও (নগর সম্প্রসারণ) গড়ে তোলা যাবে। 'স্মার্ট সিটি' গড়ে উঠলে কাজের অনেক সুযোগ সৃষ্টি হবে এবং দরিদ্র জনসাধারণও যে তার সুবিধা পাবে 'স্মার্ট সিটি'-র পরিকল্পনায় এই বিষয়টিও অন্তর্নিহিত রয়েছে। তাই এটাই মনে করা হচ্ছে 'স্মার্ট সিটি'-তে সমাজের সব স্তরের মানুষ সুযোগ-সুবিধা পাবেন—অর্থাৎ এই শহর হবে 'ইনক্লুসিভ'।

একটি বিশেষ সংস্থা বা স্পেশাল পারপাস ভেহিকলের (SPV) মাধ্যমে রূপায়িত হবে 'স্মার্ট সিটি মিশন'। এই সংস্থার শীর্ষে থাকবেন একজন পূর্ণ সময়ের সিইও। সেইসঙ্গে সংস্থার কেন্দ্রীয় সরকার, রাজ্য সরকার এবং স্থানীয় স্বশাসিত সরকারে মনোনীত ব্যক্তিরাও থাকবেন। শহর স্তরে এই বিশেষ সংস্থা বা SPV-টি ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের আওতার একটি 'লিমিটেড কোম্পানি' হিসাবে কাজ করবে।

শহর স্তরে বিভিন্ন পরামর্শদান ও সংশ্লিষ্ট অংশীদারদের মধ্যে সহযোগিতা গড়ে তোলার জন্য ১০০টি স্মার্ট-সিটির জন্য একটি করে স্মার্ট সিটি উপদেষ্টা ফোরাম গড়ে তোলা হবে। এই ফোরামে উপদেষ্টা হিসাবে জেলা কালেক্টর, সাংসদ, বিধায়ক, মেয়র, বিশেষ সংস্থা বা SPV-র সিইও, স্থানীয় যুবসম্প্রদায় তথা নাগরিকবৃন্দ এবং কারিগরি বিশেষজ্ঞরা থাকবেন। 'স্মার্ট সিটি মিশন'-এ প্রশাসন ও সংস্কারের কাজে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণের জন্য 'স্মার্ট' নাগরিকদের কাছে আহ্বান জানানো হচ্ছে। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিশেষত মোবাইল ভিত্তিক সরঞ্জামের বহুল ব্যবহারের মাধ্যমে 'স্মার্ট' নাগরিকদের অংশগ্রহণের ব্যবস্থা করবে SPV। এই মিশনে প্রাথমিক অনুদান হিসাবে কেন্দ্রীয় সরকার ১৯৪ কোটি টাকা দেবে এবং সেইসঙ্গে সংশ্লিষ্ট রাজ্যগুলিকে সমপরিমাণ মানানসই অর্থ বা 'ইকোয়াল ম্যাচিং গ্র্যান্ট' দিতে হবে। কাজের অগ্রগতি ও ফলাফলের ওপর বিচার করে ভবিষ্যতে আরও অনুদান দেওয়া হবে। 'স্মার্ট সিটি'-র জন্য প্রস্তাব আহ্বান করে প্রতিযোগিতার ভিত্তিতে এই একশোটি শহরকে চিহ্নিত করা হবে। 'স্মার্ট সিটি' গড়ে তোলার বিভিন্ন পর্যায়ে বিপুল সংখ্যক পরামর্শদাতা সংস্থা (কনসাল্টিং ফার্ম) এবং হ্যান্ডহোল্ডিং এজেন্সিকে যুক্ত করা হবে। দীর্ঘমেয়াদে এই শহরগুলি নিজেদের স্থানীয় খাদ্য, স্বাস্থ্য পরিষেবা, শিক্ষা, শিল্পকলা, সংস্কৃতি, ক্রীড়া সরঞ্জাম, আসবাবপত্র, হোসিয়ারি বা বস্ত্রসামগ্রীর তৈরির মতো বিভিন্ন অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডকে ঘিরে নিজেদের একটা স্বতন্ত্র পরিচয় বা 'ব্র্যান্ড' তৈরি করে নিতে পারবে। এইভাবে 'স্মার্ট সিটি'গুলি শুধুমাত্র উৎপাদন বা দক্ষ প্রশাসনিক ব্যবস্থার কেন্দ্র হিসাবেই উঠে আসবে না বরং এগুলি ভোগ্যপণ্য ব্যবহারেরও অন্যতম কেন্দ্রস্থল হয়ে উঠবে। এর ফলে আর্থিক বিকাশের পথ প্রশস্ত হবে এবং নাগরিকদের জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন ঘটবে।

'স্মার্ট সিটি মিশন'-এর পরিপূরক প্রকল্প হিসাবেই AMRUT-এর সূচনা। এক লক্ষ বা তার বেশি জনসংখ্যা বিশিষ্ট ৫০০টি শহরকে এর আওতায় আনা হচ্ছে। জল সরবরাহ, যথাযথ নিকাশি ও সেপটিক ট্যাংকের বর্জ্য অপসারণ ব্যবস্থাপনা, বৃষ্টির জমা জলের নিকাশি, শহরের পরিবহণ ব্যবস্থার উন্নয়ন, সবুজায়ন ও পার্কগুলির উন্নতিসাধন তথা শহরের স্থানীয় স্বশাসিত সংস্থাগুলির

দক্ষতা বৃদ্ধি ও সেগুলির মাধ্যমে বিভিন্ন সংস্কারমূলক কর্মসূচির রূপায়ণ AMRUT-এর মূল লক্ষ্য। AMRUT-এর আওতায় আর্থিক অনুদানের ক্ষেত্রে সম্ভাব্য 'স্মার্ট সিটি'-গুলিকেই অগ্রাধিকার দেওয়া হবে বলে স্থির হয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকারের অন্যান্য কর্মসূচির সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা কক্ষে একটি রাজ্যভিত্তিক বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা (স্টেট অ্যানুয়াল অ্যাকশন প্ল্যান বা SAAP) তৈরি করা হবে। এই কর্মপরিকল্পনায় সংশ্লিষ্ট রাজ্যের আর্থিক অবদান মোট প্রকল্প ব্যয়ের ২০ শতাংশের কম হওয়া চলবে না। রাজ্যভিত্তিক বার্ষিক কর্ম পরিকল্পনার পর তৈরি করতে হবে পরিষেবা স্তরের রূপায়ণ পরিকল্পনা (সার্ভিস লেভেল ইমপ্লিমেন্টেশন প্ল্যান বা SLIP)। AMRUT-এর আওতায় জল সরবরাহ বাড়ানোর অঙ্গ হিসাবে দূর-দূরান্ত থেকে জল বয়ে আনার পরিবর্তে রিসাইক্লিং-এর মাধ্যমে জলকে পুনর্ব্যবহারোযোগী করে তোলার মতো উদ্ভাবনী চিন্তার ওপর জোর দেওয়া হচ্ছে। 'স্মার্ট সিটি মিশন' এবং 'AMRUT'—এই দুটি প্রকল্প একে অপরের পরিপূরক হিসাবে শহরগুলির আমূল পরিবর্তন ঘটানোর লক্ষ্যে কাজ করবে। AMRUT একটি প্রকল্প ভিত্তিক উদ্যোগ। অন্যদিকে স্মার্ট সিটি মিশনের পরিকল্পনা অঞ্চল ভিত্তিক। তবে দুটি কর্মসূচিই রাজ্য সরকার, শহরের স্থানীয় স্বশাসিত সংস্থা (ULB) এবং বেসরকারি ক্ষেত্রের অংশীদারিত্বের পথ খুলে দেবে এবং এখানে নির্ণায়ক ভূমিকা পালন করবে কেন্দ্রীয় সরকার। (বিশদে জানতে দেখুন—
www.smartcities.gov.in;
www.amrut.got.in)

বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ ও তার তাৎপর্য

ভারতের বর্তমানে ছোট ও বড় মিলে মোট ৭৯৩৫টি শহর রয়েছে। রয়েছে তিনটি মহানগর—মুম্বই, কলকাতা ও চেন্নাই। এগুলি গড়ে উঠেছে ব্রিটিশ আমলে। আর রয়েছে জাতীয় রাজধানী দিল্লি। এর পরে রয়েছে বেঙ্গালুরু, হায়দরাবাদ, আহমেদাবাদ ও পুণের মতো দ্বিতীয় স্তরের বৃহৎ শহর। এই আটটি শহরের পারস্পরিক নির্ভরতা, পারস্পরিক যোগাযোগ তথা এগুলির আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যগুলির প্রকাশের আগ্রহ সর্বোপরি শহরের করিডোরগুলি ভারতকে বিশ্বের একটি অন্যতম অর্থনৈতিক শক্তিতে পরিণত করার ক্ষমতা রাখে।

তবে শহরগুলি এককভাবে হয়তো এই কাজ করতে পারবে না। কারণ শহরগুলির সামনে এখন নানান সমস্যা। একটি সঠিক নগরোন্নয়ন পরিকল্পনা এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। আঞ্চলিক বৈষম্য, শহর ও গ্রামাঞ্চলের মধ্যে ব্যবধান তথা শহরের বিভিন্ন এলাকার মধ্যে বৈষম্য ভারতের অর্থনৈতিক অগ্রগতি ও নগরগুলির রূপান্তর ঘটানোর পথে সবচেয়ে বড় বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকারের 'স্মার্ট সিটি' এবং AMRUT-এর মূল ভাবনা ও পরিকল্পনাকে এই দৃষ্টিকোণ থেকেই বিচার করতে হবে। মধ্য ভারত ও দেশের পূর্ব বা উত্তর পূর্বাঞ্চলের যে সমস্ত এলাকায় তেমনভাবে নগরায়ণ ঘটেনি সেই সমস্ত এলাকায় অনেক 'স্মার্ট সিটি' গড়ে তোলার প্রস্তাব রয়েছে। ৪০৪১টি বিধিবদ্ধ ছোট ও বড় শহরের মধ্যে প্রথম দফাতেই ৫০০টি নগরকেন্দ্রকে AMRUT-এর আওতায় আনার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। তবে জনগণনার অন্তর্ভুক্ত আরও বহু শহর (৩৮৯৪) রয়েছে যেগুলিকে এই দুটি কর্মসূচির কোনওটিরই আওতায় আনা হয়নি। এই ধরনের শহরগুলিকে মূলত পরিচালনা করে গ্রাম পঞ্চায়েত। এই গ্রাম পঞ্চায়েতের হাতে যথেষ্ট সহায় সম্পদ বা এদের প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতার অভাব থাকলেও এই গ্রাম পঞ্চায়েতগুলিই কিন্তু গ্রাম ও শহরাঞ্চলের মধ্যে সেতু বন্ধনের কাজ করতে পারে। আবার, এই ধরনের শহরগুলিকে (জনগণনার অন্তর্ভুক্ত শহর বা সেনসাস টাউন) নগরোন্নয়ন পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত করলে গ্রামোন্নয়নের ক্ষেত্রেও নগরায়ণের বৈশিষ্ট্যগুলি যোগ করা যেতে পারে। স্মার্ট সিটি মিশনের যে সম্ভাবনা রয়েছে তার সঙ্গে যদি AMRUT এবং 'সকলের জন্য আবাসন' প্রকল্পকে একসঙ্গে মিশিয়ে দেওয়া যায় তবে বহু মানুষ তার সুবিধা পাবেন। কিন্তু একই সঙ্গে দরিদ্র ও বস্তিবাসীদের স্বার্থরক্ষার কথাও ভাবতে হবে। কারণ ২০১১ সালের জনগণনা অনুযায়ী দেশে এদের সংখ্যা ৬ কোটি ৫০ লক্ষ। তবে প্রশাসনিক স্তরে বা রূপায়ণের ক্ষেত্রে এই কর্মসূচিগুলিকে বিচ্ছিন্নভাবে দেখলে চলবে না। তাতে এই কর্মসূচিগুলি তাদের সামুদয়িক চরিত্র হারাবে। ডিজিটাল ব্যবধান বাড়ানোর জন্য 'স্মার্ট সিটি'-র পরিকল্পনা করা হয়নি বরং শহরের বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে বৈষম্য দূর করা এবং গ্রাম ও শহরাঞ্চলের মধ্যে ব্যবধান মেটানোই হবে 'স্মার্ট সিটি'গুলির লক্ষ্য। তথ্য ও ডিজিটাল প্রযুক্তির সাহায্যে শহরাঞ্চলে দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণ এবং দক্ষভাবে পর্যাপ্ত পরিষেবা প্রদানের প্রয়োজনীয়তা থেকেই যে 'স্মার্ট সিটি' গড়ে তোলার ভাবনা শুরু সে কথাটা মনে রাখা প্রয়োজন। এই কর্মসূচিগুলি মানুষের জীবনে কতটা পালাবদল ঘটাতে পারছে বা সমাজের ক্রমবর্ধমান বৈষম্যে কতটা রাশ টানতে পারছে তার নিরিখেই ভবিষ্যতে এগুলির সাফল্যের বিচার হবে।❑

[লেখক মুম্বইয়ের ইন্টারন্যাশনাল ইনস্টিটিউট ফর পপুলেশন সায়েন্সেস-এ 'মাইগ্রেশন অ্যান্ড আর্বান স্টাডিজ' বিভাগের অধ্যাপক ও প্রধান।
email : rbbhagat@iips.net]

উল্লেখপঞ্জি :

Albino, V., U. Berardi and R. M. Dangelico (2015) "Smart Cities : Definitions, Dimensions, Performance, and Initiatives", *Journal of Urban Technology,* 22(1) : 3-21, http://dx.doi.org/10.1080/10630732.2014.942092.

Angelidou, M. (2014) "Smart City Policies : A Spatial Approach,' *Cities,* 41, S3-S11. doi:10.1016/j.cities.2014.06.007.

Anthopoulos, L.G. and A. Vakali (2012) "Urban Planning and Smart Cities : Interrelations and Reciprocities"http://www.researchgate.net/publication/230851445_Urban_Planning_and_Smart_Cities_Interrelations_and_Reciprocities.

Bhagat, R.B. (2011) "Emerging Pattern of Urbanisation in India", *Economic and Political Weekly,* 46(34) : 10-12.

Champakalakshmi, R. (2006) *Trade, Ideology and Urbanisation,* Oxford University Press, New Delhi.

IBM. 2012. "How to Transform a City : Lessons from the IBM Smarter Cities Challenge", IBM Smarter Cities White Paper. Available from : http://asmarterplanet.com/files/2012/ll/Smarter-CitiesWhitePaper 031412b.pdf.

Ramachandran, R. (1995) *Urbanization and Urban System in India,* Oxford University Press, Delhi : 22-74

Sharma, R.S. (2005) *India's Ancient Past,* Oxford University Press, New Delhi.

Shelton, T., M. Zook and A. Wiig (2015) "The 'actually existing smart cities', *Cambridge Journal of Regions, Economy and Society,* 8: 13-25.

Townsend, Anthony (2014) *Smart Cities,* W.W. Norton & Company, Inc., New York.

প্র | চ্ছ | দ | নি | ব | ন্ধ

বিকাশের চালিকাশক্তি হিসেবে শহর

বিকাশের চালিকাশক্তি হিসাবে শহরগুলির ভূমিকা ও গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে লেখক **ইশের আলুওয়ালিয়া** *দেশের বর্তমান নগর পরিকাঠামোর খামতি ও জনপরিষেবার দুর্দশার ছবিটি তুলে ধরেছেন। কীভাবে এই খামতি দূর করা যায় তার দিশানির্দেশ, সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা এবং সরকারের নতুন জাতীয় মিশনগুলির পরিচয়ও ফুটে উঠেছে এই নিবন্ধে।*

ভারতীয় শহরগুলি দৃশ্যতই নাগরিক পরিষেবার দিক থেকে বহু পিছিয়ে। এতে জনসংখ্যার যে ৩৩ শতাংশ শহরে বাস করেন, তাঁদের জীবনযাত্রার মানের ওপর প্রভাব তো পড়েই, ভারতীয় অর্থনীতির দ্রুত সুস্থিত সর্বাত্মক উন্নয়নের লক্ষ্যে যে বিনিয়োগ অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টির চেষ্টা চলছে, ব্যাহত হয় তাও।

জনপরিষেবা নিয়ে যে খামতি রয়েছে, শহুরে উচ্চবিত্ত ও মধ্যবিত্তরা এখন বেসরকারি সংস্থার সাহায্যে তা মিটিয়ে নিচ্ছেন। দরিদ্রদের সেই সামর্থ্য না থাকা সত্ত্বেও কিছু ক্ষেত্রে তাঁরাও বাধ্য হচ্ছেন বাজারের শরণাপন্ন হতে। বর্তমানে প্রায় ৪২ কোটি মানুষ ভারতের শহরগুলিতে থাকেন। তাঁদের মাত্র অর্ধেকের কাছে জল ও নিকাশির মতো মৌলিক পরিষেবাগুলি পৌঁছে দেওয়া গেছে। ২০৩১ সালের মধ্যে শহরগুলির জনসংখ্যা ৬০ কোটি ছোঁবে বলে মনে করা হচ্ছে। বিপুল সংখ্যক এই মানুষের কাছে মৌলিক পরিষেবা পৌঁছে দেওয়া এক কঠিন চ্যালেঞ্জ। এদিকে নজর না দিলে আমাদের দুর্ভাগ্য আরও শিকড় গেড়ে বসবে। দ্রুত অর্থনৈতিক বিকাশের জন্য শহরগুলিকে যদি বিনিয়োগ আকর্ষণ করতে হয়, তাহলে সেখানকার বাসিন্দাদের জীবনযাপনের মান অনেকটা উন্নত করতে হবে।

বর্তমানে উন্নয়নের যে স্তরে ভারত রয়েছে, তার বিকাশের জন্য শহরগুলিকে চালিকাশক্তি হিসাবে কাজ করতে হবে। শিল্পোন্নয়নের জন্য প্রয়োজন একত্রীকরণ, যাতে দ্রুত অগণিত সহায়তা পরিষেবা নাগালের মধ্যে পাওয়া যায়। এটি একমাত্র শহরেই সম্ভব। আবার গ্রামীণ ক্ষেত্রের ভাগ্যও নির্ভর করছে নগরায়ণের সাফল্যের ওপর। কৃষি থেকে বেরিয়ে যাওয়া মানুষজন যদি শিল্প ও পরিষেবা ক্ষেত্রে 'উচ্চ উৎপাদনশীল' কাজ খুঁজে পান, তবেই কৃষিক্ষেত্রে রয়ে যাওয়া মানুষের মাথাপিছু আয় বাড়তে পারে। এ জন্য শহরগুলিতে উদ্ভাবন ও কর্মসংস্থানমুখী পরিবেশ থাকা আবশ্যক। এটা আরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে ভারতের জনসংখ্যাগত বিন্যাসের জন্য। মোট জনসংখ্যার সাপেক্ষে ভারতের কর্মক্ষম জনসংখ্যা ক্রমশই বেড়ে চলেছে। ২০৪০ সাল পর্যন্ত এই ঊর্ধ্বগতি বজায় থাকবে। তার পরেও তা কমবে নিতান্তই নগণ্য হারে।

২০১৪ সালের মে মাসে সাধারণ নির্বাচনে জয়ী হয়ে কেন্দ্রে নতুন সরকার ক্ষমতায় এসেছে। দেশের অর্থনীতিকে দ্রুত বিকাশের পথে ফিরিয়ে আনা এই সরকারের ঘোষিত লক্ষ্য। ২০০১ থেকে ২০১১—এই দশ বছরে জিডিপি-র গড় বিকাশহার ছিল ৭.৭ শতাংশ। ২০১১ থেকে ২০১৪ সালের সময়কালে এই হার নেমে আসে ৬ শতাংশে। ২০১৪-১৫ সালে বিকাশহার বেড়ে ৭.২ শতাংশ হবে এবং পরবর্তী বছরগুলিতে তা আরও বাড়বে বলে মনে করা হচ্ছে।

শিল্প ও পরিষেবা ক্ষেত্রের দ্রুত বিকাশের জন্য জিডিপি-র বিকাশহার বার্ষিক ৮ থেকে ১০ শতাংশ হওয়া দরকার। প্রযুক্তি, সেচ ও জল ব্যবস্থাপনায় বড় ধরনের বিনিয়োগ হলেও কৃষিক্ষেত্রের বিকাশ ৪ থেকে ৪.৫ শতাংশের বেশি হওয়া মুশকিল। অর্থনীতি যখন কাঠামোগত রূপান্তরের মধ্যে দিয়ে যায়, তখন উৎপাদন ও কর্মসংস্থানের নিরিখে শিল্প ও পরিষেবা ক্ষেত্রের ভাগ ক্রমশ বাড়তে থাকে। ভারতের জিডিপি-তেও শহরাঞ্চলের ভাগ দ্রুত বেড়ে চলেছে। বর্তমানের ৬৬ শতাংশ থেকে ২০৩১ সালের মধ্যে এই ভাগ ৭৫ শতাংশে পৌঁছে যাবে বলে অনুমান। উদ্ভাবনী শক্তির বিকাশ হয় ও কর্মসংস্থানের সুযোগ বাড়ে—এমন একটি সহায়ক নাগরিক পরিবেশ গড়ে তোলাই বড় চ্যালেঞ্জ।

এই নিবন্ধের প্রথম পর্বে আমরা ভারতে উন্নয়নের এই স্তরে চালিকাশক্তি হিসাবে শহরগুলির ভূমিকা ও গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা করব। একইসঙ্গে উঠে আসবে ভারতীয় শহরগুলিতে জনপরিষেবার দুর্দশার চিত্রটি, দ্বিতীয় পর্বে থাকবে শহুরে পরিকাঠামোর খামতি এবং কীভাবে এই খামতি দূর করা যায়, সে সম্পর্কে আলোচনা। উন্নততর পরিষেবার জন্য পরিকাঠামোর বিস্তার এবং এ জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের জোগানে বেসরকারি ক্ষেত্রের অংশগ্রহণের লক্ষ্যে প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার কতটা জরুরি, তাও বোঝাবার চেষ্টা করব আমরা। তৃতীয় পর্বে রয়েছে সরকারের নতুন জাতীয় মিশনগুলি যেমন স্বচ্ছ ভারত, অমৃত, সবার জন্য আবাসন, স্মার্ট সিটি প্রভৃতি নিয়ে আলোচনা। সদ্যসমাপ্ত জওহরলাল নেহরু জাতীয় শহুরে পুনর্নবীকরণ মিশন (JNNURM) থেকে পাওয়া শিক্ষার গুরুত্ব নিয়েও কথা বলব আমরা।

বিকাশের চালিকাশক্তি হিসাবে শহর

ভারতের বর্তমান উচ্চ বিকাশ এবং কাঠামোগত রূপান্তরের এই সময়ে শহরগুলিই মুখ্য চালিকাশক্তি হয়ে উঠবে। ভৌগোলিক বিস্তারের মাধ্যমে শিল্পের বিকাশ সম্ভব নয়। শিল্প ও পরিষেবা ক্ষেত্রে বিনিয়োগ, নগরাঞ্চলে একত্রীকরণের সুবিধা চায়। সে জন্যই সহায়ক পরিবেশ গড়ে তুলতে বাজারি শক্তিগুলি ও সরকারের ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এ

ক্ষেত্রে ব্যর্থ হলে বিনিয়োগকারীরা আকর্ষণ বোধ করবেন না এবং নাগরিক জীবনযাপনের মানের আরও অবনতি হবে।

গত ২৫ বছর ধরে বেঙ্গালুরু, হায়দরাবাদ, মুম্বই, চেন্নাইয়ের মতো যেসব শহর বিকাশের চালিকাশক্তি হিসাবে কাজ করে আসছে, সেগুলির প্রতিটিই অপরিকল্পিত উন্নয়নের শিকার। সড়ক, পরিবহণ, জল, নিকাশি ও আবাসনের অপ্রতুল কাঠামোর সঙ্গে পরিষেবা প্রদানের অদক্ষতা মিলে জনপরিষেবাকে নিকৃষ্ট করে তুলেছে। এই সব শহরের জনসংখ্যার একটা বড় অংশই বস্তিতে বাস করে।

শহরগুলির বিকাশের চালিকাশক্তি হবার পথে এক বড় অন্তরায় হল এখানকার পরিষেবা প্রদানের দুরবস্থা। পরিস্রুত পানীয় জলের অভাব, তরল বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় অবহেলার দরুন জলদূষণ, নিকাশি ব্যবস্থার রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে জল জমা ও বন্যা, অদক্ষ ও অপ্রতুল সড়ক ও যান চলাচল পরিকাঠামোর জন্য যানজট, বায়ুদূষণ, জ্বালানির অযৌক্তিক দাম—এই সবই ভারতীয় শহরগুলির পরিচিত চ্যালেঞ্জ। যেমন ধরুন, শহরের মানুষের মাত্র ৬০ শতাংশের কাছে নলবাহিত জল পৌঁছে দেওয়া গেছে। যাঁরা নলবাহিত জলের সুফল পেয়েছেন, তাঁরাও এই পরিষেবা পান দৈনিক মাত্র ১ ঘণ্টা থেকে ৬ ঘণ্টা। অনেক সময়ে জল আসে প্রতি তিন দিনে একবার। নিকাশির ক্ষেত্রে নলবাহিত নিষ্কাশন ব্যবস্থার আওতায় রয়েছেন মাত্র ৩৩ শতাংশ। শহর এলাকার মোট তরল বর্জ্যের মাত্র ২০ শতাংশ, পরিশোধন প্রক্রিয়াকরণের মধ্য দিয়ে যায়। কঠিন বর্জ্যের ক্ষেত্রে ২০১৩-১৪ সালের হিসাবে, শহুরে এলাকায় দৈনিক ১,৪২,৫৬৬ টন বর্জ্য জমা হয়। এর ৮২ শতাংশ পুরসভাগুলি সংগ্রহ করে এবং মাত্র ২৯ শতাংশের প্রক্রিয়াকরণ হয়।

দেশের বর্তমান শহরগুলির পুনরুজ্জীবন এবং নতুন প্রাণবন্ত শহর গড়ে তোলা একান্ত আবশ্যক। পণ্য ও বিকাশ করিডোরের পাশে পরিকল্পিত শহর গড়ে তোলা যেমন জরুরি, তেমনি কঠিন চ্যালেঞ্জ হল ৮ হাজারের মতো বর্তমান শহরকে সঠিক রূপ দেওয়া। ৮০ লক্ষের বেশি জনসংখ্যা, দেশের এমন ছ'টি মহানগরের পরিধি ক্রমশ বিস্তৃত হচ্ছে। মূল শহরকে কেন্দ্রে রেখে আশপাশের গ্রাম ও মফস্‌সল অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে পুর এলাকায়। এই সব স্থানের সংযোগসাধন সুনিশ্চিত করতে জমির ব্যবহার ও পরিবহণের জন্য সংযুক্ত পরিকল্পনা প্রণয়নের পাশাপাশি জনপরিষেবার পরিসর বাড়াতে পরিকাঠামো নির্মাণে বৃহৎ বিনিয়োগ প্রয়োজন। আরও বড় চ্যালেঞ্জ হল পুর প্রশাসনের কার্যকর প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো গড়ে তোলা।

আমেদাবাদ, পুনে, সুরাট, নাগপুরের মতো শহরগুলিও এখন মহানগরগুলির মতো প্রসারিত হচ্ছে। এই বিস্তৃতি যাতে পরিকল্পনাহীন না হয়, সে জন্য অবিলম্বে এদিকে মনোযোগ দেওয়া দরকার। জমির ব্যবহার ও পরিবহণের সংযুক্ত পরিকল্পনা, পরিষেবা প্রদানে উন্নতি এবং সুলভ আবাসনের ওপর বিশেষ জোর দিতে হবে। রাজ্যগুলির মধ্যে মহারাষ্ট্র ও গুজরাট দ্রুততম বিকাশশীল এবং বেশি মাত্রায় শহরকেন্দ্রিক। স্থানীয় স্তরে নির্মাণ ক্ষমতা যাতে বাড়ে, তার সহায়ক পরিবেশ গড়ে তুলতে রাজ্য সরকারগুলিকে তৎপর হতে হবে, মজবুত করতে হবে পরিকল্পনা প্রণয়ন ও পরিষেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলিকে। কর্ণাটক, অন্ধ্রপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, তামিলনাড়ু-সহ অন্যান্য রাজ্যের দ্রুত বিকাশশীল শহরগুলির ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। দেশজুড়ে যে সব ছোট শহর ছড়িয়ে আছে তাদের দুর্বল অর্থনৈতিক ভিত্তি, চরম দারিদ্র, সুযোগ-সুবিধার অভাবের দিকে লক্ষ রেখে জন-নীতি প্রণয়ন করা উচিত।

ভারতে উন্নয়নের রাজনৈতিক অর্থনীতি মূলত গ্রামোন্নয়নের ওপরেই আধারিত। জনগণনায় যদিও দেখা যাচ্ছে ২০০১ থেকে ২০১১—এই এক দশকে ভারতে শহরের সংখ্যা আড়াই হাজারেরও বেশি বেড়েছে, কিন্তু এই সময়ে আইনসম্মত স্থানীয় শাসন কর্তৃপক্ষের (যা রাজ্য সরকারকে বিজ্ঞপ্তি দিয়ে প্রকাশ করতে হয়) সংখ্যা বেড়েছে মাত্র ২৪২টি। গ্রামোন্নয়নের জন্য পাওয়া বিপুল অর্থ কমে যাবে এবং নগরায়ণের ফলে নানা নিয়মকানুন তৈরি হবে—মূলত এই আশঙ্কায় গ্রামীণ স্থানীয় প্রশাসনকে পুর প্রশাসনের রূপান্তরিত করার ক্ষেত্রে অনিচ্ছা দেখা যায়।

যেসব অঞ্চলে স্থানীয় শাসন কর্তৃপক্ষ গঠন করা হয়েছে, সেখানেও এগুলির ক্ষমতায়ন ও অর্থের জোগান সুনিশ্চিত করা দরকার। ১৯৯২ সালে ৭৪তম সংবিধান সংশোধনীর মাধ্যমে নগর কর্তৃপক্ষগুলিকে সরকারের তৃতীয় স্তরের স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। এদের ওপর জল, কঠিন বর্জ্য, দূষিত জল প্রক্রিয়াকরণ, নিকাশি ব্যবস্থাপনা প্রভৃতির দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে। রাজ্য সরকারের থেকে স্থানীয় কর্তৃপক্ষগুলিতে কাজ হস্তান্তরের ক্ষেত্রে কিছুটা অগ্রগতি হলেও এর সঙ্গে অর্থের জোগান নিশ্চিত করা হয়নি। সম্পদ সংগ্রহ, বিশেষত, সম্পত্তি কর ও পরিষেবা মাশুল আদায়ের ক্ষেত্রে এদের আরও স্বাধীনতা দেওয়া প্রয়োজন। এখনও রাজ্য সরকারের কর্মীদের এখানে নিয়োগ করা হয়। শহরগুলিকে কর্মী নিয়োগের অধিকার দেওয়ার কাজ বিশেষ এগোয়নি। কয়েকটি মাত্র রাজ্যে পুর ক্যাডার (কর্মীবাহিনী) গঠন করা হয়েছে। পুর কর্তৃপক্ষের ক্ষমতায়ন না হলে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রের অনুকরণে সরাসরি মেয়র নির্বাচনের মতো বিভিন্ন প্রস্তাব তোলা অর্থহীন।

নগর পরিকাঠামো নির্মাণে প্রয়োজনীয় বিনিয়োগ এবং অর্থ জোগানের ব্যবস্থা

কেন্দ্রীয় নগরোন্নয়ন মন্ত্রক ২০১১ সালে বর্তমান লেখকের নেতৃত্বে একটি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন বিশেষজ্ঞ কমিটি নিয়োগ করেছিল। কমিটির হিসেব অনুযায়ী, নগর পরিকাঠামোর খামতি দূর করতে ২০০৯-১০ সালের মূল্যস্তরে ৩৯.২ লক্ষ কোটি টাকার বিনিয়োগ প্রয়োজন ছিল। ২০১৪-১৫ সালের মূল্যস্তরে এই টাকার অঙ্ক পৌঁছবে ৫৪.৩ লক্ষ কোটিতে। তাও এর মধ্যে জমির খরচ ধরা হয়নি। ২০১২ থেকে ২০৩১ সালের সময়সীমায় শহরের সব বাসিন্দার কাছে পরিষেবা পৌঁছে দেবার খরচ এর মধ্যে রয়েছে। যাঁরা আগে কখনও পরিষেবা পাননি এবং জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে ভবিষ্যতে যাঁরা পরিষেবার আওতায় আসবেন—এই

দু'পক্ষকেই হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। জিডিপি-র বার্ষিক গড় বিকাশহার ধরা হয়েছে ৮ শতাংশ। ২০০৮ সালে কেন্দ্রীয় নগরোন্নয়ন মন্ত্রক যে মান নির্দিষ্ট করে দিয়েছিল, তার নিরিখে পরিষেবা প্রদানের কথা ভাবা হয়েছে। এর মধ্যে সব থেকে বেশি, ৫৬ শতাংশ খরচ ধরা হয়েছে শহরের সড়ক নির্মাণে, পরিবহণ সংক্রান্ত পরিকাঠামো নির্মাণে ধরা হয়েছে ১৭.৭ শতাংশ এবং জল ও নিকাশি পরিকাঠামোর জন্য রাখা হয়েছে প্রায় ২৫ শতাংশ।

৭৪তম সংবিধান সংশোধনীর উদ্দেশ্য যা ছিল, সেই অনুযায়ী রাজ্য সরকারগুলি স্থানীয় কর্তৃপক্ষগুলিকে অর্থের জোগান দেয়নি। এই প্রবণতা বন্ধ করে ইন্দোনেশিয়া ও দক্ষিণ আফ্রিকার মতো সুনিশ্চিত অর্থে সংস্থান করা দরকার। সাধারণ তহবিল থেকে পুর কর্তৃপক্ষকে নির্দিষ্ট নীতি অনুযায়ী অর্থপ্রদান এবং অর্থসাহায্য করা একান্ত জরুরি। পণ্য ও পরিষেবা করের বাবদ রাজ্য সরকার যে অর্থ পাবে, তার একটা অংশ পুর কর্তৃপক্ষকে বাধ্যতামূলকভাবে দেওয়া উচিত। তাদের স্থানীয় কর ধার্য করার ক্ষমতা দেওয়া দরকার। সম্পত্তি করের সংস্কার এবং পরিষেবা মাশুল সংগ্রহের ক্ষেত্রে স্বাধীনতা দেওয়া হলে তা পুর কর্তৃপক্ষগুলির অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নয়নে বড় ভূমিকা নেবে। পুর নিয়ন্ত্রক গঠন করলে পরিষেবার মূল্য নির্ধারণে আসবে পেশাদারিত্ব। জমি সংক্রান্ত নানা মাশুল যেমন রূপান্তর ব্যয়, উন্নয়ন ব্যয় প্রভৃতি আদায় করলে পুর কর্তৃপক্ষের আয় অনেকটা বাড়বে। সম্পদ সংগ্রহের এই ক্ষেত্রটি এখনও পর্যন্ত অবহেলিত রয়ে গেছে।

পরিকাঠামো নির্মাণে অর্থ সংগ্রহের জন্য পুর কর্তৃপক্ষকে বাহ্যিক উৎসের ওপরেও নজর দিতে হবে। এ জন্য সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বে একটি মডেল গড়ে তোলা যায়। বেসরকারি অংশীদারের আনা অর্থে মূলধনি বাজার থেকে নেওয়া ঋণ শোধ করা যায় অথবা আয় অর্জনের লক্ষ্যে সেই টাকা বাজারে খাটানো যায়। পুর পরিষেবার জন্য মাশুল ধার্য করে, জমির উন্নয়নের জন্য খরচ নিয়ে বা বেসরকারি অংশীদারকে জমি উন্নয়নের দায়িত্ব দিয়ে আয় বাড়ানো সম্ভব। আর্থিক সংস্কার এবং পরিষেবার উন্নয়ন, পুর কর্তৃপক্ষের ঋণ গ্রহণের যোগ্যতা আরও বাড়াবে। এদিক থেকে দেখতে গেলে, স্থানীয় স্তরে সুশাসন ও প্রাতিষ্ঠানিক শক্তিবৃদ্ধি দ্বিমুখী সুফল দেয়। একদিকে পরিষেবার উন্নতি হয়, অন্যদিকে বেসরকারি ক্ষেত্রের থেকে অর্থ সংগ্রহের সহায়ক পরিবেশের সৃষ্টি হয়।

জাতীয় নগরোন্নয়ন মিশন

২০০৫ সালে সরকার অবশেষে ভারতীয় অর্থনীতিতে শহরাঞ্চলের গুরুত্বকে স্বীকৃতি দিল। শুরু হল জওহরলাল নেহরু জাতীয় শহুরে পুনর্নবীকরণ মিশন। শহরগুলির অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিকাঠামো নির্মাণ, বর্তমান পরিকাঠামোর উন্নয়ন, সুলভ আবাসন নির্মাণ এবং দরিদ্র মানুষের কাছে মৌলিক পরিষেবা পৌঁছে দেওয়া এই মিশনের লক্ষ্য। ২০০৫ সালের ডিসেম্বর থেকে ২০১৪ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত এই মিশন চলে। যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোয় কেন্দ্রীয় সরকার চালিত এই ধরনের মিশন, রাজ্য সরকার ও পুর কর্তৃপক্ষকে উৎসাহিত করে। ভারতীয় শহরগুলি কীভাবে কিছু ক্ষেত্রে পরিষেবা প্রদানের চেহারা অতি অল্প সময়ে আমূল পালটে ফেলেছে, 'Transforming our Cities' শীর্ষক গ্রন্থে তার অজস্র নিদর্শন রয়েছে। এটা তখনই সম্ভব হয়েছে যখন সংশ্লিষ্ট রাজ্য সরকার স্থানীয় স্তরে সংস্কার ও উদ্ভাবন সহায়ক পরিবেশ গড়ে তুলেছে, পরিকল্পনা প্রণয়ন, তার রূপায়ণ ও প্রকল্প ব্যবস্থাপনার সুব্যবস্থা করা হয়েছে এবং অর্থের জোগান সুনিশ্চিত রয়েছে। কিছু ক্ষেত্রে দেখা গেছে একটি মজবুত ও কর্মঠ পুর ক্যাডারের উপস্থিতিও।

পরিচ্ছন্ন ভারত প্রচারাভিযানের অঙ্গ হিসাবে ২০১৪ সালের অক্টোবর মাসে স্বচ্ছ ভারত শহর অভিযান শুরু হয়েছে। এর উদ্দেশ্য হল প্রকাশ্যে মলত্যাগ ও মানুষের দ্বারা মলবহন বন্ধ করতে সচেতনতা গড়ে তোলা, শৌচাগার নির্মাণ এবং কঠিন বর্জ্যের ১০০ শতাংশ সংগ্রহ ও তার বিজ্ঞানসম্মত পরিণতি সুনিশ্চিত করা। এ জন্য মোট ৬২ হাজার কোটি টাকার প্রয়োজন। এর মধ্যে ১৫ হাজার কোটি টাকা দেবে কেন্দ্র। বাকি অর্থ আসবে রাজ্য সরকার ও স্থানীয় কর্তৃপক্ষের বাজেট বরাদ্দ, পুর পরিষেবার মাশুল, জমি এবং বেসরকারি ক্ষেত্র থেকে। এই মিশনের সাফল্য অনেকাংশে নির্ভর করছে মানুষের ব্যবহারিক পরিবর্তন ও মানসিকতার ওপর, নিকাশি ও শৌচ ব্যবস্থার উন্নয়নে মানুষকে সচেষ্ট হতে হবে। তবে এ ক্ষেত্রে একটা বড় প্রতিবন্ধকতা হল জল। জল না পাওয়া গেলে শৌচাগারগুলি কাজে আসবে না।

চলতি বছরের জুন মাসে সরকার তিনটি বৃহৎ জাতীয় মিশনের সূচনা করেছে। এগুলি হল—অটল নবীকরণ ও শহুরে পরিবর্তন মিশন (AMRUT), ২০২২ সালের মধ্যে সকলের জন্য আবাসন মিশন এবং স্মার্ট সিটি মিশন। AMRUT এক অর্থে জওহরলাল নেহরু জাতীয় শহুরে পুনর্নবীকরণ মিশন (JNNURM)-এর উত্তরসূরি। ৫০০টি শহরকে এর আওতায় এনে জল, নিকাশি, পরিবহণ ও পরিবেশের ওপর জোর দেওয়া হচ্ছে। কেন্দ্রীয় সহায়তা নির্ভর এই প্রকল্পের জন্য ৫ বছরে ৫০ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। JNNURM-এর মতো এখানেও অর্থ প্রদানকে যুক্ত করা হয়েছে একগুচ্ছ সংস্কার প্রক্রিয়ার সঙ্গে। তবে কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা নিকাশির ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হলেও দুর্ভাগ্যবশত একে AMRUT-এর আওতায় আনা হয়নি। AMRUT-এর সামনে প্রধান চ্যালেঞ্জ হল সংস্কারের শর্তগুলি আরোপ করা, যেখানে JNNURM ব্যর্থ হয়েছে। অধিকাংশ নগর কর্তৃপক্ষই সংস্কারের পথে সেভাবে না এগনোয় বিশ্বাসযোগ্য কার্যকর আয়ের মডেল গড়ে তোলা যায়নি। ফলে সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব বা বাজারে পুর বন্ড ছেড়ে অর্থ সংগ্রহের কাজ বিশেষ এগোয়নি।

সকলের জন্য আবাসন মিশনে ২০২২ সালের মধ্যে ২ লক্ষ কোটি বাড়ি নির্মাণের লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে। হিসেব করে দেখা গেছে, এই সময়ে বাড়ির জন্য নতুন চাহিদা হবে প্রায় ১১ কোটি। অর্থাৎ সরকারি মিশনের মাধ্যমে বিপুল এই চাহিদার একটা অংশমাত্র মেটানো যাবে। সেজন্য এ ক্ষেত্রে অর্থনৈতিকভাবে দুর্বলতর শ্রেণিভুক্ত মানুষজনকে অগ্রাধিকার দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। বাড়ি পিছু দেড় লক্ষ টাকা অর্থ সাহায্য এবং ব্যাংক ঋণের সুদের ওপর ভরতুকি দেওয়া হবে বলে স্থির হয়েছে। রাজ্য সরকার বাড়ি তৈরির জমি দিতে পারে কি না, কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার পর্যাপ্ত অর্থের জোগান দেয় কি না, সরকারি নিশ্চয়তা ছাড়া ব্যাংকগুলি ঋণ প্রদানে কতটা আগ্রহ

দেখায়, প্রয়োজনীয় নগর পরিকাঠামো গড়ে তুলতে রাজ্য সরকারগুলি সামর্থ্য কতটা—এমন নানা বিষয়ের ওপর এই মিশনের সাফল্য নির্ভর করছে। এখানে বলা দরকার, ভাড়া বাড়িও কিন্তু বিপুল সংখ্যক নিম্নবিত্ত মানুষের আবাসনের অভাব দূর করে। বিকল্প নীতি হিসাবে এটি কিন্তু উপেক্ষিতই থেকে গেছে। এই খামতি দূর করা দরকার।

নাগরিক জীবনের মানোন্নয়ন এবং দেশের ১০০টি বাছাই করা শহরে দূষণমুক্ত সুস্থিত পরিবেশ গড়ে তোলার লক্ষ্যে 'স্মার্ট সিটি' মিশন এক উচ্চাকাঙ্ক্ষী প্রকল্প। বিশ্ব জুড়ে 'স্মার্ট সিটি' গড়ে তোলার যে প্রবণতা দেখা যাচ্ছে, তার সঙ্গে এই উদ্যোগ সংগতিপূর্ণ। তবে ঠিক কী কী উপাদান নিয়ে 'স্মার্ট সিটি' গঠিত হয়, তার সুসংবদ্ধ সংজ্ঞা এখনও মেলেনি। নির্বাচিত ১০০টি শহরকে 'স্মার্ট সিটি' হিসাবে গড়ে তুলতে সরকার পাঁচ বছরে ৪৮,০০০ কোটি টাকার সংস্থান রেখেছে। প্রয়োজনের তুলনায় এই অর্থ কম। এই মিশনে বর্তমান শহরের একটি অংশকে ঢেলে সাজানো হবে, গড়ে তোলা হবে দূষণমুক্ত নতুন শহরও। থাকবে বুদ্ধিদীপ্ত পরিবহণ ব্যবস্থা। AMRUT-এর ক্ষেত্রে ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনার দায়িত্ব স্থানীয় পুর কর্তৃপক্ষকেই অর্পণ করা হয়েছে, এ ক্ষেত্রে কিন্তু তা নয়। এর পরিচালনার জন্য বিশেষ পরিচালকমণ্ডলী গড়ে তোলা হবে। স্মার্ট সিটি বলতে যদি এমন এক শহর বোঝায় যেখানকার বাসিন্দারা সুশাসন, উন্নততর প্রশাসন, আধুনিকতম প্রযুক্তির সাহায্যে স্বচ্ছ, দায়বদ্ধ ও উচ্চমানসম্পন্ন নাগরিক পরিষেবা দাবি করেন, তাহলে প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কারের পাশাপাশি উচ্চ প্রযুক্তি-নির্ভর পরিকাঠামো গড়ে তুলতে হবে।

যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোয়, নানা অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সীমাবদ্ধতার মধ্যে আমরা যেভাবে আছি, তার থেকে আর একটু ভালো থাকা যে সম্ভব, সে বিষয়ে সন্দেহের কোনও অবকাশ নেই। তবে আমাদের শহরগুলিকে বিশ্বমানের করে তুলতে হলে রাজনৈতিক পরিবেশের সংস্কারসাধন একান্ত আবশ্যক।❑

[লেখক ইন্ডিয়ান কাউনসিল ফর রিসার্চ অন ইন্টারন্যাশনাল ইকোনমিক রিলেশানস (ICRICER)-এর চেয়ারপারসন ও এই পর্ষদের অধীনস্থ 'রিসার্চ অ্যান্ড ক্যাপাসিটি বিল্ডিং প্রোগ্রাম অন দ্য চ্যালেঞ্জেস অব আর্বানাইজেশন ইন ইন্ডিয়া'-র প্রধান। নগর পরিকাঠামো ও পরিষেবা সংক্রান্ত উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন বিশেষজ্ঞ কমিটির সভাপতি ছিলেন (২০০৮-২০১১)।
email : isherahluwalia@gmail.com]

জা নে ন কি?

ওভার-দ্য-টপ পরিষেবা

ইন্টারনেটের মাধ্যমে যে সব 'অ্যাপ্লিকেশন' ও পরিষেবা সহজেই হাতের নাগালে পাওয়া যায়, সেগুলোকে 'ওভার-দ্য-টপ' (OTT) বলা হয়। যেমন, সোশ্যাল নেটওয়ার্ক, সার্চ ইঞ্জিন, অ-পেশাগত ভিডিও-র সম্ভার, গান ও বিনামূল্যে গেম ডাউনলোড করার ওয়েবসাইট ইত্যাদি। এগুলো প্রথাগত পরিষেবা ব্যবস্থার বিকল্প। টেলিকম পরিষেবা প্রদানকারীদের (TSPs) পরিকাঠামোকে কাজে লাগিয়ে OTT পরিষেবা প্রদানকারীরা তাদের গ্রাহকদের কাছে পরিষেবা ও পণ্য সরবরাহ করে। এইভাবে মুনাফা কামানোর সঙ্গে সঙ্গে তারা TSP-দের প্রথাগত পরিষেবাগুলোকে জোর কদমে টেক্কাও দেয়। এই অ্যাপ-গুলো ইট-চুনের প্রচলিত দোকান থেকে শুরু করে ই-কমার্স ওয়েবসাইট, ব্যাংকিং প্রভৃতির সঙ্গেও প্রতিযোগিতা করে।

সে সব দিন আর নেই যখন শুধুমাত্র ডেস্কটপ বা ল্যাপটপ কম্পিউটার ছাড়া ইন্টানেটে ব্যবহার করার অন্য কোনও উপায় ছিল না। আজ সব ধরনের অ্যাপ্লিকেশন ইন্টারনেটে মজুত রয়েছে এবং অনায়াসেই যে কোনও ব্যক্তি, যে কোনও জায়গা থেকে, যে কোনও সময়ে, যে কোনও ইন্টারনেট সংযোগ যুক্ত যন্ত্র যেমন স্মার্টফোন, ট্যাবলেট, ফ্যাবলেট, ই-বুক রিডার, এমনকী ইন্টারনেট সংযোগ যুক্ত স্মার্ট টিভি-র মাধ্যমেও এই তাৎক্ষণিক পরিষেবা ব্যবহার করতে পারে।

গত কয়েক বছরে OTT-র নজিরবিহীন বিকাশ প্রধানত দুটো কারণে ঘটেছে। প্রথম, স্মার্টফোনের দামে ঘাটতি ও বাজারে বিভিন্ন শ্রেণির স্মার্টফোনের জোগানে বৃদ্ধির ফলে স্মার্টফোনের জনপ্রিয়তায় বাড়বাড়ন্ত। দ্বিতীয়, TSP-দের সংযোগ নেটওয়ার্কের মানোন্নয়ন (আপগ্রেডেশন)। বিষয়বস্তুর ডিজিটাইজেশনের প্রচলনের জন্য তথ্যের সংরক্ষণ, পুনরুৎপাদন ও বিতরণের খরচ কমেছে; এর ফলে অনলাইন বিষয়বস্তুর জোগানে ব্যাপক হারে বৃদ্ধি হয়েছে। এই OTT পরিষেবা প্রদানকারীরা নিজেদের নতুন ব্যবসাকে বাড়ানোর জন্য বাজারের শীর্ষে থাকা TSP-দের ব্রডব্যান্ড নেটওয়ার্ককে ব্যবহার করে। যেহেতু OTT অ্যাপলিকেশনগুলোর জন্য অনলাইন বিষয়বস্তুর জোগানে বৃদ্ধি হয়েছে, সেহেতু বাড়তি 'ডেটা ট্র্যাফিক'-এর জন্য আরও দ্রুত গতির ব্রডব্যান্ড সংযোগের চাহিদাও বেড়েছে। এই বাড়তি চাহিদা পূরণ করতে TSP-দের নেটওয়ার্কের মানোন্নয়নের জন্য বিপুল পরিমাণে বিনিয়োগ করতে হবে।

আন্তর্জাতিক স্তরে সরকার, শিল্পমহল ও গ্রাহকদের মধ্যে OTT পরিষেবা নিয়ন্ত্রণ নিয়ে বিবাদ চলছে। এই বিবাদের জেরে, ভারতের টেলিকম রেগুলেটরি অথরিটি (TRAI) OTT পরিষেবার জন্য নিয়ন্ত্রক কাঠামো সংক্রান্ত একটি পরামর্শ-পত্র (কনসাল্টেশন পেপার) প্রকাশ করেছে যার মধ্যে ইন্টারনেট পরিষেবা প্রদানকারী, OTT সরবরাহকারী, ও অন্যান্য সব পক্ষের মতামত এবং সংশ্লিষ্ট বিষয় যেমন 'নেটওয়ার্ক নিউট্রালিটি', আন্তর্জাতিক স্তরে 'নেটওয়ার্ক নিউট্রালিটি' ও OTT পরিষেবা (যোগাযোগ সংক্রান্ত ও অন্যান্য) নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতাও অন্তর্ভুক্ত করা হবে।❑

স্মার্ট সিটিতে ডিজিটাল শাসনব্যবস্থা

স্মার্ট সিটি-তে তথ্য-প্রযুক্তির সাহায্যে ডিজিটাল পরিকাঠামো নির্মাণের মাধ্যমে কীভাবে সম্পদের দক্ষ ব্যবস্থাপনা, শ্রমের কাম্য ব্যবহার ও নাগরিক পরিষেবা সুনিশ্চিত করা যায়, এই নিবন্ধে তার উল্লেখ করেছেন **আর চন্দ্রশেখর।** *তুলে ধরা হয়েছে এ সংক্রান্ত নানা সরকারি প্রয়াস।*

হিসেব করে দেখা যাচ্ছে, ২০৫০ সালের মধ্যে উন্নয়নশীল দেশগুলির ৬৪ শতাংশ মানুষ শহরে বসবাস করবেন। উন্নত দেশগুলিতে এই হার পৌঁছবে ৮৬ শতাংশে। দ্রুত নগরায়ণের ফলে এখন সবার মনোযোগই শহরের দিকে। এই শহরগুলিকে 'স্মার্ট' করে তোলার দাবি ক্রমশই জোরালো হয়ে উঠছে।

একটি শহর ও তার বাসিন্দাদের যে সুনির্দিষ্ট চাহিদাগুলি থাকে, তা মেটাতে হলে স্মার্ট সিটি গড়ে তোলা ছাড়া উপায় নেই। এ জন্য প্রথমেই এ সংক্রান্ত প্রয়াসকে অগ্রাধিকার দিতে হয়। এর পরের ধাপে আসে বিনিয়োগ আকর্ষণ এবং বাস্তব ও তথ্যপ্রযুক্তিগত পরিকাঠামো নির্মাণ।

শহর শাসনব্যবস্থা ও তার অগণিত চ্যালেঞ্জ

সরকারি ও বেসরকারি সংস্থাগুলি নাগরিকদের কাছে পরিষেবা পৌঁছে দিতে সাহায্য করে। বহুবিধ ও বহুমাত্রিক এই পরিষেবা প্রায়শই সংশ্লিষ্ট পদগুলির মধ্যে এক জটিল সম্পর্কের বুনন তৈরি করে। প্রয়োজন হয় সহযোগিতা ও সমন্বয়ের। একে যদি নগরের বাস্তুতন্ত্র আখ্যা দেওয়া যায় তাহলে এর উপাদানগুলি হল—শহর শাসনব্যবস্থা, রক্ষণাবেক্ষণ, জন পরিকাঠামো, সম্পত্তি ব্যবস্থাপনা, সংযুক্ত কর্মপ্রয়াস এবং নাগরিক পরিষেবা। এগুলির মধ্যে সমন্বয় না থাকলে অদক্ষতা, সম্পদের অব্যবহার ও অপচয়ের পথ প্রশস্ত হয়। কিছুটা সময় দিলে আমরা বুঝতে পারব, প্রযুক্তির সাহায্যে কীভাবে কার্যকর সুশাসনের মাধ্যমে এগুলিকে বিশ্বমানের শহরে পরিণত করা যায়।

সার্বিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে শহরের শাসনব্যবস্থাকে বিচার করলে আমাদের চোখে পড়বে প্রাতিষ্ঠানিক ভূমিকার খণ্ডতা ও পুনরাবৃত্তি, ক্ষমতার অভাব, অর্থের জোগানে ব্যাঘাত, সীমিত স্বশাসন, নাগরিকদের সঙ্গে দুর্বল সংযোগের মতো বিভিন্ন বিষয়। যথাযথ প্রশিক্ষণ, দক্ষতা বৃদ্ধির সহায়ক হয়। একইভাবে সম্পদের কাম্য ব্যবহারের মাধ্যমে শ্রমশক্তি পরিচালন ব্যবস্থাকে আরও কার্যকর করে তোলা যায়। স্বয়ংক্রিয় ব্যবসায়িক পদ্ধতি মানুষের পরিশ্রম ও হস্তক্ষেপ কমায়। নাগরিক-কেন্দ্রিক অনলাইন পোর্টাল, নাগরিকদের সঙ্গে সরকারের সরাসরি সংযোগসাধন করে, নাগরিকরা তাঁদের পরামর্শ ও মতামত সরকারকে জানাতে পারেন।

অসংযুক্ত নগর ব্যবস্থাপনায় কাজ ও রক্ষণাবেক্ষণের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি প্রায়শই তদর্থক, যেখানে পরিষেবা প্রদানকারীর মানের অস্পষ্টতা এবং প্রয়োজনীয় সংখ্যক লোকের অভাব অবশ্যম্ভাবী। সিটি পারফরম্যান্স ড্যাশবোর্ডের মাধ্যমে একদিকে যেমন পরিষেবা প্রদানকারীর কাজের মূল্যায়ন করা যায়, তেমনি নাগরিকরাও পরিষেবার মান নিয়ে প্রশ্ন তোলার সুযোগ পান। সংযুক্ত নিয়ন্ত্রণ ও কার্য সম্পাদন কেন্দ্র স্থাপনের মধ্য দিয়ে বিভিন্ন দপ্তরের কাজের স্বচ্ছতা প্রতিষ্ঠিত করা যায়। নিয়মিত বিশ্লেষণে রক্ষণাবেক্ষণ চক্রকে আরও ভালোভাবে বোঝা যায়, যা কাজের দক্ষতা বাড়ায়।

জন পরিকাঠামো ও সম্পদের কার্যকর পরিকল্পনার কোনও সংস্থান নেই। মজুত সম্ভার প্রায়শই দীর্ঘদিন ধরে পড়ে থাকায় এবং এ সংক্রান্ত হিসাব হাতে লিখে রাখায় সার্বিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা কৌশল প্রয়োগ করা সম্ভব হয় না। সংযুক্ত সম্পদ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে সম্পত্তির ব্যবহার ও রক্ষণাবেক্ষণের ওপর নজর রাখা যায়, ফলে উৎপাদন ব্যয় কমে।

মোবাইল, ওয়েব, কিয়স্ক ও সোশ্যাল মিডিয়া নাগরিকদের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংযোগের নানা পথ খুলে দিয়েছে। এগুলি ব্যবহার করে বিলের টাকা প্রদান, কর প্রদান, অনলাইনে শংসাপত্র প্রদান, অভিযোগ নথিবদ্ধ করার মতো নাগরিক-কেন্দ্রিক বিভিন্ন পরিষেবা দেওয়া সম্ভব। সোশ্যাল মিডিয়া দ্বিমুখী যোগাযোগের অত্যন্ত শক্তিশালী এক মাধ্যম হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেছে।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহারের সম্ভাবনার সার্বিক চিত্র

- **ব্যবসা পদ্ধতির স্বয়ংক্রিয়করণ :** ব্যবসা পদ্ধতি পরিচালন সমাধানের মাধ্যমে সম্পূর্ণসংযুক্ত ও নীতিচালিত ব্যবসা প্রক্রিয়া স্থাপন। এতে ব্যয়সাশ্রয় হবে, বাড়বে দক্ষতা।
- **বহুস্তরীয় নাগরিক পরিষেবা :** মোবাইল, ওয়েব, অনলাইন, ফোন, মুখোমুখি, কিয়স্ক, সোশ্যাল মিডিয়া—এমন নানা মাধ্যমে নাগরিক পরিষেবার ব্যবস্থা করা যায়। নাগরিকরা এই সব পরিষেবার সাহায্যে বিল প্রদান, কর প্রদান, জন্মের শংসাপত্র গ্রহণ, অভিযোগ নথিবদ্ধ প্রভৃতি নানা ধরনের কাজ করতে পারেন।
- **সিটি পারফরম্যান্স ড্যাশবোর্ড :** ডিজিটাল প্রযুক্তির সাহায্যে শহরের বিভিন্ন উপপ্রক্রিয়ার ওপর নজরদারি ও মূল্যায়ন করা সম্ভব। তাতে কাজের গতি ও মান

স্মার্ট সিটির শাসন ও কার্যপদ্ধতি

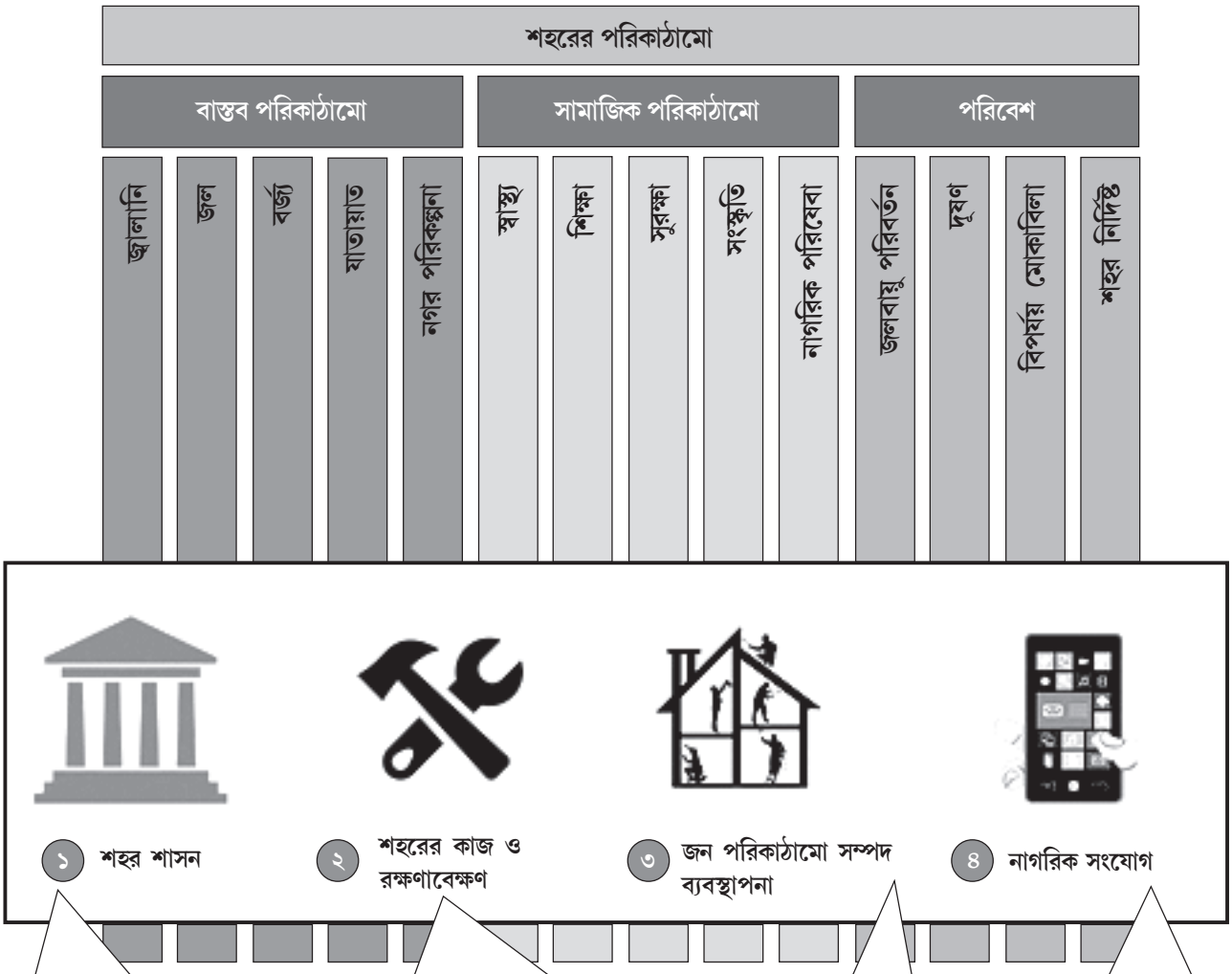

- অনলাইন প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষতা বৃদ্ধি।
- সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলির সমস্যা দূর ও দক্ষতা বৃদ্ধিতে সহায়তা।
- নাগরিকদের জন্য অনলাইন পোর্টাল ও ফোরাম : নাগরিকদের সঙ্গে সংযোগের মঞ্চ।
- শ্রমশক্তি ও সম্পদ ব্যবস্থাপনা : সম্পদ ও শ্রমের কাম্য ব্যবহার।
- ব্যবসা প্রক্রিয়ায় স্বয়ংক্রিয়তা : মানবসম্পদের ব্যবহার কমায়।

- সিটি পারফরম্যান্স ড্যাশবোর্ড : সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলির সমস্যা দূর ও দক্ষতা বৃদ্ধিতে সহায়ক।
- নাগরিকদের জন্য অনলাইন পোর্টাল ও ফোরাম : নাগরিকদের সঙ্গে সংযোগের মঞ্চ।
- পৌর দক্ষতা বৃদ্ধি ও অনলাইন প্রশিক্ষণ : সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলির সমস্যা দূর ও দক্ষতা বৃদ্ধি।
- বিশ্লেষণ : পূর্বাভাসের ভিত্তিতে রক্ষণাবেক্ষণ
- সংযুক্ত নির্দেশ ও নিয়ন্ত্রণকেন্দ্র : রক্ষণাবেক্ষণে সমন্বয়, পরিচয়ের ফারাক ও পরিষেবায় অসামঞ্জস্য দূর।
- শ্রমশক্তি ও সম্পদ ব্যবস্থাপনা : সম্পদ ও শ্রমের কাম্য ব্যবহার।

- সংযুক্ত সম্পদ পরিচালন সমাধান : সাম্প্রতিকতম পরিস্থিতির পূর্ণ তথ্য। চাহিদার পূর্বাভাস অনুসারে আগাম ক্রয়।

- বহুস্তরীয় নাগরিক পরিষেবা : অনলাইন/মোবাইল/কিয়স্ক/ কলসেন্টার/মুখোমুখি নাগরিক পরিষেবা প্রদান।
- অভিন্ন পরিষেবা কেন্দ্র : পুর পরিষেবা নাগরিকের দোরগোড়ায়।
- পুরসভার পোর্টাল।
- সোশ্যাল মিডিয়া : ফেসবুক, ট্যুইটার প্রভৃতি।
- হেল্পলাইন।

সরকারের প্রয়াস

- জাতীয় পরিষেবা প্রদান পরিকাঠামো
- আধার
- মোবাইল পরিষেবা প্রদান গেটওয়ে
- ন্যাশনাল ক্লাউড ইনিশিয়েটিভ
- রাজ্য তথ্যকেন্দ্র
- অভিন্ন পরিষেবা কেন্দ্র
- রাজ্যের পোর্টাল এবং রাজ্য পরিষেবা প্রদান গেটওয়ে।

বাড়বে, সক্রিয় হবে বিপর্যয় মোকাবিলা ব্যবস্থাপনা।

- **সংযুক্ত সম্পদ পরিচালন সমাধান :** সংযুক্ত সম্পদ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে সামগ্রিক ভাবে পরিকাঠামোগত সম্পদ নিয়ন্ত্রণ ও রক্ষণাবেক্ষণ করা সম্ভব।
- **সংযুক্ত নিয়ন্ত্রণ ও কর্মকেন্দ্র :** এই কেন্দ্রগুলি স্থাপন করে নগর পরিষেবার ওপর নজরদারি ও তার ধারাবাহিকতা রক্ষার কাজে লাগানো যায়।
- **বহুস্তরীয় নাগরিক সংযোগ :** পরিষেবা ডেস্ক, সংযোগ কেন্দ্র, নাগরিক পরিষেবা পোর্টাল প্রভৃতির মাধ্যমে নাগরিকদের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ স্থাপন করা যায়।
- **শ্রমশক্তি ও সম্পদ ব্যবস্থাপনা :** শ্রমশক্তি ও সম্পদ ব্যবস্থাপনার সাহায্যে এদের কাম্য ব্যবহার সুনিশ্চিত করা যায়।

তথ্য ও যোগাযোগ ক্ষেত্রে বর্তমান বিনিয়োগ ও প্রয়াস

জাতীয় পরিষেবা প্রদান পরিকাঠামো : এটি মূলগত পরিকাঠামো হিসাবে কাজ করবে। সরকারি মালিকানার কেন্দ্রীয় গেটওয়ে গড়ে তুলবে এটি। এর মাধ্যমে বিভিন্ন 'ই-গভ অ্যাপ্লিকেশন'-এর মধ্যে সমন্বয়, ফ্রন্ট-এন্ড পরিষেবা প্রদানকারীর থেকে ব্যাক-এন্ড পরিষেবা প্রদানকারীকে আলাদা করা এবং বিভিন্ন দপ্তরে পেমেন্ট গেটওয়ে, মোবাইল গেটওয়ে প্রভৃতি গড়ে তোলা যাবে।

আধার : আধারের সাহায্যে অনলাইনে যাচাই করা সম্ভব। কেন্দ্রীয় তথ্যভাণ্ডারে রাখা বায়োমেট্রিক তথ্যের মাধ্যমে এই যাচাই করা হয়। আধারের লক্ষ্য হল, প্রতিটি ভারতীয়ের জন্য স্বতন্ত্র পরিচয়জ্ঞাপক সংখ্যা নির্দিষ্ট করে ভুয়ো পরিচয়পত্র আটকানো।

মোবাইল পরিষেবা গেটওয়ে : মোবাইল প্রশাসন, যা এম-গভর্ন্যান্স নামে পরিচিত, তার মাধ্যমে একটি নতুন পরিষেবা মঞ্চ গড়ে উঠেছে। এর সাহায্যে তথ্য ও পরিষেবা নাগরিকদের কাছে পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে। এতে পরিষেবার পরিধি আরও বিস্তৃত হয়েছে। এর সুফল বিশেষভাবে অনুভূত হয় গ্রামাঞ্চলে, যেখানে ইন্টারনেট না পৌঁছলেও মোবাইল ফোন পৌঁছে গেছে।

ন্যাশনাল ক্লাউড ইনিশিয়েটিভ: মেঘরাজ নামে এই প্রয়াস ক্লাউড ভিত্তিক পরিকাঠামো গড়ে তুলছে। এর লক্ষ্য হল তথ্য ও যোগাযোগ পরিকাঠামোর কাম্য ব্যবহার, ই-গভর্ন্যান্সের প্রয়োগ ও উন্নয়ন এবং ই-গভ স্টোর গড়ে তোলা।

রাজ্য তথ্যকেন্দ্র : সরকারি দপ্তরগুলির মধ্যে পারস্পরিক তথ্য বিনিময়, সরকার ও নাগরিক এবং সরকার ও ব্যবসায়িক মহলের মধ্যে তথ্য ও পরিষেবার আদানপ্রদানে এই কেন্দ্রগুলি সহায়ক হবে। এ জন্য স্টেট ওয়াইড এরিয়া নেটওয়ার্ক SWAN এবং গ্রামস্তর পর্যন্ত বিস্তৃত অভিন্ন পরিষেবা কেন্দ্রগুলিকে কাজে লাগানো হবে।

অভিন্ন পরিষেবা কেন্দ্র : এই কেন্দ্রগুলি ই-গভর্ন্যান্স, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, টেলিমেডিসিন, বিনোদন এমনকী বিভিন্ন বেসরকারি ক্ষেত্রে উচ্চমানের, ব্যয়সাশ্রয়ী ভিডিও, অডিও ও অন্যান্য তথ্য পরিষেবা প্রদান করবে। এর মাধ্যমে গ্রামীণ এলাকাগুলিতে আবেদনের ফর্ম, শংসাপত্র পাওয়া যাবে। ইলেকট্রিক বিল, ফোনের বিল প্রভৃতিও অনলাইনে মেটানো যাবে।

রাজ্য পোর্টাল ও রাজ্য পরিষেবা প্রদান গেটওয়ে : জাতীয় ই-গভর্ন্যান্স পরিকল্পনায় সাধারণ মানুষের কাছে সমস্ত সরকারি পরিষেবা পৌঁছে দেবার লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে। এজন্য প্রতিটি এলাকায় অভিন্ন পরিষেবা কেন্দ্র খোলা হবে। এগুলির দক্ষতা, স্বচ্ছতা ও নির্ভরযোগ্যতা সুনিশ্চিত করতে হবে, অথচ খরচ থাকবে নাগালের মধ্যে। আবশ্যক পরিষেবাগুলিকে নিয়ে সরকার একটি সংযুক্ত তথ্য পরিকাঠামো গড়ে তোলার প্রয়াস চালাচ্ছে।

তথ্যপ্রযুক্তি সংক্রান্ত এই কর্মযজ্ঞের সূচনার এর থেকে ভালো সময় আর ছিল না। এই প্রয়াসগুলির প্রতিটিই চমৎকার। এগুলি যাতে প্রার্থিত সুফল দিতে পারে, সেজন্য শিল্পমহলকেও এগিয়ে আসতে হবে। ১৪৬০০ কোটি ডলারের এই শিল্প বিশ্বজুড়ে নানা সমস্যার সমাধান করেছে। এখন সময় এসেছে ভারতে তার সফল ও সুচারু প্রয়োগের, যা দেশীয় বিকাশকে এক নতুন উচ্চতায় পৌঁছে দেবে। ❑

[লেখক NASSCOM-এর প্রেসিডেন্ট। NASSCOM ভারতীয় তথ্য-প্রযুক্তি তথা বিপিও শিল্পক্ষেত্রের অন্যতম বাণিজ্যিক সংঘ।
email : president@nasscom.in]

Piyali Mondal
WBCS (Exe.)BDO.

Shayan Ahmmed
(WBCS 13) DSP

Md. Saifur Rahaman
R.N. 0204177 WBCS, CTO

Sounak Benerjee
WBCS Group-A

This frame of our success is our fame

NEW HORIZON STUDY CIRCLE

1/1, Shambhu Chatterjee Street, Kolkata-700 007
(Near College Street Junction)
Contact : 9836484969, 9831050794 website : www.newhorizonstudy.com

New Horizon Study Circle সম্প্রতি নতুন পরিকাঠামোয় নতুন আদলে যে কর্মসূচিগুলি নিয়ে এগিয়ে চলেছে : Class Coaching, Postal Coaching & Mock Test Programme for—

1. **IAS Foundation Course**
2. **WBCS (Preli & Mains) Course**
3. **General Combined for Central Level SSC, Railway Services & Banking Services ; etc.**
4. **Special Coaching for interview**

ভর্তির আগে সরাসরি আমাদের সফল ব্যক্তিদের সাথে এই নম্বরে (9051220549, 7585812051) কল করে নিশ্চিত হন।

Faculty : *সম্প্রতি আমাদের প্রতিষ্ঠান থেকে সফল কয়েকজন CTO, ACTO, Jt. BDO, R.O. এবং বিশিষ্ট লেখক ও বিশেষজ্ঞ শিক্ষকমণ্ডলী আমাদের এই প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকতার কাজে ব্রত। আমাদের এই সফল ব্যক্তিবর্গই আমাদের উৎকর্ষতার সাক্ষ্য বহন করছে।*

WBCS (Mains) 2015 এর পরীক্ষার্থীরা Free of Cost-এ আমাদের website থেকে online-এ Mock Test দিতে পারবেন।

NEW HORIZON PUBLICATION

New Horizon Publication এর তুজামমেল হোসেন প্রণীত বইগুলি—

1. (i) ভারতের অর্থনীতি বিশেষণে ভারতের রিজার্ভ ব্যাংক ও পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা—তুজামমেল হোসেন। এর সাথে WBCS (Mains) 2015 পরীক্ষার আগে পর্যন্ত বিনামূল্যে পাচ্ছেন:
   (ii) **Indian Economy** (Current Data & Last Minute Suggestions)
2. (i) **Basic Concepts of Economics & India Economy including the role and functions of RBI—T. Hossain.** এর সাথে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পাচ্ছেন:
   (ii) **Indian Economy** (Current Data & Last Minute Suggestions); upto Main Exam.
3. (i) পাটিগণিত ও যুক্তিপরীক্ষা—তুজামমেল হোসেন। এর বিনামূল্যে পাচ্ছেন:
   (ii) **Arithmetic & Test of Reasoning—T. Hossain**
4. অ্যারিথমেটিক গাইড্—সব পরীক্ষার জন্য।
5. ভারত ও বিশ্বের ইতিহাস (WBCS Preli & Mains Optional এর জন্য)
6. **WBPSC—Guide & Practice—T. Hossain.** for WBCS Preli & Mains Exam. Mainly.

জেলাভিত্তিক বইয়ের Distributor পাওয়ার জন্য
Cont. 9836484969

Souvik Chakroborty
(WBCS 12)R.O.

Durbar Benerjee
DSP.

Kalyan Laha
Jt. BDO (WBCS 12)

Monirul Islam
(WBCS 12)R.O.

Anjan Chatterjee
(WBSSC 13)

Surajit Mondal
(DSP)

Torikul Islam
(WBCS 12) R.O.

Chitra Majumdar
JSWS (WBCS 12)

Dip Sankar Das
(WBCS 11) R.O.

Rathin Sarkar
(WBCS 12) (Group-C)

Mofijur Rahaman
WBCS, ACTO

Chandrani Bandhyapadhyaya
WBCS (Group-C)

Biswajit Bera,
WBCS, WB Misc.

Pandab Ch. Sarkar
(WBCS) R.O,

ভারতীয় প্রেক্ষাপটে স্মার্ট সিটি

ভারতে গ্রামের তুলনায় শহর বেশি হারে বিকাশলাভ করছে। কেন্দ্রীয় সরকারের নগরোন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় ১০০টি স্মার্ট সিটি গড়া হবে দেশের নানা প্রান্তে। কিন্তু এই স্মার্ট সিটিগুলির ক্ষেত্রে কেবল উন্নত প্রযুক্তিই যথেষ্ট নয়, সেগুলির সুশাসনও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। আলোচনা করছেন **উষা পি. রঘুপতি।**

ভারত শেষ পর্যন্ত এই সত্যের সামনে জেগে উঠেছে যে শহুরে ভারত গ্রামীণ ভারতের তুলনায় চরম অর্থে দ্রুত বিকাশশীল। ২০০১ থেকে ২০১১ এই এক দশকে শহুরে ভারতে জনসংখ্যা বৃদ্ধি ঘটেছে ৯.১ কোটি, গ্রামীণ ভারতের ৯ কোটির তুলনায়। জওহরলাল নেহরু জাতীয় শহুরে পুনর্নবীকরণ মিশন (জেএনএনইউ-আরএম)-এর সূচনা পর্যন্ত শহরাঞ্চলের জন্য অর্থ বরাদ্দ গ্রামীণ ক্ষেত্রের তুলনায় ছিল নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর। জেএনএনইউআরএম অবশ্য দেশের এই সংক্রান্ত চিন্তা-ভাবনায় একটা ব্যাপক পরিবর্তন আনে—ভারতের অর্থনৈতিক বিকাশ ও উন্নয়নে শহরাঞ্চল যে একটা মুখ্য ও কেন্দ্রীয় ভূমিকা পালন করেছে, সেকথা এই প্রকল্পই প্রথম স্বীকার করে।

ভারতে অর্থনৈতিক বিকাশ নগর-চালিত। দেশের মোট দেশীয় উৎপাদন জিডিপি-র অন্তত দুই-তৃতীয়াংশই এর দ্বারা সঞ্চারিত। শহরে নগরে উত্তম মানের সুদক্ষ পরিকাঠামো ও পরিষেবার সংস্থান না হলে ভারতের অর্থনীতি জিডিপি-র ৮ শতাংশের উচ্চাকাঙ্ক্ষী বিকাশহার বা তার বেশি হার কখনওই অর্জন করতে পারবে না।

২০১১-এর জনগণনা অনুযায়ী ভারতে ৪০৪১টি বিধিবদ্ধ শহর আর ৩৮৯৪টি জনসংখ্যাগত শহর (সেনসাস টাউন অর্থাৎ ভারতের জনগণনার সংজ্ঞা অনুযায়ী যে সব এলাকাকে শহর বলে ঘোষণা করা হয়েছে) রয়েছে। ভারতের শহরাঞ্চলের জনসংখ্যার প্রায় ৭০ শতাংশই শহুরে জনপদ এবং ১ লক্ষ বা তার বেশি জনসংখ্যা বিশিষ্ট নগরে বাস করে। এই সব নগরের অধিকাংশই দ্রুত হারে বিকাশ লাভ করলেও, মেগা সিটিগুলি (৫০ লক্ষ বা তার বেশি জনসংখ্যাবিশিষ্ট) যেন প্রান্তদেশে ফেটে পড়ছে। নগরগুলি বিশেষ করে যেগুলি দ্রুত বেড়ে উঠছে, সেগুলিতে আরও ভালোভাবে পরিকল্পনার মাধ্যমে স্মার্ট সমাধানের (সলিউশন) ব্যবস্থা করা উচিত। বর্তমানে ভারতের শহরাঞ্চলের অসংখ্য সমস্যা রয়েছে। যেমন কিনা পর্যাপ্ত পরিকাঠামো ও মৌলিক পরিষেবার অভাব। দারিদ্র ও বস্তি এলাকা, অপর্যাপ্ত আবাসন, চলাচলের সমস্যা, ভিড়, সব ধরনের দূষণ ইত্যাদি। এগুলির সঙ্গে যুক্ত হয়েছে জলবায়ু পরিবর্তনগত সমস্যা আর শহরাঞ্চলে ক্রমশ বেড়ে চলা প্রাকৃতিক ও মনুষ্য-সৃষ্ট বিপর্যয়। এই সব সমস্যার স্মার্ট সমাধান ও সুশাসন বিশেষ প্রয়োজন।

ভারতের বেশিরভাগ শহরে 'মাস্টার প্ল্যান' বলে কিছু নেই। আর তার জন্যই অপরিকল্পিত নগরায়ণ পরিকাঠামো ও পরিষেবার সংস্থানের ক্ষেত্রে বিশেষ উদ্বেগের বিষয়। পরিসীমাগত শহুরে এলাকার অধিকাংশেই কোনও শাসন সংবলিত এলাকা নেই। কেননা ওরা না গ্রামীণ, না শহুরে। নগর যত ছড়াতে থাকে, পরিসীমাগত শহুরে এলাকাগুলি যেগুলির বেশিরভাগই অপরিকল্পিত এলাকা সেগুলিকে নগরের আওতার মধ্যে এনে ফেলা হয়। তাই এ ক্ষেত্রে শহরের বিকাশের আগেই পরিকল্পনা গ্রহণ প্রয়োজন। কেননা, পরবর্তীকালে আবার সাজানো অথবা নতুন করে উন্নয়ন অনেক বেশি কঠিন কাজ।

বর্তমান সরকারের দিশারি প্রকল্পগুলি অটল নবীকরণ ও শহুরে পরিবর্তন (AMRUT)-এর আওতায় ১০০টি স্মার্ট সিটি ও ৫০০টি নগর। জাতীয় ঐতিহ্যসম্পন্ন নগরোন্নয়ন ও পরিবর্ধন যোজনা (HRIDAY বা হৃদয়), স্বচ্ছ ভারত অভিযান, আর সকলের জন্য আবাসন—এই সবই নগরগুলিকে বসবাসযোগ্য, উন্নয়নে শামিল, জীবন্ত, প্রযুক্তিগতভাবে উন্নত এবং অর্থনৈতিকভাবে প্রতিযোগী করে তোলার লক্ষ্য নিয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকারের নগরোন্নয়ন মন্ত্রকের মত অনুসারে একটি স্মার্ট সিটির মূল পরিকাঠামো উপাদানের মধ্যে পড়ে :

(ক) পর্যাপ্ত জল সরবরাহ
(খ) সুনিশ্চিত বিদ্যুৎ সরবরাহ
(গ) কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা-সহ স্যানিটেশন ব্যবস্থা
(ঘ) দক্ষ শহুরে চলাচল ও সরকারি পরিবহণ ব্যবস্থা
(ঙ) সাধ্যের মধ্যে আবাসন, বিশেষত গরিবদের জন্য
(চ) তথ্য-প্রযুক্তিগত দুর্দান্ত যোগাযোগ বা কানেক-টিভিটি এবং ডিজিটালাইজেশন
(ছ) সুশাসন, বিশেষ করে ই-গভর্নেন্স এবং নাগরিকদের অংশগ্রহণ
(জ) ধারাবাহিকভাবে বজায় রেখে যাওয়ার মতো পরিবেশ
(ঝ) নাগরিকদের বিশেষ করে মহিলা, শিশু ও বয়স্কদের সুরক্ষা ও নিরাপত্তা এবং
(ঞ) স্বাস্থ্য ও শিক্ষা ব্যবস্থা।

স্মার্ট সিটি অভিযানে অঞ্চলভিত্তিক উন্নয়নের কৌশলগত অংশগুলি হল নগরের উন্নয়ন (সংস্কারের কাজ), নগর পুনর্ব্যবহারযোগ্য করা (পুনরায় উন্নয়ন), আর

নগরের সম্প্রসারণ এবং এর সঙ্গে একটি সারা শহর বিস্তৃত প্রয়াস, যেখানে স্মার্ট সমাধানগুলি নগরের বৃহত্তর এলাকাজুড়ে প্রযুক্ত হয়।

স্মার্ট সিটি এমন সব নগরের চিন্তা-ভাবনা উসকে দেয়, যেগুলি ভালোভাবে চলে, আর সেখানে সবকিছুই ঠিকঠাক হয়। সেই সব নগর যেখানে প্রত্যেকেরই মৌলিক পরিষেবা পাওয়ার সুযোগ আছে, পরিষেবাগুলি দক্ষ হাতে জোগানো হয়, নগরগুলি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, যেখানে সুচালিত পরিবহণ ব্যবস্থা বিদ্যমান, রয়েছে সাইকেলের আলাদা লেন, পথচারীদের পথ, সবুজ ফুসফুস, জলাভূমি, পরিবেশ অনুকূল ভবন, পরিবেশ অনুকূল শক্তি, ই-গভর্নেন্স, দৈনন্দিন জীবনে ডিজিটাল প্রযুক্তির ব্যবহার, দক্ষ তথ্য ও যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং এই রকমই আরও অনেক কিছু। নিজেদের শহরগুলিকে পালটে ফেলতে আমাদের এই সমস্ত দিকে কাজ করতে হবে। স্মার্ট সিটিগুলিকে অবশ্যই এগিয়ে থাকতে হবে, নগরের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে স্বপ্ন দেখার দিক থেকে আর ভবিষ্যৎ সম্প্রসারণের জন্য সংস্থানও রাখতে হবে।

ভারতীয় অনুষঙ্গে স্মার্ট সিটিতে অবশ্যই এই সব দিক থাকতে হবে। প্রযুক্তি, অর্থানুকূল্য, তথ্য ব্যবহারের সুযোগ, শক্তি, পরিবেশ, জলবায়ু পরিবর্তনগত স্থিতিস্থাপকতা, বিপর্যয় সংক্রান্ত ঝুঁকির ব্যবস্থাপনা, সংস্কার, সুশাসন এবং নাগরিকদের শামিল হওয়া।

প্রযুক্তি

ডিজিটাল প্রযুক্তি নগর ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে উদ্ভাবনমূলক ও দক্ষ সমাধান জোগাতে পারে। তা সেটা সচলতা (ট্রাফিক ও পরিবহণ ব্যবস্থা), নগর পরিকল্পনা বা পরিকাঠামো ও পরিষেবার সংস্থান, যেমন জল সরবরাহ, নিকাশি ব্যবস্থা, কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি। স্মার্ট সিটিগুলিতে পথে ভিড় কমানো দরকার আর তার মাধ্যমেই বায়ুদূষণ কমিয়ে সুস্বাস্থ্য ও উত্তম জীবনমানের সুবিধা সুনিশ্চিত করা দরকার। সেনসর ব্যবহার করা এবং প্রকৃত সময়ভিত্তিক তথ্য জোগানো পরিষেবাগুলির ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে পদ্ধতিগত পরিবর্তন আনবে আর সেই সঙ্গে মানুষ কীভাবে সেগুলি ব্যবহার করবে সে ক্ষেত্রেও আনবে বদল। জল ও বাড়ি ঘরের বিদ্যুতের ক্ষেত্রে ডিজিটাল মিটার জোগানো দরকার। যার মাধ্যমে নাগরিকরা তাদের ব্যবহারের সময় ও মাশুলের ওপর নজর রাখতে পারবে। আর এভাবেই জরুরি পরিষেবার সংরক্ষণ ও বিচক্ষণ ব্যবহার নিশ্চিত করা যাবে। তথ্য-যোগাযোগ প্রযুক্তিও একইভাবে সামাজিক ক্ষেত্রকে পরিষেবা জোগাবে এবং এরাও সকলকে শামিল করবে অর্থাৎ উদ্ভাবনমূলক সমাধান জুগিয়ে বয়স্ক, প্রতিবন্ধী, দরিদ্র ও নিরক্ষরদের জন্য পরিষেবার ব্যবস্থা করবে।

অর্থের জোগান

প্রযুক্তি জোগানের মতো অনেকে রয়েছেন, যাঁরা বিভিন্ন ক্ষেত্রে সমাধানের সংস্থান করতে পারেন। তবে এগুলিতে অর্থের জোগান প্রয়োজন। আজ বহু পৌর প্রতিষ্ঠানে অর্থের সংকট রয়েছে, এরা ন্যূনতম মৌলিক পরিষেবা জোগাতে পারে না এবং কর্মীদের নিয়মিত বেতন দিতে পারে না। তাই স্মার্ট সিটির প্রয়াসে সরকারের উঁচু তলা, আর্থিক প্রতিষ্ঠান, বেসরকারি ক্ষেত্র প্রভৃতি থেকে অর্থের জোগানের প্রয়োজন হবে অথবা আন্তর্জাতিক সংস্থা থেকে অর্থের জোগান লাগবে। মূলধনি বিনিয়োগ সরকারি এবং বেসরকারি ক্ষেত্র থেকে আসা দরকার আর দীর্ঘমেয়াদি রক্ষণাবেক্ষণ সংক্রান্ত খরচ ব্যবহারকারীদের তরফেই দেয় মাশুল হিসেবে মিটিয়ে দেওয়া প্রয়োজন।

তথ্য ব্যবহারের সুযোগ

স্মার্ট সিটিতে পরিকাঠামো এবং পরিষেবার ক্ষেত্রে তথ্য ব্যবহারের অবাধ সুযোগ দিতে হবে। বিশেষ করে সেই সবগুলি যেগুলি নাগরিকদের সঙ্গে সম্পর্কিত। এর জন্য প্রতিটি শহরের ক্ষেত্রে পরিষেবা সংক্রান্ত আদর্শ তথ্যের সঞ্চার ও রক্ষণাবেক্ষণের প্রয়োজন। প্রযুক্তি 'ক্রাউড-সোর্সিং'-এর মাধ্যমে তথ্যের এমন উৎসের ব্যবস্থা করবে, যেটা সাধারণ পরিস্থিতিতে সম্ভব নয়। এগুলি বহু ক্ষেত্রেই হয়তো বা রিয়েল টাইম ডেটাও হতে পারে। তথ্য পাওয়ার সুযোগ পরিষেবা প্রদানকারী ও ব্যবহারকারী উভয়কেই একইভাবে ক্ষমতাবান করে তুলবে। যা আবার নাগরিকদের জীবনের গুণমানের উন্নতি ঘটানোর ক্ষেত্রে সহায়ক হবে।

শক্তি

পরিবেশ অনুকূল ও পুনর্ব্যবহারযোগ্য শক্তি, স্মার্ট গ্রিড গ্রিন বিল্ডিং বা পরিবেশ অনুকূল ভবন, প্রভৃতি শক্তি ও প্রাকৃতিক সম্পদের সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যবহার বজায় রাখে সেইগুলিই স্মার্ট সিটির ক্ষেত্রে অনুকরণযোগ্য প্রথা হওয়া উচিত। এগুলি জলবায়ুর ক্ষতিকর প্রভাবের মোকাবিলা করবে এবং গ্রিন হাউস গ্যাস নিঃসরণও কমাবে, যে সম্পর্কে ভারত বিভিন্ন আন্তর্জাতিক বৈঠকে সম্মতি প্রকাশ করেছে।

পরিবেশ

যে সমস্ত পরিবেশ অনুকূল ক্ষেত্রগুলি জৈব বৈচিত্র উন্নয়ন, সবুজ এলাকা (উদ্যান ও অরণ্য), প্রভৃতির উন্নতিতে কাজ করে কার্বন শোষক হিসেবে, নাগরিকদের একে অপরের সঙ্গে মেলামেশার জন্য প্রয়োজনীয় খোলা জায়গা, বিশুদ্ধ বায়ু, জলাভূমিগুলি সৃষ্টি ও সংরক্ষণের মাধ্যমে বৃষ্টির জল ধরে রাখা, ভূগর্ভস্থ জলের সঞ্চয়ের পুনর্নবীকরণ ছাড়াও অতি বর্ষণের সময় বাড়তি জলের সমস্যা সামলানোর কাজ করে থাকে, সেগুলি সবই এই স্মার্ট সিটির চিহ্ন হবে।

জলবায়ুর পরিবর্তনের ক্ষেত্রে স্থিতিস্থাপকতা বজায় রাখা

স্মার্ট সিটিগুলির ক্ষেত্রে জলবায়ুর পরিবর্তনের ক্ষেত্রে স্থিতিস্থাপকতা বজায় রাখতে হবে। এর অর্থ স্মার্ট সিটিগুলির পরিকল্পনার সময় থেকেই জলবায়ুর পরিবর্তনগত প্রভাবগুলির ক্ষেত্রে স্থিতিস্থাপকতা বজায় রাখার ব্যবস্থা গড়ে তোলার কথা মাথায় রাখতে হবে। জলের ক্ষেত্রে যেমন এটা বোঝায় বৃষ্টির জল সংরক্ষণ, বর্জ্য জলের শোধনের মাধ্যমে পুনর্ব্যবহার, জল সরবরাহের একাধিক উৎস চিহ্নিত করা। একুইফার বা ভূগর্ভস্থ জলধারকগুলির পুনর্নবীকরণ করা, জল সংরক্ষণ বাড়ানো এবং আরও অনেক কিছু। এর দ্বারা ওই সব নগরগুলির পক্ষে জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে দেখা দেওয়া জলাভাবের

মোকাবিলা করা সম্ভব হবে। আরেকটি উদাহরণ হল বিদ্যুতের একটিমাত্র উৎসের ওপর নির্ভরতা কমানোর জন্য বিদ্যুৎ উৎপাদনের বিকেন্দ্রীকরণ ঘটানো, বাড়ির ছাদে সৌর প্যানেল বসিয়ে।

বিপর্যয় সংক্রান্ত ঝুঁকির সম্ভাবনা

নানা ধরনের বিপর্যয় নিয়মিত নগরগুলির ওপর আঘাত হানে আর জলবায়ু পরিবর্তনগত পূর্বাভাসগুলি সত্যি হলে এগুলো বাড়ারই কথা। স্মার্ট সিটিগুলিকে সব সময় বিপর্যয় সংক্রান্ত ঝুঁকির ব্যবস্থাপনার জন্য তৈরি থাকতে হবে। এই বিপর্যয় বন্যা, ভূমিকম্প, অগ্নিকাণ্ড, ধস ইত্যাদি রূপে দেখা দিতে পারে। বিপর্যয়ের সময়ই কোনও শহরের সপ্রতিভতা বা 'স্মার্টনেস'-এর পরীক্ষা হয় আর তাই এই দিকটিকে স্মার্ট সিটির পরিকল্পনার অঙ্গীভূত করতে হবে।

সংস্কার

শহুরে ভারতকে জেএনএনইউআরএম প্রকল্পের আওতায় রূপায়ণ করলেই চলবে না। পরবর্তী ধাপের সংস্কারগুলি যেগুলি জেএনএনইউআরএম-এর পরবর্তী পর্যায়ে রাখা আছে, সেগুলিকে সংস্কার করতে হবে। পরিকাঠামো ও পরিষেবা বজায় রাখার পাশাপাশি পরিবর্তনকে ধারাবাহিকতা দেওয়ার একমাত্র উপায় হল সংস্কারের রূপায়ণ।

সুশাসন হল এসব নগরের এক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। উন্নত এবং উন্নয়নশীল দেশগুলির মধ্যে প্রধান পার্থক্য কিন্তু শুধুই প্রযুক্তি নয়, সুশাসনও বটে। শহর ও নগরগুলি কীভাবে চলে, সেই ব্যাপারে আইন কানুন ও তাদের প্রয়োগ একটা বড় ভূমিকা পালন করে থাকে। ভারতে প্রতিটি ক্ষেত্রেই খুব ভালো আইন, বিধি, নিয়ম ইত্যাদি আছে, কিন্তু সেগুলি বলবৎ করার নজিরটা এ দেশে খারাপ। স্মার্ট সিটির ক্ষেত্রে প্রযুক্তি সহায়ক কঠোর শাসন ব্যবস্থার প্রয়োজন। স্থানীয় স্তরে আমাদের শাসনমূলক সংস্থাগুলির একে অপরের সঙ্গে সমন্বয় ও সহযোগিতার মাধ্যমেই কাজ করা দরকার। তারা সচরাচর যেমনটা করে থাকে তেমন বিচ্ছিন্নভাবে নয়। বিভিন্ন সংস্থা ও দফতরের মধ্যে এই শাসন ব্যবস্থার তথ্য ভাগ করে নেওয়াটা প্রয়োজন। ব্যবস্থাগুলিকে ঠিকঠাকভাবে বজায় রাখার জন্য রাজনৈতিক অভিপ্রায়ও বিশেষ জরুরি। ভারতবর্ষের মতো গণতান্ত্রিক দেশে নির্বাচিত নেতৃবৃন্দই শেষ পর্যন্ত শাসনব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রণ করেন। স্মার্ট সিটির ক্ষেত্রে কিন্তু স্বচ্ছ ও দায়বদ্ধ প্রশাসন দরকার। প্রশাসনের ক্ষেত্রে ওপর থেকে নীচে ও আড়াআড়ি সংহতিটা নগরগুলির সুব্যবস্থাপনার মূল কথা। ভারতের শহরে নগরে কোনও পরিবর্তন আনার ক্ষেত্রে একটা বড় সমস্যা হল বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তির এই পরিবর্তনের সঙ্গে মানিয়ে নেওয়া ও তার ব্যবস্থাপনার সীমিত ক্ষমতা। নতুন প্রযুক্তি ও নতুনভাবে কাজ করার জন্য নতুন নতুন প্ল্যানও দরকার। প্রশাসনের তখনই উন্নতি করা সম্ভব যখন নগর পরিচালকদের এই সব জ্ঞান ও দক্ষতা নিয়মিত ধারাবাহিক কর্মসূচি হিসেবে গণ্য করা হবে।

যে কোনও শহরের ব্যবস্থাপনার সাফল্যের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় ভূমিকায় থাকে নাগরিকরা। প্রত্যেকটি ক্ষেত্র এবং প্রতিটি অঞ্চলে নাগরিকদের সক্রিয় অংশগ্রহণের জন্য প্রশাসনই পারে এবং তাকেই সেই ব্যবস্থা অবশ্য পালনীয় হিসেবে করতে হয়। স্মার্ট সিটিগুলির এমন একটা কাঠামো অবশ্যই থাকা দরকার যেটা নাগরিকদের অংশগ্রহণকে শক্তি জোগায়। এটা নগরের ওপর বাসিন্দাদের অধিকার জন্মাতে এবং তাদের সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ার অংশ হয়ে পড়ে। যাই হোক, নাগরিকদেরও পরিকাঠামো ও পরিষেবা রক্ষণাবেক্ষণের ওপর দায়িত্ববান হতে হবে। স্মার্ট সিটির ক্ষেত্রে উচ্চপ্রযুক্তির সমাধান জোগাতে হলে চাই তথ্য (আই), শিক্ষা (ই) আর যোগাযোগ (সি) বা সংক্ষেপে IEC। আর তবেই নাগরিকদের ব্যবহার ও প্রতিক্রিয়ার পরিবর্তন ঘটবে। এই ব্যবহারের পরিবর্তনটা অবশ্য নিয়মবিধি চালু করার মাধ্যমেও কার্যকরী করা যায়। প্রযুক্তি নাগরিকদের দরকারি ও ব্যবহার উপযোগী তথ্য জুগিয়ে ক্ষমতাবান করে তুলতে পারে। স্মার্ট সিটিগুলির এ জন্যই মোবাইল ফোন, কম্পিউটার এবং তথ্য কিয়স্কের মাধ্যমে নাগরিকদের তথ্য ব্যবহারের অবাধ সুযোগ করে দিতে হবে।

ভারতবর্ষ একটা বিরাট দেশ। আর ভূগোল, সংস্কৃতি ও উন্নয়নের দিক থেকে তার বৈচিত্রও প্রচুর। তাই স্মার্ট সিটির পরিকল্পনার জন্য এই সব বৈচিত্রের কথাও মাথায় রাখতে হবে। একমাপেই যে কোনও সমাধান হতে পারে এটা ধরে নিলে কাঙ্ক্ষিত ফলাফল পাওয়া মেলে না। দেশজ জ্ঞান এবং স্থানীয় ভিত্তিতে সমাধানের ব্যাপারটাও আমাদের গুরুত্ব দিয়ে বিচার করতে হবে।

স্মার্ট সিটির ক্ষেত্রে ভারতের অন্বেষণ তাকে সিঙ্গাপুর, অস্ট্রিয়ার ভিয়ানা, কোরিয়ার সংদো ও স্পেনের বার্সিলোনার মতো নানা নজির খুঁজতে সাহায্য করেছে। অনুপ্রেরণার জন্য ভারত অবশ্যই উন্নত দেশগুলির দিকে দেখতে পারে। কিন্তু নগরগুলিকে প্রযুক্তিগতভাবে উন্নত ও ঠিকভাবে কাজ করতে হলে তাদের নিজস্ব সমাধান খুঁজে বার করতে হবে। স্মার্ট সিটি গড়ে তোলার ক্ষেত্রে ধারাবাহিক উন্নয়ন এবং চালিয়ে যাওয়ার মতো সমাধানই হবে চূড়ান্ত লক্ষ্য। আমরা যদি শাসন ব্যবস্থার উন্নতি করতে না পরি, আর লোকের মানসিকতা ও আচরণের পরিবর্তন না ঘটাতে পারি, তাহলে ভারতের এই সব শহরগুলিকে বিশ্বের নানা প্রান্তের স্মার্ট সিটিগুলির মতো গড়ে তোলার স্বপ্নটা কিন্তু অধরাই থেকে যাবে। আমরা স্মার্ট সিটি গড়ে তুলতে পারি, কিন্তু আমাদের শাসন ব্যবস্থাকে এমনভাবে পালটে ফেলতে হবে যাতে এই শহর ও নগরগুলিকে আবার এখনকার অবস্থায় ফিরিয়ে না আনা যায়, প্রত্যেককেই তাই এই সব পরিবর্তনের জন্য আমাদের তৈরি করে নিতে হবে আর তবেই হবে লক্ষ্যপূরণ।❑

[লেখক ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব আরবান অ্যাফেয়ার্স-এর অধ্যাপক।
email : uraghupathi@niua.org]

সমৃদ্ধ নগরায়ণে পশ্চিমবঙ্গের সম্ভাবনা

রূপান্তরিত ভারতের লক্ষ্যে

শহরাঞ্চলের সমস্ত পরিবারের জন্য পরিবহণ, জল ও স্যানিটেশনের মতো সব ধরনের বুনিয়াদি পরিষেবাই যে সুনিশ্চিত করা গেছে, এ কথা বলা যায় না। দেশে দ্রুতগতিতে নগরায়ণ সত্ত্বেও তা এখনও পর্যন্ত সম্ভব হয়নি। এবার 'স্মার্ট সিটি'-র আবির্ভাব আশার আলো দেখিয়েছে। সুজলা সুফলা বাংলায় বর্তমান পরিস্থিতি বাস্তবে কতটা সম্ভাবনাময় খতিয়ে দেখছেন **উৎপল চক্রবর্তী।**

উন্নততর নগরায়ণের প্রশ্নে সম্প্রতি 'স্মার্ট সিটি' শব্দটি উচ্চারিত হচ্ছে নানাভাবে। ইংরেজি 'স্মার্ট' শব্দটির বাংলা আভিধানিক অর্থ করা হয়েছে 'ফিটফাট' বা 'চকচকে' কিংবা 'তীক্ষ্ণ' অথবা 'উজ্জ্বল' ইত্যাদি। কিন্তু যে সার্বিক দৃষ্টিভঙ্গিতে 'স্মার্ট' শব্দটি ব্যবহৃত হচ্ছে এ ক্ষেত্রে, এই প্রতিশব্দগুলির কোনওটিতেই তার পর্যাপ্ত প্রতিফলন আছে বলে মনে হয় না। আচার্য সুনীতি কুমার বলতেন, 'পরিভাষা হবে ভাষার স্বকীয় প্রকৃতির অনুগত, সর্বজনগ্রাহ্য এবং যতটুকু সম্ভব আড়ষ্টতাহীন।' অন্যদিকে রাজশেখর বসুর অভিমত ছিল 'বিভিন্ন বিদ্যার প্রয়োগকালে একই শব্দের একাধিক অর্থভেদ হয় এমন উদাহরণ ইংরাজিতে অনেক আছে। এরূপ ক্ষেত্রে বাংলায় একাধিক পরিভাষা প্রয়োগ করাই ভালো। বাংলা আর ইংরাজি ভাষার প্রকৃতি সমান নয়।' আসলে যেভাবেই দেখা হোক না কেন 'স্মার্ট' শব্দটির বর্তমান প্রয়োগের পিছনে এক ধরনের পরিকাঠামোগত সমৃদ্ধির ধারণাই সুপ্ত রয়েছে। নাগরিক জীবনের সমৃদ্ধির উদ্দেশ্য প্রকৃতপক্ষে সমগ্র দেশেরই রূপান্তরের নামান্তর। বর্তমান আলোচনায় তাই সমৃদ্ধ নগরায়ণ বলতে আমরা এই 'স্মার্ট সিটি'-র ধারণাকেই বুঝব এবং রূপান্তরিত ভারতের লক্ষ্যে কেন এই সমৃদ্ধ নগরায়ণ প্রাসঙ্গিক সেই বিষয়টি খতিয়ে দেখব। সবশেষে আমরা পশ্চিমবঙ্গে এই নগরায়ণের সম্ভাবনার দিকগুলিও পর্যালোচনা করব।

নগরায়ণের সাম্প্রতিক প্রেক্ষাপট

২০১১ সালের জনগণনা অনুযায়ী ভারতীয় জনসংখ্যার প্রায় ৩১ শতাংশ অর্থাৎ প্রায় ৩৭৭ মিলিয়ন মানুষ বসবাস করে শহরাঞ্চলে, যদিও পৃথিবীর অন্যান্য কয়েকটি দেশের তুলনায় এই হার কিছুটা কম, যেমন চীন (৪৫ শতাংশ), ইন্দোনেশিয়া (৫৪ শতাংশ), মেক্সিকো (৭৮ শতাংশ) এবং ব্রাজিল (৮৭ শতাংশ)। ভারতীয় অর্থনীতির সাম্প্রতিক বিকাশের সূত্রে অনুমান করা হচ্ছে যে ২০৩১ সালে শহরে বসবাসকারী ভারতীয় জনসংখ্যার পরিমাণ দাঁড়াবে ৬০০ মিলিয়ন, অর্থাৎ ২০ বছরে এই বৃদ্ধি ঘটবে ২০০ মিলিয়নের কিছু বেশি। বিগত সময়কালে জনবৃদ্ধির এই চাপ সবচেয়ে বেশি লক্ষ করা গেছে ৮টি গুরুত্বপূর্ণ ভারতীয় শহরের ক্ষেত্রে (মুম্বই, কলকাতা, চেন্নাই, হায়দরাবাদ, বেঙ্গালুরু, আমেদাবাদ, পুনে এবং দিল্লি) যেখানে জনসংখ্যা ইতিমধ্যেই ৫০ লক্ষ অতিক্রম করেছে। সারণি-১ থেকে এ বিষয়ে ধারণা পাওয়া যাবে।

ভারতে স্বাধীনতার পরবর্তী সময়কালের জনগণনা থেকে আরও যে বিষয়গুলি স্পষ্ট হয়ে ওঠে তা হল ১৯৫১ থেকে ২০১১ সালের মধ্যে ভারতে শহরাঞ্চলে বসবাসকারী জনসংখ্যা ১৭.৩ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ৩১.১৬ শতাংশ। অন্যভাবে বললে দাঁড়ায় এই জনসংখ্যা এই সময়কালে ৬২.৪ মিলিয়ন থেকে বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ৩৭৭ মিলিয়ন অর্থাৎ এই বৃদ্ধির হার প্রায় ৬ গুণ (সারণি-২)। এখানে আরও যে বিষয়গুলি লক্ষ করা যায় তা হল একুশ শতকের প্রথম

সারণি-১
ভারতের আটটি বৃহত্তম মেট্রোপলিটন শহরের জনবৃদ্ধি

শহর	জনসংখ্যা (মিলিয়ন)			
	১৯৮১	১৯৯১	২০০১	২০১১
বৃহত্তর মুম্বই	৯.৪	১২.৬	১৬.৪	২২.৭
কলকাতা	৯.২	১১.০	১৩.২	১৮.৩
দিল্লি	৫.৮	৮.৫	১২.৯	১৭.৯
চেন্নাই	৪.২	৫.৩	৬.৬	৯.১
হায়দরাবাদ	২.৬	৪.৩	৫.৭	৭.৯
বেঙ্গালুরু	২.৯	৪.১	৫.৭	৭.৯
আমেদাবাদ	২.৬	৩.৪	৪.৫	৬.৩
পুনে	১.৭	২.৫	৩.৮	৫.৪

সূত্র : ভারতের জনগণনা

সারণি-২
স্বাধীনতার পরবর্তী সময়ে ভারতে নগরায়ণ

বছর	মোট জনসংখ্যা [আসাম এবং জম্মু ও কাশ্মীর সহ]		শহরাঞ্চলের জনসংখ্যা [আসাম এবং জম্মু ও কাশ্মীর সহ]			নগর ও শহরের সংখ্যা [১৯৫১-১৯৮১ পর্যন্ত জম্মু ও কাশ্মীর ছাড়া এবং ১৯৮১-তে আসাম ছাড়া]
	জনসংখ্যা (কোটি)	দশ বছরের বৃদ্ধি (শতকরা)	শহুরে জনসংখ্যা (কোটি)	দশ বছরের বৃদ্ধি (শতকরা)	শহুরে জনসংখ্যার শতকরা হার	
১৯৫১	৩৬.১১	—	৬.২৪	—	১৭.২৩	৩০৩৫
১৯৬১	৪৩.৯২	২১.৬	৭.৮৯	২৬.৪	১৮.০	২৬৫৭
১৯৭১	৫৪.৮১	২৪.৮	১০.৯১	৩৮.৩	১৯.৯	৩০৮১
১৯৮১	৬৮.৩৩	২৪.৭	১৫.৯৫	৪৬.২	২৩.৩	৩৮৯১
১৯৯১	৮৪.৬৩	২৩.৯	২১.৭৬	৩৬.৪	২৫.৭	৪৬১৫
২০০১	১০২.৮৬	২১.৫	২৮.৬১	৩১.৫	২৭.৮	৫১৬১
২০১১	১২১.০২	১৭.৬	৩৭.৭১	৩১.৮	৩১.১৬	৭৯৩৫

সূত্র : ভারতের জনগণনা

সারণি-৩
ভারতে শহুরে জনসংখ্যা ও শহরের সংখ্যা

শহরের ধরন	জনসংখ্যা (মিলিয়ন)			শহরের সংখ্যা		
	২০০১	২০১১	শতকরা বৃদ্ধি	২০০১	২০১১	শতকরা বৃদ্ধি
দশ লক্ষের বেশি জনসংখ্যা বিশিষ্ট	১২১	১৬১	৩৩	৩৫	৫৩	৬৩
অন্যান্য শহর	১৬৬	২১৬	৩০	৫১২৬	৭৮৮২	৫৪
শহুরে জনসংখ্যা/শহর	২০৭	৩৭৭	৩১	৫১৬১	৭৯৯৫	৫৪

সূত্র : ভারতের জনগণনা

দশকে ভারতে নগরায়ণের একটি সুনির্দিষ্ট চরিত্র। এই প্রথম ভারতে ২৭৭৪টি নতুন 'সেন্সাস টাউন' চিহ্নিত হয়েছে, যা অতীতের সমস্ত বৃদ্ধিকে শুধু অতিক্রমই করেনি, একটি সুনির্দিষ্ট অঞ্চলে সুনির্দিষ্ট জনগোষ্ঠীর থিতু হওয়ার অর্থনৈতিক সম্পর্কগুলির প্রতিও দিক নির্দেশ করেছে। অন্যদিকে ১৯৮১ সাল থেকে শহরাঞ্চলে জনবৃদ্ধির হারে যে হ্রাস লক্ষ করা গিয়েছিল (১৯৭১-৮১ = ৩.৪ শতাংশ, ১৯৮১-১৯৯১ = ২.৪ শতাংশ এবং ১৯৯১-২০০১ = ২.১ শতাংশ) ২০০১-২০১১ সালে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৩.৪ শতাংশ। স্বাধীনতার পরবর্তী সময়ে যে বৃদ্ধি সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য, অর্থাৎ সংখ্যার হিসাবে একুশ শতকের প্রথম দশকে এই বৃদ্ধি ৯.১ মিলিয়ন।

পাশাপাশি ২০০১ থেকে ২০১১ সালের বৃদ্ধির প্রবণতা বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে দশ লক্ষের বেশি জনসংখ্যা বিশিষ্ট শহরের প্রাদুর্ভাব অন্যান্য শহরের তুলনায় বৃদ্ধি পেয়েছে। অন্যভাবে বললে দাঁড়ায় দশ লক্ষের বেশি জনসংখ্যা বিশিষ্ট শহরের সংখ্যা ৩৫ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ৫৩, শতকরা হিসাবে ৬৩ শতাংশ এবং অন্যান্য শহরের সংখ্যা ৫১২৬ থেকে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৭৮৮২, শতকরা হিসেবে ৫৪ শতাংশ। জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার হিসাবে যথাক্রমে ৩৩ এবং ৩০ শতাংশ (সারণি-৩)।

দ্রুত নগরায়ণের মোকাবিলা

ভারতে এই দ্রুত নগরায়ণ প্রক্রিয়ার মোকাবিলার লক্ষ্যে সাম্প্রতিক অতীতে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। এদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ১৯৮০-র দশকের মাঝামাঝি সময়ে পৃথক নগর উন্নয়ন মন্ত্রকের সূচনা এবং একই সময়ে নগরায়ণ সম্পর্কিত জাতীয় কমিশনের সূচনা (NCU)। এর কিছু পরে ১৯৯০-এর দশকের সূচনাপর্বে ৭৪তম সংবিধান সংশোধন পৌর প্রতিষ্ঠানগুলির আর্থিক ও প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষমতায়নের পক্ষে এবং এই প্রতিষ্ঠানগুলির কাজকর্মে স্থানীয় মানুষের সক্রিয় অংশগ্রহণের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। পরবর্তীতে, বিশেষত একাদশ অর্থ কমিশনের সময় থেকে জাতীয় অর্থ কমিশন এবং রাজ্য অর্থ কমিশনগুলিও পৌর প্রতিষ্ঠানগুলির আর্থিক ক্ষমতায়নের প্রশ্নে কার্যকরী ভূমিকা গ্রহণ করেছে। বর্তমান শতকের প্রথম দশকের মাঝামাঝি সময়ে অর্থাৎ ২০০৫ সালে জওহরলাল নেহরু জাতীয় শহুরে পুনর্নবীকরণ মিশন (JNNURM) সুসংহত নগর উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের মাধ্যমে পরিকাঠামো উন্নয়ন, বস্তি উন্নয়ন এবং শহুরে দরিদ্রদের পরিষেবা সরবরাহের প্রশ্নে পৌর প্রতিষ্ঠানগুলিকে বিশেষ আর্থিক সহায়তার ক্ষেত্রে পরবর্তী দশ বছরে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছে। কিন্তু এই সমস্ত প্রচেষ্টা সত্ত্বেও ভারতে নগরায়ণের গতিভিত্তিক

চাহিদার সঙ্গে সরবরাহের একটা তারতম্য থেকেই গেছে।

২০১১ সালে নগরোন্নয়ন মন্ত্রকের পক্ষ থেকে ড. ঈশার দাজ আলুওয়ালিয়ার নেতৃত্বে যে উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন কমিটি[১] গঠন করা হয় সেই কমিটি ভারতে এই নগরায়ণের মোকাবিলার প্রশ্নে কতকগুলি সুনির্দিষ্ট সুপারিশ করে। কমিটির মতে ভারতে নগরায়ণের যে প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে তাকে যথাযথ মর্যাদা না দিলে ভারতের অর্থনৈতিক বৃদ্ধির স্থায়িত্ব ব্যাহত হবে। শহুরে দারিদ্রকে দেশের অন্যান্য অংশের দারিদ্র থেকে বিচ্ছিন্ন করে ভাবলে সেটাও হবে একপেশে ভাবনা এবং তার ফলে নগরায়ণ প্রক্রিয়া ব্যাহত হবে। ফলে শহর এবং নগরগুলি দেশের আর্থিক সমৃদ্ধির ইঞ্জিন হিসাবে বিবেচনা করতে হবে এবং পরিকাঠামো উন্নয়ন সহ শহরের প্রশাসন ও তার দক্ষতা বৃদ্ধিতে আরও বর্ধিত বিনিয়োগ প্রয়োজন।

দ্বাদশ পরিকল্পনার সময় থেকে পঞ্চদশ পরিকল্পনার সময় পর্যন্ত (২০১২-২০৩১) এই কমিটি নগরায়ণের যে নীতি নির্ধারণ করেছে তার মূল উপাদানগুলি হল :

(ক) পরিকাঠামো উন্নয়নে ২০১১-১২ সালের অনুপাতে মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের ০.৭ শতাংশ থেকে ২০৩১-৩২ সালে ১.১ শতাংশে বৃদ্ধি করা।

(খ) পুরাতন এবং নতুন সম্পদের রক্ষণাবেক্ষণের ব্যয় বৃদ্ধি।

(গ) বস্তি উন্নয়নে বর্ধিত গুরুত্ব।

(ঘ) জমির সদ্ব্যবহার এবং পরিবহণ সহ আঞ্চলিক এবং মেট্রোপলিটন পরিকল্পনায় গুরুত্ব।

(ঙ) পরিষেবা সরবরাহের গুণগত এবং পরিমাণগত মান বৃদ্ধি এবং দরিদ্রসহ সকলের কাছে পরিষেবা সরবরাহ সুনিশ্চিত করা।

(চ) শহর ও নগর পরিচালনায় উন্নত শাসন ব্যবস্থা।

(ছ) স্থানীয় স্বশাসিত সংস্থাগুলির উন্নত আর্থিক ব্যবস্থাপনা।

(জ) নতুন এবং উন্নততর JNNURM-এর মাধ্যমে নগরায়ণ প্রক্রিয়ায় দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে সংস্কারগুলিকে সুনিশ্চিত করা।

অন্যদিকে ভারতের দ্বাদশ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায়[২] সমৃদ্ধ নগরায়ণের যে দৃষ্টিভঙ্গি গৃহীত হয়েছে তার মূল লক্ষ্য হল ভারতের সার্বিক বা যুক্ত উন্নয়নের দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে নগরায়ণ প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করা। বস্তি মুক্ত এই নগরায়ণের উদ্দেশ্য হবে উৎপাদনশীল কর্মসংস্থান সৃষ্টি, স্বচ্ছ পরিবেশ এবং জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন। শহরগুলিতে বিশ্বমানের পরিবেশ সৃষ্টি করা যাতে তারা দেশের সার্বিক বৃদ্ধির সুযোগ্য সহায়ক হয়ে উঠতে পারে। উন্নত পরিষেবা সরবরাহের কেন্দ্রে থাকবে বিশুদ্ধ পানীয় জল, স্বাস্থ্য বিধান, নিকাশি ব্যবস্থা এবং যথাযথ বর্জ্য নিষ্কাশন। দেশের ঐতিহ্য রক্ষার সাক্ষ্য বহনকারী স্মৃতি চিহ্নগুলির যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণ যাতে পর্যটন ব্যবস্থাকে আকর্ষণীয় করে তুলতে পারে সে দিকে লক্ষ রাখাও এই পরিকল্পনায় নগরায়ণ প্রক্রিয়ার অন্যতম সহায়ক। সব মিলিয়ে এই পরিকল্পনায় পরিকল্পিত, যুক্ত এবং স্থায়ী নগরোন্নয়নের যে দশটি ক্ষেত্রকে চিহ্নিত করা হয়েছে সেগুলি হল :

(১) বাসযোগ্য আবাসন।

(২) স্থায়ী কর্মোদ্যোগ।

(৩) সর্বজনীন পানীয় জল ও স্বাস্থ্যবিধান (স্যানিটেশন)।

(৪) উন্নত মানের পরিবহণ ব্যবস্থা।

(৫) স্বচ্ছ ও স্বাস্থ্যকর পরিবেশ।

(৬) স্থানীয় শাসনব্যবস্থাকে শক্তিশালী করা।

(৭) পরিকল্পনার সঙ্গে যুক্ত সংগঠন এবং প্রক্রিয়াগুলিকে সুসংহত করা।

(৮) সর্ব স্তরে দক্ষতা বৃদ্ধি।

(৯) স্থানীয় শাসনের প্রতিষ্ঠানগুলির আর্থিক ক্ষমতা বৃদ্ধি।

(১০) নগরায়ণ ব্যবস্থাপনায় অভিনব প্রক্রিয়াগুলিকে স্বাগত জানানো।

ভারতের স্মার্ট সিটি মিশন

সমৃদ্ধ নগরায়ণের এই ঘোষিত প্রেক্ষাপটে ভারতে সম্প্রতি তৈরি হয়েছে স্মার্ট সিটি মিশন। সাম্প্রতিক ধ্যান ধারণা অনুযায়ী এবং আন্তর্জাতিক স্তরে গৃহীত নীতি অনুযায়ী একটি শহরকে তখনই 'স্মার্ট' হিসাবে গণ্য করা যাবে যখন মানবিক, সামাজিক এবং প্রথাগত ও আধুনিক যোগাযোগ মাধ্যমগুলিতে যথাযথ বিনিয়োগ উচ্চমানের জীবনযাত্রা সহ স্থায়ী অর্থনৈতিক উন্নয়নে ইন্ধন জোগাতে সক্ষম হয়। এখানে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে আধুনিক তথ্য প্রযুক্তির যথাযথ সদ্ব্যবহারের মাধ্যমে যোগাযোগ মাধ্যমকে দ্রুত ও ফলপ্রসূ করে তোলার উপর (ইনফর্মেশন অ্যান্ড কম্যুনিকেশন টেকনোলজি বা ICT)। অর্থনৈতিক কারণেই নাগরিক জীবনে চাপ বৃদ্ধি ঘটেছে। ফলে নাগরিক জীবনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট পরিষেবা সরবরাহকারী সংস্থাসমূহ, প্রযুক্তির কারবারি এবং অন্যান্য সমন্বয়কারী সংস্থাগুলির মেলবন্ধন এ ক্ষেত্রে একান্ত প্রাসঙ্গিক।

এই প্রেক্ষাপটেই ভারতের স্মার্ট সিটি মিশনের আপাত কার্যকাল হবে ২০১৫-১৬ থেকে ২০১৯-২০, যে সময়কালে এই মিশন মোট ১০০টি 'স্মার্ট সিটি'র কাজকর্মের সঙ্গে যুক্ত থাকবে।[৩] এই সময়কালের পর মিশনের কার্যকাল বর্ধিত হবে কি না তা নির্ভর করবে নগরোন্নয়ন মন্ত্রকের মূল্যায়নের উপর। আপাতত যে সূত্রের উপর নির্ভর করে এই ১০০টি শহর নির্বাচিত হবে তা হল : (ক) সংশ্লিষ্ট রাজ্য/কেন্দ্র শাসিত অঞ্চলের শহুরে জনসংখ্যা, এবং (খ) সেই রাজ্য/কেন্দ্র শাসিত অঞ্চলে বিধিবদ্ধ শহরের সংখ্যা (৫০ : ৫০)। এই সূত্র অনুযায়ী প্রতিটি রাজ্য/কেন্দ্র শাসিত অঞ্চলে অন্তত একটি বা একাধিক স্মার্ট সিটি বরাদ্দ হবার সুযোগ থাকবে। এই সূত্র ধরেই অটল নবীকরণ ও শহুরে পরিবর্তন মিশন (AMRUT)-এর জন্য বরাদ্দ স্থির করা হবে। সারণি-৪ থেকে রাজ্যভিত্তিক স্মার্ট সিটির সংখ্যাগত ধারণা পাওয়া যাবে।

স্মার্ট সিটি মিশন একটি কেন্দ্র-রাজ্য সম্মিলিত কর্মসূচি হিসাবে রূপায়িত হবে। আপাতত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এই মিশনের জন্য পরবর্তী পাঁচ বছরে কেন্দ্রীয় বরাদ্দ দেওয়া হবে ৪৮,০০০ কোটি টাকা। অর্থাৎ বছরে প্রতিটি স্মার্ট সিটির জন্য গড় বরাদ্দ হবে ১০০ কোটি টাকা। সমমূল্যের বরাদ্দ আসবে সংশ্লিষ্ট রাজ্য/স্থানীয় সংস্থাগুলির কাছ থেকে। অর্থাৎ সব মিলিয়ে স্মার্ট সিটি

উন্নয়নের জন্য সরকার এবং স্থানীয় সংস্থাগুলির কাছ থেকে আর্থিক সহায়তা পাওয়া যাবে প্রায় এক লক্ষ কোটি টাকার মতো।

সার্বিকভাবে পরিকাঠামোগত সম্ভাবনার দিক থেকে স্মার্ট সিটির দশটি চরিত্র নির্ধারিত হয়েছে। এগুলি হল যথাক্রমে : (১) পর্যাপ্ত জল সরবরাহ (২) সুনিশ্চিত বিদ্যুৎ সরবরাহ (৩) স্বাস্থ্যবিধান ও বর্জ্য নিষ্কাশন ব্যবস্থাপনা (৪) দক্ষ পরিবহণ ও যোগাযোগ ব্যবস্থা (৫) দরিদ্রদের জন্য ব্যয়সাধ্য বাসস্থান (৬) পর্যাপ্ত তথ্য প্রযুক্তিগত যোগাযোগ ব্যবস্থা (৭) সুশাসন ও জন অংশগ্রহণ (৮) টেকসই (সাস্টেনেবেল) পরিবেশ (৯) নারী, শিশু ও প্রবীণদের সুরক্ষা ও নিরাপত্তা এবং (১০) উপযুক্ত মানের শিক্ষা ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থা।

পশ্চিমবঙ্গের সম্ভাবনা

পশ্চিমবঙ্গে নগরায়ণের দীর্ঘ প্রেক্ষাপটে স্মার্ট সিটির এই চরিত্রগুলিকে বাস্তবায়িত করার সম্ভাবনাগুলি বর্তমান রয়েছে। ২০১১ সালের জনগণনা অনুযায়ী রাজ্যের মোট জনসংখ্যার ৩২ শতাংশ অর্থাৎ ২.৯ কোটি মানুষ বসবাস করে শহরে। জনগণনার পুরোনো ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় ১৯০১ থেকে ১৯৩১ সাল পর্যন্ত এই রাজ্যে নগরায়ণের গতি ছিল অত্যন্ত মন্থর। কিন্তু ১৯৩১ থেকে ১৯৪১ সালের মধ্যে এই গতি বেশ খানিকটা বৃদ্ধি পেয়েছে (অতীতের ৩ শতাংশের তুলনায় ৫ শতাংশ হারে)। স্বাধীন ভারতের প্রথম জনগণনায় অর্থাৎ ১৯৫১ সালে শহরাঞ্চলে বসবাসকারী জনসংখ্যা দাঁড়ায় ২৪ শতাংশের মতো। পরবর্তী জনগণনাগুলিতে অর্থাৎ ২০০১ সাল পর্যন্ত এই বৃদ্ধির হার ছিল ৩ থেকে ৪ শতাংশের মধ্যে। কিন্তু ২০১১ সালের জনগণনায় পশ্চিমবঙ্গের শহুরে জনসংখ্যার পরিমাণ দাঁড়ায় ৩১.৮৯ শতাংশ। সারণি-৫ থেকে এ বিষয়ে একটা ধারণা পাওয়া যাবে।

জেলাগত দিক থেকে বিচার করলে দ্রুত নগরায়ণ হয়েছে কলকাতা, হাওড়া, উত্তর ২৪ পরগনা, বর্ধমান, দক্ষিণ ২৪ পরগনা এবং দার্জিলিং জেলায়। এ ক্ষেত্রে হাওড়া জেলার নগরায়ণ সবচেয়ে বেশি ১২.৯৪ শতাংশ। তুলনামূলকভাবে কম বৃদ্ধি ঘটেছে বাঁকুড়া, পশ্চিম মেদিনীপুর এবং কুচবিহার জেলায়।

অন্যদিকে ২০০১ সালের তুলনায় বিধিবদ্ধ শহরের সংখ্যা ৩৭৫ থেকে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৯০৯ এবং সেন্সাস টাউনের সংখ্যা ২৫৫ থেকে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৭৮০। ফলে গ্রামের সংখ্যা ৪০,৭৮২ থেকে কমে দাঁড়িয়েছে ৪০,২০৩।

সারণি-৪
রাজ্য/কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলভিত্তিক স্মার্ট সিটির সংখ্যা

রাজ্য/কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল	স্মার্ট সিটির সংখ্যা
(১) আন্দামান নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ	১
(২) অন্ধ্রপ্রদেশ	৩
(৩) অরুণাচলপ্রদেশ	১
(৪) আসাম	১
(৫) বিহার	৩
(৬) চণ্ডীগড়	১
(৭) ছত্তিশগড়	২
(৮) দমন ও দিউ	১
(৯) দাদরা ও নগর হাভেলি	১
(১০) দিল্লি	১
(১১) গোয়া	১
(১২) গুজরাট	৬
(১৩) হরিয়ানা	২
(১৪) হিমাচলপ্রদেশ	১
(১৫) জম্মু ও কাশ্মীর	১
(১৬) ঝাড়খণ্ড	১
(১৭) কর্ণাটক	৬
(১৮) কেরালা	১
(১৯) লাক্ষাদ্বীপ	১
(২০) মধ্যপ্রদেশ	৭
(২১) মহারাষ্ট্র	১০
(২২) মণিপুর	১
(২৩) মেঘালয়	১
(২৪) মিজোরাম	১
(২৫) নাগাল্যান্ড	১
(২৬) ওড়িশা	২
(২৭) পুদুচেরী	১
(২৮) পাঞ্জাব	৩
(২৯) রাজস্থান	৪
(৩০) সিকিম	১
(৩১) তামিলনাড়ু	১২
(৩২) তেলেঙ্গানা	২
(৩৩) ত্রিপুরা	১
(৩৪) উত্তরপ্রদেশ	১৩
(৩৫) উত্তরাখণ্ড	১
(৩৬) পশ্চিমবঙ্গ	৪
মোট	১০০

সূত্র : ভারতের জনগণনা

সারণি-৫
একনজরে পশ্চিমবঙ্গে নগরায়ণের অগ্রগতি (১৯০১-২০১১)

জনগণনার বছর	শহুরে জনসংখ্যার শতকরা হার	বিধিবদ্ধ শহরের সংখ্যা	বৃদ্ধির শতকরা হার
১৯০১	১২.২	৭৮	—
১৯১১	১৩.৫	৮১	৩.৮৫
১৯২১	১৪.৪১	৮৯	৯.৮৮
১৯৩১	১৫.৩২	৯৪	৫.৬২
১৯৪১	২০.৪১	১০৫	১১.৭
১৯৫১	২৩.৩৮	১২০	১৪.২৮
১৯৬১	২৪.৪৫	১৮৪	৫৩.৩৩
১৯৭১	২৪.৭৫	২২৩	২১.২
১৯৮১	২৬.৪৭	২৯১	৩০.৪৯
১৯৯১	২৭.৪৮	৩৮২	৩১.২৭
২০০১	২৮.০৩	৩৭৫	–১.৮৭
২০১১	৩১.৮৯	৯০৯	১৪২.৪

সূত্র : ভারতের জনগণনা

সারণি-৬
একনজরে পশ্চিমবঙ্গের উন্নয়ন সংস্থা সমূহ

জেলা	উন্নয়ন সংস্থার নাম	প্রতিষ্ঠার বছর
কলকাতা	(১) কলকাতা মেট্রোপলিটন ডেভেলপমেন্ট অথরিটি	১৯৭০
বীরভূম	(২) শ্রীনিকেতন-শান্তিনিকেতন ডেভেলপমেন্ট অথরিটি	১৯৮৯
	(৩) তারাপীঠ-রামপুরহাট ডেভেলপমেন্ট অথরিটি	২০১৫
বর্ধমান	(৪) বর্ধমান ডেভেলপমেন্ট অথরিটি	১৯৯০
	(৫) আসানসোল-দুর্গাপুর ডেভেলপমেন্ট অথরিটি	১৯৮০
পূর্ব মেদিনীপুর	(৬) হলদিয়া ডেভেলপমেন্ট অথরিটি	১৯৮০
	(৭) দীঘা শংকরপুর ডেভেলপমেন্ট অথরিটি	১৯৯৩
পশ্চিম মেদিনীপুর	(৮) মেদিনীপুর-খড়গপুর ডেভেলপমেন্ট অথরিটি	২০০৩
দক্ষিণ ২৪ পরগনা	(৯) গঙ্গাসাগর-বকখালি ডেভেলপমেন্ট অথরিটি	২০১৪
আলিপুরদুয়ার	(১০) জয়গাঁ ডেভেলপমেন্ট অথরিটি	১৯৯০
দার্জিলিং	(১১) শিলিগুড়ি-জলপাইগুড়ি ডেভেলপমেন্ট অথরিটি	১৯৮০
হুগলি	(১২) ফুরফুরাশরিফ ডেভেলপমেন্ট অথরিটি	২০১৫

সারণি-৭
একনজরে পশ্চিমবঙ্গের অর্থনীতি

ক্ষেত্র		অগ্রগতি
(১) রাজ্যের মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদন (২০১৩-১৪)	:	১১৬.৬৮ বিলিয়ন ডলার
(২) বৃদ্ধির হার	:	১৪.২৭ শতাংশ
(৩) মাথাপিছু আয়	:	১২৭৪ ডলার
(৪) উৎপাদন	:	৫.৪৫ শতাংশ
(৫) শিল্প	:	৮.৭৪ শতাংশ
(৬) টারসিয়ারি	:	৯.৪৪ শতাংশ
(৭) মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের অংশ (২০১৩-১৪)	:	
(ক) প্রাইমারি	:	২৩ শতাংশ
(খ) সেকেন্ডারি	:	১৬ শতাংশ
(গ) টারসিয়ারি	:	৬১ শতাংশ

সূত্র : পশ্চিমবঙ্গ সরকারের 'বেঙ্গল গ্লোবাল বিজনেস সামিট ডক্যুমেন্ট'

পশ্চিমবঙ্গে নগরায়ণের এই প্রেক্ষাপটে এই রাজ্যে ইতিমধ্যেই তৈরি হয়েছে ১২৮টি পৌরসভা। রাজ্য সরকারের পৌর প্রশাসন দপ্তরের পাশাপাশি কলকাতা সহ উন্নয়নশীল শহর যেমন আসানসোল, দুর্গাপুর, বর্ধমান, বোলপুর, শিলিগুড়ি সহ পর্যটন এবং অন্যান্য বিকাশের সম্ভাবনাময় শহরগুলির জন্য টাউন অ্যান্ড কান্ট্রি প্ল্যানিং অ্যাক্টের অধীনে ১২টি পৃথক উন্নয়ন সংস্থা তৈরি হয়েছে এবং এই সংস্থাগুলির কাজকর্মের তদারকির জন্য পৃথক নগরোন্নয়ন দপ্তর তৈরি হয়েছে। সারণি-৬ থেকে জেলা ভিত্তিক এই উন্নয়ন সংস্থাগুলি সম্পর্কে একটা ধারণা পাওয়া যাবে।

এই রাজ্যে বিকেন্দ্রীকৃত পৌরপ্রশাসন তথ্যপ্রযুক্তির সদ্ব্যবহারের মাধ্যমে ইতিমধ্যেই নাগরিক পরিষেবার মানোন্নয়নে সচেষ্ট হয়েছে। এই পরিষেবা সরবরাহের প্রশ্নে জাতীয় স্তরের বেঞ্চমার্ক ইতিমধ্যেই এই রাজ্যে গৃহীত হয়েছে এবং অনেকগুলি পৌরসভা জনপরিষেবার অধিকার সংক্রান্ত আইন অনুযায়ী নাগরিক সনদ প্রকাশে তৎপর হয়েছে।

সমৃদ্ধ নগরায়ণের অন্যতম প্রধান শর্ত শিল্পের বিকাশ এবং শিল্প স্থাপনের সম্ভাবনাগুলির পর্যালোচনা। বর্তমান বছরের জানুয়ারি মাসে কলকাতায় অনুষ্ঠিত বিশ্ব বাণিজ্য সম্মেলনের ঘোষণাপত্র থেকে দেখা যায় যে এই রাজ্যে যে শিল্পগুলির বিকাশের পর্যাপ্ত সম্ভাবনা রয়েছে সেগুলি হল চা, পেট্রোলিয়াম ও পেট্রোকেমিকাল, চামড়া, লৌহ ও ইস্পাত, উৎপাদন, খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ, পর্যটন, বিদ্যুৎ, সার, তথ্যপ্রযুক্তি, খনিজ সম্পদ, অটোমোবাইল, জৈব প্রযুক্তি, মৎস্য, বস্ত্র বিপণন, রাসায়নিক দ্রব্যাদি, চট ও চটজাত সামগ্রী, ভোজ্য তেল এবং বৈদ্যুতিক ও প্রযুক্তিগত সামগ্রী। এই জাতীয় শিল্পের বিকাশ এবং পরবর্তী বিনিয়োগের প্রশ্নে উপযুক্ত পরিকাঠামো নির্মাণের প্রশ্নে রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে বিভিন্ন পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। সারণি-৭ থেকে রাজ্যের সার্বিক অর্থনীতি সম্পর্কে এই রাজ্যের অবস্থানগত সুবিধার দিকগুলি হল : (১) দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া এবং উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সঙ্গে সহজতর যোগাযোগ (২) দেশের আন্তর্জাতিক সীমান্ত হিসাবে ভুটান, নেপাল এবং বাংলাদেশের সঙ্গে যোগাযোগ (৩) খনিজ সম্পদে শক্তিশালী বিহার, ঝাড়খণ্ড এবং ওড়িশার সঙ্গে সহজ যোগাযোগ (৪) পর্যাপ্ত বিদ্যুৎ সরবরাহ (৫) দক্ষ মানব সম্পদের সহজলভ্যতা এবং (৬) ক্ষুদ্র ও অণু শিল্পে এই রাজ্যের অগ্রগণ্য অবস্থান।

এছাড়াও রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে যে সকল শিল্পবান্ধব নীতি সম্প্রতি গৃহীত হয়েছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল : (১) বিনিয়োগ ও শিল্পনীতি ২০১৩ (২) ক্ষুদ্র ও অনুশিল্পনীতি ২০১৩ (৩) বস্ত্রশিল্প নীতি ২০১৩ (৪) তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিগত (ICT) নীতি ২০১২ (৫) তথ্য-প্রযুক্তি উৎসাহ নীতি ২০১২ (৬) সরকার ও ব্যক্তিগত উদ্যোগ (PPP) নীতি ২০১২ এবং (৭) খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ নীতি ২০১১।

রাজ্যের সার্বিক নগরায়ণ ও সৌন্দর্যায়ন নীতি অনুযায়ী কলকাতা ও সংলগ্ন অঞ্চলের বিকাশের লক্ষ্যে যে দৃষ্টিভঙ্গি গৃহীত হয়েছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য, (ক) বর্জ্য নিষ্কাশন, (খ) পয়প্রণালী ও নিকাশি সংস্কার, (গ) মার্কেট কমপ্লেক্স (ঘ) পার্ক ও বাগানের সৌন্দর্যায়ন (ঙ) ক্ষুদ্র ও মাঝারি আয়ের ব্যক্তিদের বাসস্থান নির্মাণ এবং (চ) উন্নত ও

জ্যামজট মুক্ত পরিবহণ ব্যবস্থা।

সার্বিকভাবে পশ্চিমবঙ্গের দীর্ঘ ঐতিহ্যের প্রেক্ষাপটে কলকাতার পাশাপাশি যে শহরগুলিতে স্মার্ট সিটি গড়ে ওঠার একান্ত সম্ভাবনা রয়েছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল : কলকাতা সংলগ্ন রাজারহাট, দুর্গাপুর, বোলপুর, কল্যাণী, বারুইপুর, গঙ্গাসাগর, দেবানন্দপুর, রঘুনাথপুর, ফুলবাড়ি এবং জয়গাঁ।[৪]

নগরায়ণের প্রতিবন্ধকতা

সমৃদ্ধ নগরায়ণ এবং সৌন্দর্যায়নের প্রশ্নে কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকারের পাশাপাশি বিশেষ ভূমিকা এবং দায়িত্ব রয়েছে রাজ্যের পৌর প্রশাসন এবং অন্যান্য উন্নয়ন সংস্থাগুলির উপর। ভারতের অন্যান্য অংশের মতো নগরায়ণের হাত ধরে এই রাজ্যেও ক্রমশ বৃদ্ধি পেয়েছে পৌরসভার সংখ্যা। রাজ্যের নগরায়ণের গতিপ্রকৃতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে পরিষেবা সরবরাহ সচল ও সক্রিয় রাখা। বর্তমানে পৌরসভাগুলির কাছে কঠিন চ্যালেঞ্জ। পরিষেবা সরবরাহের মূলধনি ব্যয়ের পাশাপাশি সৃষ্ট-সম্পদের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য যে বিপুল অঙ্কের আর্থিক সহায়তা প্রয়োজন হয়ে পড়ে পৌরসভাগুলির বর্তমান নিজস্ব আয় অর্থাৎ কর এবং কর বহির্ভূত আয় এবং কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের আর্থিক সহায়তায় এই চাহিদা পূরণ সম্ভব হয়ে ওঠে না। ফলে স্মার্ট সিটির বর্ধিত চাহিদা পূরণের যথাযথ মানচিত্র নির্মিত না হলে রাজ্যের পৌর উন্নয়ন সংস্থাগুলি আরও বেশি সংকটে নিমজ্জিত হবে। সবচেয়ে বড় সমস্যা হবে পরিষেবা সরবরাহের জন্য ধার্য কর বা অকর সংক্রান্ত রাজস্ব আদায়।

অন্যদিকে নগরোন্নয়নের প্রশ্নে পৌরসভার পাশাপাশি অন্যান্য উন্নয়ন সংস্থাগুলির দায়িত্ব কী হবে সে বিষয়েও সুনির্দিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গি প্রয়োজন। বর্তমানে এই সংস্থাগুলির কাজকর্ম অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সংশ্লিষ্ট এলাকার ভূমি পরিকল্পনার মধ্যে সীমাবদ্ধ। স্মার্ট সিটির প্রশ্নে সন্দেহ নেই, সবচেয়ে বেশি দায়িত্ব আসবে এই উন্নয়ন সংস্থাগুলির উপর।

একই সঙ্গে ভাবতে হবে স্মার্ট সিটি সংলগ্ন পঞ্চায়েত এলাকাগুলির নতুনভাবে উদ্ভূত সমস্যা। ইতিমধ্যেই পশ্চিমবঙ্গের ৩৩৪৭টি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় ২০১১'র জনগণনা অনুযায়ী ৭৮০টি সেন্সাস টাউন সংশ্লিষ্ট গ্রাম পঞ্চায়েতগুলির উপর শহর-মানের পরিষেবা সরবরাহের দাবি তুলেছে। এই জাতীয় উন্নত পরিষেবা সরবরাহের সামর্থ্য অবশ্যই পঞ্চায়েতগুলির কাছে সাধ্যের অতীত। এ ক্ষেত্রে এই 'পৌর আরবান' এলাকাগুলির সমস্যা বিশেষ গুরুত্ব সহ বিবেচনা করা প্রয়োজন। অন্যথায় এই সমস্যা বর্ধিত আকার ধারণ করবে।

সবশেষে মনে রাখা প্রয়োজন, উন্নয়ন বা সমৃদ্ধি উপর থেকে চাপিয়ে দেওয়া যায় না। তাকে ধারণ করতে হয়। এ ক্ষেত্রে স্মার্ট সিটির প্রশ্নে সবচেয়ে গুরুত্ব সহ ভাবতে হবে নাগরিক দায়িত্বের পরিধি যার মধ্যে অবশ্যই অন্তর্ভুক্ত হবে উন্নত কর ব্যবস্থা। রাজ্যের বর্তমান পৌর প্রতিষ্ঠানগুলি এমনকী বর্ধিষ্ণু এলাকাতেও তাদের ধার্য কর আদায়ে সম্পূর্ণ সফল নয় এবং এই বকেয়া কর আদায় পৌর প্রতিষ্ঠানগুলির কাছে একটি জ্বলন্ত সমস্যা। এ ক্ষেত্রে পৌরসভাগুলিকে বকেয়া কর আদায়-সহ নতুন কর ব্যবস্থা রূপায়ণে অগ্রণী ভূমিকা নিতে হবে।

আশা করা যায় রাজ্য সরকারের একান্ত সদিচ্ছায় এই রাজ্য দেশের অন্যান্য অগ্রসর এলাকার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখেই স্মার্ট সিটি মিশনের লক্ষ্যমাত্রা পূরণে সফল হবে। পশ্চিমবঙ্গ আবার ভারতের দিশা হয়ে দাঁড়াবে। ❑

[লেখক প্রাক্তন অনুষদ সদস্য, রাজ্য পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন সংস্থা, কল্যাণী, নদীয়া।
email : utpal1960@gmail.com]

তথ্যসূত্র :

(১) Report on Indian Urban Infrastructure and Services, March 2011, Ministry of Urban Development, Govt. of India.
(২) Twelfth Five Year Plan, Vol-II (2012-2017), Planning Comission, Govt. of India.
(৩) Smart City Mission : A step towards Smart India, india.gov.in
(৪) The Hindu, Kolkata, August, 16, 2014.

নগর সভ্যতার দীর্ঘস্থায়ী বিকাশ

স্মার্ট সিটি-র অন্য নাম

অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশে অবস্থিত অপরিকল্পিত শহরগুলি আজও নানা সমস্যায় জর্জরিত। তবে আগাম পরিকল্পনার থেকেও বেশি জরুরি সুষ্ঠু পরিচালনা। এ ক্ষেত্রে নগরায়ণের পরিকাঠামোগত বিকাশ সেই জায়গার বাস্তুতন্ত্রের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে না ঘটলে তার স্থায়িত্ব দীর্ঘমেয়াদে টেকসই হবে না। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর 'স্মার্ট সিটি' ও নগরোন্নয়নের ভাবনা তাই অত্যন্ত সময়োপযোগী। লিখছেন **অনিন্দ্য ভুক্ত।**

দাও ফিরে সে অরণ্য, লও এ নগর। সভ্যতার অন্যতম দিকচিহ্ন যেমন নগর, নাগরিক সভ্যতা, তেমনই নগর সভ্যতার বিকাশই আজ সমগ্র পৃথিবীর আর্থ-সামাজিক বিকাশের সামনে অন্যতম প্রধান চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়াচ্ছে। বর্তমান সভ্যতার নিঃশব্দ ঘাতক হিসেবে পরিবেশের যে সমস্ত দূষকগুলিকে চিহ্নিত করা হচ্ছে তার প্রতিটিই নাগরিক সভ্যতার হয় অন্যতম প্রধান উপাদান অথবা উপজাত।

বর্তমান সভ্যতা তেল-কয়লার সভ্যতা। তেল-কয়লা নির্ভর এই সভ্যতার গোড়াপত্তন অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে, ব্রিটেনের শিল্পবিপ্লবের সময় থেকে। শিল্পকেন্দ্রিক সভ্যতা ও নগর সভ্যতার মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। এতটাই ঘনিষ্ঠ যে কার্যত এদের মধ্যে কোনও প্রভেদ করা যায় না। শিল্প গড়ে ওঠে নগরে, আবার নগর গড়ে ওঠে শিল্পকে কেন্দ্র করেই। তেল-কয়লাকে বিযুক্ত করে দিলে শিল্প গড়ে ওঠে না। অতএব থমকে যায় নগরকেন্দ্রিক সভ্যতার বিকাশ। অথচ নাগরিক সভ্যতার এই যে অবিচ্ছেদ্য উপাদান, এই তেল বা কয়লাই কিন্তু পরিবেশের প্রাণঘাতী দূষক। একইভাবে নগর সভ্যতার অনিবার্য উপজাত শিল্প বর্জ্য, পরিবেশের সেও তো অন্যতম ঘাতক।

অর্থাৎ মানুষের সভ্যতার বিকাশ যেমন নগরের হাত ধরে হচ্ছে, তেমনই নগরবিকাশই কবর খুঁড়ে চলেছে মানব সভ্যতার। অথচ এই দুই বিকাশই একান্ত অপরিহার্যও। এই উভয়মুখী সংকটের সামনে দাঁড়িয়েই কথা উঠছে দীর্ঘস্থায়ী বিকাশের, কথা উঠছে স্মার্ট সিটির।

আমরা দীর্ঘস্থায়ী বিকাশের কথায় পরে আসছি, পরে আসছি স্মার্ট সিটির কথাতেও। তার আগে জেনে নেওয়া দরকার সারা পৃথিবী জুড়েই নগরের প্রয়োজন কীভাবে বাড়ছে। হাতের কাছে পাওয়া যাচ্ছে, অতএব একটি পুরোনো পরিসংখ্যানই উল্লেখ করা যাক। পুরোনো হলেও আজও সমান উজ্জ্বল, সমান প্রাসঙ্গিক। ওয়ার্ল্ড কমিশন অন এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড ডেভেলপমেন্টের ১৯৮৭ সালের রিপোর্ট। রিপোর্ট অনুযায়ী ১৯৫০-১৯৮৫, এই পঁয়ত্রিশ বছরে সারা পৃথিবীতে নাগরিক (শহুরে) মানুষের সংখ্যা ঠিক তিনগুণ হয়েছিল। সংখ্যায় প্রকাশ করলে ১২৫ কোটি মানুষ নাগরিক জীবনে প্রবেশ করেছিল। আর নাগরিক মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধির এই ঘটনাটি বেশি ঘটেছিল স্বল্পোন্নত দেশগুলিতে। এই সময়পর্বে স্বল্পোন্নত দেশগুলিতে নাগরিক জনসংখ্যা বেড়েছিল চারগুণ। ২৮.৬ কোটি থেকে বেড়ে হয় ১১৪ কোটি। অন্যদিকে উন্নত দেশগুলিতে এই একই সময়পর্বে নাগরিক মানুষের সংখ্যা বেড়েছিল দ্বিগুণ। ৪৪.৭ কোটি থেকে বেড়ে হয়েছিল ৮৩.৮ কোটি।

এবার অন্য একটি তথ্য। অতীত অভিজ্ঞতা থেকে ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে অনুমান। ২০১১ সালের হিসেব অনুযায়ী ভারতে নাগরিক জনসংখ্যা মোট জনসংখ্যার ৩০ শতাংশ। অনুমান বলছে আগামী দিনে ভারতে শিল্পোন্নতির ধাক্কায় নাগরিক জনসংখ্যার আয়তন দাঁড়াবে মোট জনসংখ্যার ৭০ শতাংশ।

দুইয়ে মিলে তাহলে দাঁড়াচ্ছে কী? দাঁড়াচ্ছে এই যে, বাড়াতে হবে শহরের সংখ্যা, বাড়াতে হবে শহরের আয়তন। আবার শুধু বাড়াতে হবেই নয়, বাড়াতে হবে এমনভাবে যাতে পরিবেশের সঙ্গে সংঘাত হয় ন্যূনতম। এই প্রয়োজন থেকেই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর মন্ত্রীসভা প্রবর্তন করেছে দুটি প্রকল্প—স্মার্ট সিটি মিশন এবং অটল নবীকরণ ও শহুরে পরিবর্তন মিশন (AMRUT)। দুটি প্রকল্প, কারণ উদ্দেশ্য দুটি। এক, একটি আধুনিক শহরে যে যে সুযোগসুবিধা থাকা উচিত, সেই শহরের পরিবেশ পরিকাঠামো যেমন হওয়া উচিত, সেই ধরনের আদর্শ কিছু শহর গড়ে তোলা। দুই, পুরোনো যে সমস্ত শহর সেগুলির কাঠামোর পরিবর্তন করে আধুনিক শহরের সুযোগসুবিধেগুলি যথাসম্ভব তৈরি করে দেওয়া।

দ্বিতীয় উদ্দেশ্যটি সম্বন্ধে সম্যক ওয়াকিবহাল হওয়া যাবে সারণি-২-এর দিকে একবার নজর করলেই। নাগরিক স্বাচ্ছন্দ্যের যেগুলি প্রাথমিক চাহিদা, জল বা বিদ্যুতের মতো সেই প্রাথমিক চাহিদাগুলিকেই পূরণ করে উঠতে পারেনি ভারতের অধিকাংশ শহর। সুষ্ঠু পয়ঃপ্রণালী না থাকলে অবস্থা কোথায় গিয়ে দাঁড়ায় প্রতি বছর বর্ষার সময় সে অভিজ্ঞতা শহর কলকাতার প্রতিটি

মানুষের হয়। গ্রামবাংলা ভেসে যায় নদীর উপচে পড়া জলে। সে ক্ষেত্রে আঙুল তোলা যায় আকাশের দিকে। কিন্তু শহর যখন উপচে পড়া নর্দমার জলে ভেসে যায় আঙুল তখন ওঠে অপরিণামদর্শী পরিকল্পনার দিকেই। অথচ পরিসংখ্যান বলছে, সুষ্ঠু তো দূরের কথা, পয়ঃপ্রণালী পরিকাঠামো গড়েই ওঠেনি বহু শহরে। ফলে সারণি-২-এর হিসেব অনুযায়ী ভারতের শহরগুলিতে এখনও ২২ শতাংশের বেশি পরিবার পয়ঃপ্রণালীর সুযোগ থেকে বঞ্চিত। তবে এ তো গেল ন্যূনতম নাগরিক স্বাচ্ছন্দ্যের কথা। আধুনিক শহরের বাসিন্দারা কিন্তু অনেকটা বেশি দাবি করেন। যেমন, গ্যাসে বা বৈদ্যুতিন যন্ত্রে রান্নার সুবিধা। সে সব সুযোগ-সুবিধা সম্প্রসারণে ভারতীয় শহরগুলির হাল কী, পরিসংখ্যানই তা বলে দিচ্ছে।

অর্থাৎ উন্নতির প্রয়োজন আছে, সুযোগও আছে। প্রধানমন্ত্রীর নগর উন্নয়নের ভাবনা তাই অত্যন্ত সময়োপযোগী। নগরের আধুনিক বিকাশকে কেন্দ্র করেই তৈরি হবে ভারতের ভবিষ্যৎ বিকাশের রাস্তাগুলি।

সারণি-১
ভারতে শহুরে জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রবণতা

বছর	মোট জনসংখ্যায় শহুরে জনসংখ্যার শতকরা অংশ	শহরের সংখ্যা
১৯০১	১০.৮	১৮২৭
১৯১১	১০.৩	১৮১৫
১৯২১	১১.২	১৯৪৯
১৯৩১	১২.০	২০৭২
১৯৪১	১৩.৯	২২৫০
১৯৫১	১৭.৩	২৮৪৩
১৯৬১	১৮.০	২৩৬৫
১৯৭১	১৯.৯	২৫৯০
১৯৮১	২৩.৩	৩৩৭৮
১৯৯১	২৫.৭	৩৭৬৮
২০০১	২৭.৮	৪৩৬৮

সারণি-২
ভারতে শহুরে জনসংখ্যার হালহকিকত
(২০০১ সালের জনগণনার হিসেব)

মোট জনসংখ্যা	১০২.৯ কোটি
মোট শহুরে জনসংখ্যা	২৮.৭ কোটি
শতকরা কতগুলি পরিবারে	
১. নিরাপদ পানীয় জলের সরবরাহ আছে	৯০.০১
২. বিদ্যুৎ সংযোগ আছে	৮৭.৫৯
৩. শৌচাগার আছে	৭৩.৭২
৪. পয়ঃপ্রণালী আছে	৭৭.৮৬
৫. রান্নাঘর আছে	৭৫.৯৬
৬. রান্নার গ্যাস সংযোগ আছে	৪৭.৯৬
৭. বৈদ্যুতিন যন্ত্রে রান্নার সুযোগ আছে	০.৩১

দুই

স্মার্ট সিটি কাকে বলে? বস্তুত এই প্রশ্নের কোনও উত্তর নেই। এই উত্তর তো স্থান ও কাল নিরপেক্ষ নয়। দেশে দেশে যেমন, বিভিন্ন সময়েও এর সংজ্ঞা পালটে পালটে যায়। তাই সংজ্ঞা নয়, আমাদের ঠিক করতে হবে ভাবনাটিকে। স্মার্ট সিটি হবে এমন একটি শহর যা শুধু একটি আধুনিক শহরের যাবতীয় স্বাচ্ছন্দ্যের উপকরণগুলিকে এক জায়গায় জড়ো করে তার দায়িত্ব শেষ করে ফেলবে না। বরং এই শহর নিজেকে এমনভাবে গড়ে তুলবে যাতে একটি দীর্ঘস্থায়ী বিকাশের সম্ভাবনাকে সুনিশ্চিত করে তোলা যায়। অর্থাৎ এতদিন যা হয়ে এসেছে, প্রকৃতির সঙ্গে তেমন সংঘাত করে নয়, স্মার্ট সিটিকে গড়ে তুলতে হবে প্রকৃতির হাত ধরে, প্রকৃতিকে সঙ্গে করে।

স্মার্ট সিটির গড়ন হবে পারিপার্শ্বিকতার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখেও। একটি ইউরোপীয় স্মার্ট সিটির চেহারা যেমন হবে, একটি ভারতীয় স্মার্ট সিটির চেহারা নিশ্চয়ই তেমন হবে না। সম্পদের প্রাচুর্য কেমন, বাজার কেমন, উন্নতির মাত্রা কেমন, যাদের জন্য বদল তারা এই বদলের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেবার জন্য মানসিকভাবে কতটা প্রস্তুত— এই সব ভাবনা মিলিয়েই পরিকল্পনা করতে হবে একটি স্মার্ট সিটির। শুধু মাথায় রাখতে হবে পরিকল্পনা করার সময় দুটি বিষয়কে। এক, শহর গড়ে ওঠে শিল্পকে কেন্দ্র করে অথবা নতুন শিল্প স্থাপনের উপযোগী পরিবেশ রচনা করার উদ্দেশ্য নিয়ে। দুই, মানুষ গ্রাম ছেড়ে শহরে আসে রুজি, রুটি ও রুচির সন্ধানে। শহরের পরিকাঠামো এমনভাবে তৈরি করতে হবে যাতে গ্রাম ছেড়ে আসা মানুষ শহরে কাজের সুযোগ পায় এবং পায় রুচিময় ও সুন্দর জীবনযাপনের সুযোগ। পাশাপাশি যারা শিল্পে বিনিয়োগ করতে চান তারা গড়ে ওঠা শহরে পান শিল্প স্থাপনের উপযোগী পরিবেশ ও পরিকাঠামো।

কেমন হবে ঠিক তাহলে সেই পরিকাঠামো? বলা হচ্ছে চারটি স্তম্ভের উপর গড়ে উঠবে এই সব শহরের পরিকাঠামো। এই চারটি স্তম্ভ হল—প্রাতিষ্ঠানিক, ভৌত, সামাজিক এবং আর্থনীতিক। এই চারটি বিষয়ের সামঞ্জস্যপূর্ণ বিকাশই একমাত্র গড়ে তুলতে পারে একটি আদর্শ, স্মার্ট সিটির পরিকাঠামো।

একটি শহরের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো বলতে তার পরিকল্পনা ও পরিচালনা সংক্রান্ত

পরিকাঠামো। পৃথিবীর অধিকাংশ পুরোনো শহর, বিশেষত যেগুলি অনুন্নত দেশগুলিতে অবস্থিত, সেগুলি সম্পূর্ণ অপরিকল্পিতভাবে গড়ে উঠেছে। অপরিকল্পিতভাবে গড়ে ওঠার ফলে এই শহরগুলির সবচেয়ে বড় সমস্যা যেটি হয়েছে সেটি হল এই সব শহরে পয়ঃপ্রণালী ব্যবস্থা সুষ্ঠুভাবে গড়ে ওঠেনি। শুধু গড়ে ওঠেনিই নয়, পুরো কাঠামোটা এমনভাবে গড়ে উঠেছে যে নতুন করে এই ব্যবস্থাগুলি তৈরি করে ওঠাও যথেষ্ট শক্ত। এবং এখানেই গুরুত্ব আগাম পরিকল্পনার। একটা শহর একদিনে গড়ে ওঠে না। কিন্তু পরিকল্পনাটা যদি আগাম করে রাখা যায় আর সেই পরিকল্পনামাফিক গড়ে তোলা যায় শহরটা, তাহলেই একদিন স্বচ্ছন্দে গড়ে উঠবে আধুনিক একটি শহর, সর্বসুবিধাযুক্ত স্মার্ট সিটি।

তবে শুধু পরিকল্পনা করে শহর গড়ে তোলাই নয়, সেটির সুষ্ঠু পরিচালনা বোধহয় তার চেয়েও জরুরি। যথাযথ পয়ঃপ্রণালী করে তোলার পরও কেবলমাত্র নাগরিক সচেতনতার অভাবে প্লাস্টিক বর্জ্য জমে নর্দমার মুখ বন্ধ করে পরিস্থিতি অসহনীয় করে তুলতে পারে। এটা একটি উদাহরণ মাত্র। তবে এই ধরনের অবাঞ্ছিত ঘটনা অজস্র ঘটতে পারে। সবচেয়ে বেশি ঘটে এই ঘটনা অবশ্য পরিবেশের ক্ষেত্রেই। উন্নতির সঙ্গে পরিবেশের একটি অনিবার্য সংঘাত আছে, কেননা মানুষ উন্নতির সহজতম রাস্তাটিই নিতে চায়। ফলে পরিবেশের ক্ষতি করতে সে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করে না। আর প্রচলিত বাজার ব্যবস্থা মানুষের এই প্রবণতাকে আপন স্বার্থেই প্রশ্রয় দেয়। যে উদাহরণটির কথা বলা হল সেটিই আবার ফিরিয়ে আনা যাক। প্লাস্টিকের ক্যারি ব্যাগ অনেক সময়ই নিষিদ্ধ করা হয়। বিক্রেতার কাছে সেটি থাকলেও তা শাস্তিযোগ্য। কিন্তু তা সত্ত্বেও দেখা যায় অনেক বিক্রেতা গোপন স্থানে এই ব্যাগ রেখে দিচ্ছে। যখন নিতান্তই এই ব্যাগের অভাবে খদ্দের হাতছাড়া হয়ে যাবার উপক্রম হয় তখন তারা এই ব্যাগ বের করে। অর্থাৎ বাজার ব্যবস্থা দুর্নীতিকে অনায়াসে আশ্রয় দেয়। এখানেই প্রয়োজন একটি কড়া, সতর্ক প্রশাসনের। তা না থাকলেই ফুটপাত হকারে ভরে উঠবে, বাড়ির দেওয়াল অজস্র বিজ্ঞাপনে ভরে উঠবে, শিল্প কারখানাগুলি দূষিত বর্জ্য পরিশোধন না করেই অক্লেশে শহরের জলে, বাতাসে পরিত্যাগ করবে। স্মার্ট সিটির স্বপ্নের অপমৃত্যু ঘটবে অচিরেই।

তবে কড়া প্রশাসন মানে অবশ্য ঘাড় ধাক্কা দিয়ে কাজ করানোর প্রশাসন নয়। ঘাড় ধাক্কা দিয়েও কাজ করানো যায়। তবে সে প্রচেষ্টা দীর্ঘস্থায়ী হয় না। সুতরাং এমন প্রশাসন দরকার, যে প্রশাসন ভালো কাজে পুরস্কার দেবে, খারাপ কাজে শাস্তি দেবে। পুরস্কার মানে যে সেটা সব সময় আর্থিক পুরস্কার, তা না হলেও চলবে। ধরা যাক, কোনও পুরসভা যদি ঘোষণা করে প্রতি মাসে সে তার একজন নাগরিককে সংবর্ধনা দেবে, যে তার বাড়ির চারপাশটা সবচেয়ে বেশি পরিচ্ছন্ন রেখেছে। এতে খরচ বেশি হবে না, তবে কাজ যে বেশি হবে তা নির্দ্বিধায় বলা যায়।

সুপ্রশাসন আরেকভাবে সুনিশ্চিত করা যায়। নাগরিকদের স্থানীয় প্রশাসনের পরিকল্পনা ও পরিচালনার সঙ্গে জড়িয়ে নিয়ে। একটি শহরের উন্নতি বহুলাংশে নির্ভর করে নাগরিক সচেতনতার উপর। নাগরিকদের যদি বোঝানো যায় এই শহর তাদের, শহরের ভালোমন্দের সঙ্গে জড়িয়ে আছে তাদের নিজস্ব ভালোমন্দ, তাহলেই প্রশাসনের কাজটা অনেক সহজ হয়ে যায়। এবং এই কাজটা করতে গেলে জানতে হবে নাগরিকরা শহরে কী চান, কীভাবেই বা চান, আর সেটা জানতে চেষ্টা করার অর্থই হল স্থানীয় প্রশাসনের পরিকল্পনা ও পরিচালনার সঙ্গে নাগরিকদের জড়িয়ে নেওয়া।

একটি দক্ষ প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো গঠনের পরই যেদিকে নজর দেওয়া দরকার সেটি হল একটি শক্তপোক্ত ভৌত পরিকাঠামো গড়ে তোলা। ভৌত পরিকাঠামোর মধ্যে পড়ে রাস্তাঘাট, পয়ঃপ্রণালী ব্যবস্থা, বর্জ্য পরিচালন ব্যবস্থা, পানীয় জল ও বিদ্যুৎ পরিষেবা পরিকাঠামো ইত্যাদি। একটি স্মার্ট সিটির অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য সহজে যাতায়াতের সুবিধা। সিওল, সিঙ্গাপুর, ইয়োকোহামা, বার্সিলোনার মতো শহর, যেগুলিকে স্মার্ট সিটি হিসেবে গণ্য করা হয় তাদের স্মার্টনেস-এর অন্যতম প্রধান কারণ হিসেবে উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থাকেই স্বীকৃতি দেওয়া হয়।

উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থার অর্থ কিন্তু শুধুই রাস্তাঘাট নির্মাণ নয়। অভিজ্ঞতা থেকে দেখা গেছে ঝাঁ ঝকচকে রাস্তাঘাট নির্মাণ করে দিলে আবার ব্যক্তিগত গাড়ি ব্যবহারের প্রবণতা বাড়ে। কিন্তু ব্যক্তিগত গাড়ি ব্যবহার বাড়লে দুটো সমস্যা হয়। এক, পরিবেশের দূষণ বাড়ে। দুই, মাটির তলার সঞ্চিত তেল ভাণ্ডারে টান পড়ে। বলাবাহুল্য এই দুই সমস্যা শহরের দীর্ঘস্থায়ী উন্নতিকে ব্যাহত করে, যা কিনা আবার স্মার্ট সিটি গড়ে তোলার প্রাথমিক উদ্দেশ্যের পরিপন্থী।

একটি স্মার্ট সিটিতে সহজ যাতায়াত ব্যবস্থা গড়ে তোলার অর্থ তাই শহরের পরিকল্পনা এমনভাবে করা যাতে সহজ যাতায়াতের অর্থ হয় ন্যূনতম যাতায়াত। কীভাবে এটা সম্ভব? ডিপার্টমেন্টাল স্টোরের উদাহরণ হাতের সামনেই আছে। বিভিন্ন দোকান ঘুরে ঘুরে বাজার করার দিন শেষ। নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিস কেনা ছাড়া নিত্যদিনের জীবন চালানোর জন্য দরকার ডাক্তারের চেম্বার, ব্যাংকের এটিএম ইত্যাদি। এই ধরনের দোকান, চেম্বার, এটিএম ইত্যাদি যদি হাতের কাছে পৌঁছে দেওয়া যায় তাহলেই যাতায়াত কমবে, অথচ জীবন চলবে অনেক বেশি স্বচ্ছন্দ গতিতে।

তবে প্রাত্যহিক জীবনের উপকরণগুলিকে হাতের কাছে পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা করলেই তো আর যোগাযোগ সম্পূর্ণ কমে যাবে না। সে জন্য যেটা করা দরকার তা হল মেট্রো রেল বা মনো রেলের মতো এমন গণপরিবহণের ব্যবস্থা করা যাতে দূষণ হয় কম অথচ যাতায়াত হয় অবাধ, স্বচ্ছন্দে। গণ-পরিবহণকে যদি স্বাচ্ছন্দ্যযুক্ত করা যায় তাহলে কিন্তু ব্যক্তিগত গাড়ি ব্যবহারের প্রবণতা কমে বলেই দেখা গেছে। আর ব্যক্তিগতই হোক বা গণ-পরিবহণ ব্যবস্থার ব্যবহার যাতে সামান্য হলেও কমে তার জন্য পথচারীদের জন্য অবাধ যাতায়াতের ফুটপাত জরুরি একটি বিষয়। যারা কলকাতা শহরে থাকেন তারা প্রাত্যহিক অভিজ্ঞতা থেকে জানেন কেবলমাত্র হকার-ভর্তি ফুটপাত এড়াবার জন্য

সামান্য দূরত্ব অতিক্রম করার জন্যও মানুষ কীভাবে বাসে ওঠেন। তাতে জ্যামে পড়ে সময় বেশি লাগবে জেনেও অনেক সময় ওঠেন। যাতায়াত ব্যবস্থাকে সহজ গতি দিতে না পারলে উন্নয়নের গতিই স্তব্ধ হয়ে যাবে।

শহরে ২৪ ঘণ্টা পরিস্রুত পানীয় জলের বন্দোবস্ত রাখাও অত্যন্ত জরুরি একটি বিষয়। যেমন জরুরি নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুতের বন্দোবস্ত করা। বর্তমান নাগরিক জীবনে ইন্টারনেট একটি নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য। ইন্টারনেট শুধু যে জীবনকে গতিময় করে তুলেছে তাই-ই তো নয়, যাতায়াতের প্রয়োজনকেও অনেক কমিয়ে এনেছে। নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ পরিষেবা না থাকলে ইন্টারনেট পরিষেবা ব্যাহত হবে শুধু তাই-ই নয়, শিল্প-কারখানার কাজও ব্যাহত হবে।

তবে জল ও বিদ্যুৎ পরিষেবাকে নিরবচ্ছিন্ন করার পাশাপাশি সতর্ক নজর রাখতে হবে, অপচয় যেন না হয়। বিদ্যুৎ অপচয় রোধের একটা ব্যবস্থা আছে। বিদ্যুৎ ব্যবহারের জন্য অর্থ প্রদান করতে হয়। এর পিছনে একটা যুক্তি, বিদ্যুৎ উৎপাদনের একটা খরচ আছে। এবং এই প্রায় একই যুক্তিতে পানীয় জল পরিষেবা দিতে খরচ প্রায় নেওয়া হয় না বললেই চলে, কারণ জল পরিষেবা দিতে খরচ খুব কম। জল একটি অতি প্রয়োজনীয় পণ্য হওয়ায় সেটির জন্য দাম নেওয়া অনৈতিক বলে অনেকে মনে করেন। এবং ভুল মনে করেন। একদিকে জল যেমন একটি অতি প্রয়োজনীয় পণ্য, তেমনই মাটির তলায় এর সঞ্চয়-ভাণ্ডারও দ্রুত নিঃশেষিত হয়ে আসছে। জলের চাহিদা ও জোগানের ব্যবধানটি এত দ্রুত বাড়ছে যে অনেকের ধারণা আগামী দিনে জলকে কেন্দ্র করেই হয়তো বা শুরু হয়ে যাবে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ। এই যেখানে পরিস্থিতি সেখানে বিদ্যুৎ পরিষেবার মতো পানীয় জল পরিষেবাকেও মিটারযুক্ত করা উচিত। উচিত, কেননা অভিজ্ঞতা বলছে, পরিসংখ্যান বলছে, দুনিয়া জুড়েই শহুরে মানুষদের মধ্যে পানীয় জল অপচয়ের প্রবণতা বেশি।

ভৌত পরিকাঠামো গড়ে তুললেই কিন্তু কাজ শেষ হয়ে যায় না। সেই কাঠামোকে অটুট রাখা সম্ভবত ততোধিক শক্ত একটি কাজ। একমাত্র উপযুক্ত নাগরিক সচেতনতাই এই কাজের ম্যাজিক-চাবিকাঠি। আর সে জন্য প্রয়োজন উপযুক্ত শিক্ষা। অর্থাৎ একটি স্মার্ট সিটির তৃতীয় পিলার সামাজিক পরিকাঠামো, শিক্ষা বা স্বাস্থ্য যার একেকটি দিক। শিক্ষার দারিদ্র, স্বাস্থ্যের দারিদ্র, সর্বক্ষেত্রেই উন্নয়নের প্রতিবন্ধক। ফলে উন্নত শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের ব্যবস্থা করতে না পারলে স্মার্ট সিটির যাবতীয় আয়োজন ব্যর্থ হয়ে যাবে।

এবং সবশেষে বলা যাক সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পিলারটির কথা। আর্থনীতিক পরিকাঠামো। শহরের প্রয়োজন বাড়ছে কারণ মানুষ গ্রাম ছেড়ে শহরে চলে আসছে। গ্রাম ছেড়ে চলে আসছে কারণ গ্রামে কাজের সুযোগ কমছে। গ্রামে কাজের সুযোগ বলতে কৃষিক্ষেত্র। কৃষিক্ষেত্রে কাজ না হলে আছে শিল্প। সুতরাং শহরে শিল্পের উপযুক্ত পরিবেশ গড়ে তুলতে না পারলে কিন্তু শহরের উন্নয়ন দূরের কথা, শহরটাই অপ্রয়োজনীয় হয়ে উঠবে। আর শিল্প গড়ে তুলতে হলে রাস্তাঘাট চাই, ২৪ × ৭ ঘণ্টা জল ও বিদ্যুৎ পরিষেবা চাই, শিক্ষিত ও সুস্থ শ্রমের জোগান চাই। অর্থাৎ স্মার্ট সিটির চতুর্থ পিলারটি সম্পূর্ণভাবে আগের তিনটি পিলারের উপর। বস্তুত স্মার্ট সিটি হল একটি সামগ্রিক ধারণা। পূর্ণকে বিচ্ছিন্ন করা নয়, বিচ্ছিন্নকে পূর্ণ করার নামই উন্নয়ন।❑

[লেখক আরামবাগের নেতাজি মহাবিদ্যালয়ে অর্থনীতি বিষয়ে অধ্যাপনা করেন।]

WBCS-2014: Gr. A/B/C/D INTERVIEW

The Final Step to Enter Your Dream World
Think Before You Leap...

সুসন্নিবদ্ধ জ্ঞান আর প্রত্যয়ী ব্যক্তিত্ব—এই হলো ডব্লুবিসিএস অফিসারদের যোগ্যতার মাপকাঠি। অভিনন্দন, আপনারা প্রথম ধাপে সফল হয়েছেন। এইবার যেটুকু বাকী রইল সেটা কিন্তু বই পড়ে পাওয়া যায় না,—সেটা হলো চলায়, বলায়, ওঠায়, কথায় কীভাবে বিনয় ও আত্মবিশ্বাসের আভা ছড়ানো যায়,—সেই রহস্যকে আয়ত্ত করা,—ইংরাজীতে যাকে বলে 'grooming'। অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশন-এর এই ক্ষেত্রে সাফল্যের হার বিস্ময়কর! বিশেষজ্ঞরা সমস্ত প্রশিক্ষণে হাতে কলমে গড়ে তোলেন প্রার্থীদের। মক ইন্টারভিউ আর গ্রুমিং সেশনে নিখুঁত হয়ে ওঠে তারা। সাক্ষাৎকারের দিন সমাসন্ন,—প্রয়োজন এখন প্রতিটি জাগ্রত মুহূর্তের সদ্ব্যবহার। যোগ্য, সফল, ডব্লুবিসিএস দিগন্তে প্রোজ্জ্বল এক ঝাঁক নক্ষত্রতুল্য ব্যক্তিবর্গের সাহচর্যের শাণিত করুন নিজেকে। হয়ে উঠুন আমাদেরই আরো একজন। পূর্বসূরীরা কী বলছেন পড়ে নিনঃ

প্রায় ৪৫ মিনিট ধরে আমার স্ট্রেস ইন্টারভিউ হয়েছিল। বেশ কিছু প্রশ্ন ছিল যেগুলির উত্তর আমি দিতে পারিনি, তাই বলে আমি ঘাবড়ে যাইনি। মানসিক স্থিরতার সাথে সাথে মাথাটাকে ঠাণ্ডা রেখেছিলাম আর অপেক্ষা করেছিলাম আমার কমফোর্ট জোনের প্রশ্নের জন্য। এসবই আমি করতে পেরেছিলাম অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশন -এর সৌজন্যে। অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশন-এ বারংবার মক ইন্টারভিউ মনের মধ্যে সঞ্চারিত করেছিল সঠিক মাত্রার আত্মবিশ্বাস, এই আত্মবিশ্বাসের জোরেই রচিত হয়েছে আমার সাফল্যের বুনিয়াদ।

—**চিত্তজিৎ বসু**, এক্সিকিউটিভ-২০১২

অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশনে আমি শিখেছি এই ধরনের ইন্টারভিউ-এর জন্য কোন কোন ক্ষেত্রে কি ধরনের প্রস্তুতি নেওয়া দরকার। কতখানি সৎ ও বিশ্বাসযোগ্যতার সাথে নিজের বক্তব্যকে উপস্থিত করা যায়, কীভাবে অস্বস্তিকর প্রশ্নের সামনে নিজের ধৈর্য ধরে রাখতে হয় এবং সর্বোপরি প্রশ্নকর্তার সঙ্গে বাদানুবাদে না গিয়েও কীভাবে নিজের যুক্তিতে দৃঢ় থাকতে হয়। এখানে ভিডিও রেকর্ডিং-এর সাহায্যে এও দেখানো হয়, ইন্টারভিউ দেওয়ার সময় আমাদের শারীরিক ও বাচনভঙ্গি কেমন হওয়া উচিত। একটার পর একটা মক ইন্টারভিউ দিয়ে আমি আমার খুঁতগুলোকে সংশোধন করেছিলাম।

— **অভিষেক রায়**, ডিএসপি-২০১০

আমি আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাই অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশনকে। মেনস-এর ফলাফলের পর যে কটি মক-ইন্টারভিউ দেবার সুযোগ পেয়েছি প্রত্যেকটি আমাকে সাহায্য করেছে নিজেকে সমৃদ্ধ করে ইন্টারভিউ-এর মুখোমুখি হয়ে সাফল্য পেতে। ডব্লুবিসিএস পরীক্ষায় সাফল্য পেতে অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশন-কে নিঃসন্দেহে ভরসা করা যেতে পারে। - **রেনুকা খাতুন, এক্সিকিউটিভ-২০১৩**

As far as WBCS is concerned, Labour, Patience & Confidence are the three pillars of success. An advice to all those preparing for WBCS–"Be positive in your approach and you will definitely taste success one day". I have got a lot of help and advice from Academic Association. The mock interview classes were very effective and helped me to confront my fears.

– Rohed Shaikh, Executive, Rank-4, WBCS-2013

অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশনের এনভায়রনমেন্ট আমাকে ডাইভার্জেন্ট থিঙ্কিং করতে শিখিয়েছে। বন্ধুত্বপূর্ণ পরিবেশ, সকল স্যারদের আন্তরিক সাহায্য আমাকে অনেকখানি এগিয়ে দিয়েছে। এখানকার ইন্টারভিউ স্ট্রাকচার এককথায় সুপার্ব। বারবার মক ইন্টারভিউ দিয়ে আমরা দুর্বলতা, জড়তাকে অনেকখানি দূর করতে সমর্থ হয়েছি। আমি এই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের দীর্ঘায়ু ও সাফল্য কামনা করছি।

— **চন্দ্রনাথ মণ্ডল**, সিডিপিও, ২০১৩

আমার এই সাফল্যের পিছনে অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশনের গুরুত্ব বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। চাকরির কারণে উত্তরবঙ্গে থাকতে হয়েছিল তাই নিয়মিত ক্লাস করতে পারিনি, কিন্তু সামিম স্যারের সাথে সবসময় যোগাযোগ রেখেছিলাম। ওনার দেওয়া গুরুত্বপূর্ণ সাজেশন, টিপস আমাকে এগোতে সাহায্য করেছে। বিশেষ করে ইন্টারভিউ-এর আগে সামিম স্যারের সাহায্য আমি কোন দিন ভুলব না।

—**নীলাদিত্য চট্টরাজ**, এসিটিও (র‍্যাঙ্ক-২), ২০১৩

WBCS-2016-এর ব্যাচে ভর্তি চলছে।

পোস্টাল কোর্স

প্রিলি ও মেনসের জন্য পোস্টাল কোর্স চালু আছে। পোস্টাল কোর্সে রয়েছে—

- ☑ প্রিলি এবং মেনসের ১০০% কমনযোগ্য নোটস্।
- ☑ ১৫০টিরও বেশি ক্লাসটেস্ট এবং মকটেস্ট।
- ☑ ডব্লুবিসিএস অফিসারদ্বারা ইন্টারভিউয়ের জন্য বিশেষ গ্রুমিং সেশন।
- ☑ নির্বাচিত কিছু ক্লাস।
- ☑ প্রিলি এবং মেনস্-এর জন্য স্ট্র্যাটেজি এবং নেগেটিভ কন্ট্রোলের বিশেষ ক্লাস।

WBCS স্ক্যানার

ডব্লুবিসিএস-এর ইতিহাসে এই প্রথম বিগত ১৭ বছরের ডব্লুবিসিএস প্রিলির সম্পূর্ণ সমাধান, সঙ্গে প্রশ্ন বা অপশনের প্রাসঙ্গিক তথ্য। প্রশ্নগুলিকে প্রথমে বিষয়ভিত্তিক ও পরে টপিক ভিত্তিকভাবে সাজানো হয়েছে। বইটি সম্পাদনা করেছেন **সামিম সরকার**।

এছাড়াও রয়েছে—

- ☑ বিভিন্ন বিষয়ের প্রশ্নের ক্ষেত্রভিত্তিক বিশ্লেষণ
- ☑ সাফল্যের স্ট্র্যাটেজি
- ☑ মডেল মক টেস্টের সেট

বইটি প্রকাশিত হবে ২০শে নভেম্বর, ২০১৫

Academic Association

The Self Culture Institute, 53/6 College Street (College Square), Kolkata-700073

✆ 9830770440
✆ 9674478644

Website: www.academicassociation.in . Centre: Uluberia-9051392240 . Birati-9674447451 . Darjeeling-9832041123 . Berharampur-9775333007

ভারতের শহরগুলিতে স্যানিটেশন ও কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনার উন্নয়নে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি

স্বাধীনতার ছয় দশক পরও এ দেশে স্যানিটেশন তথা কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনার হাল যথেষ্ট শোচনীয়। বেহাল স্যানিটেশন ব্যবস্থার দরুন বিভিন্ন মহামারী ও রোগব্যাধির প্রকোপ তো বাড়েই, সেইসঙ্গে বর্জ্য জল মেশার ফলে ভূপৃষ্ঠের ৭০ শতাংশ জলের উৎস দূষিত হয়ে পড়ে। এই সমস্যার সমাধানে অবিলম্বে ব্যবস্থা না নিলে দেশজুড়ে স্মার্টসিটি গড়ে তোলার সমস্ত প্রচেষ্টাই ব্যর্থ হয়ে যাবে। আধুনিক তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি কি দেখাতে পারে কোনও সমাধানের পথ? লিখেছেন **কলা সীতারাম শ্রীধর।**

স্বাস্থ্য রক্ষা তথা সামগ্রিকভাবে জীবনযাত্রার মানোন্নয়নের জন্য প্রত্যেক নাগরিকের কাছেই উন্নত স্যানিটেশন ও কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনার মতো মৌলিক জন পরিষেবার সুবিধা থাকা অত্যন্ত জরুরি। স্যানিটেশন বলতে মূলত শৌচালয়ের ব্যবস্থাকেই বোঝায়, আর, কঠিন বর্জ্য সংগ্রহ (তরল বর্জ্য নয়) ও অপসারণই কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনার মূল কথা। পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন ও বর্জ্যপদার্থমুক্ত শহরে শিল্পোদ্যোগীরাও বিনিয়োগে উৎসাহিত হন। নাগরিকরাও তাদের বসতি গড়ে তুলতে আগ্রহী হন।

২০১১ সালের জনগণনা অনুযায়ী এ দেশের শহরাঞ্চলে স্যানিটেশনের হাল এখনও শোচনীয়। শহরের দরিদ্র জনসাধারণের ১৯ শতাংশ (মূলত বস্তিবাসী) এখনও খোলা জায়গায় শৌচকার্য করেন। ৪২ শতাংশ বাড়ির শৌচালয়ে ফ্লাশ করার ব্যবস্থা নেই। এর ফলে শহরাঞ্চলের জনস্বাস্থ্যের ওপর যা প্রভাব পড়ে বা পরিবেশের যা ক্ষয়ক্ষতি হয় মূল্যের বিচারে তা দেশের মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদন বা জিডিপি-র ৬০ শতাংশেরও বেশি। বেহাল স্যানিটেশন ব্যবস্থার ক্ষতিকর প্রভাব সবচেয়ে বেশি পড়ে শহরাঞ্চলের দরিদ্র বাসিন্দা (শহরাঞ্চলের মোট অধিবাসীদের ২২ শতাংশ), নারী, শিশু ও বয়স্কদের ওপর। ভারতের জাতীয় শহরাঞ্চলীয় স্যানিটেশন নীতি (ন্যাশনাল আরবান স্যানিটেশন পলিসি) অনুযায়ী বেহাল স্যানিটেশন ব্যবস্থার দরুন ১৪ বছরের কমবয়সি ছেলেমেয়েদের যে সমস্ত রোগব্যাধি হয় তার কারণে ২০০১ সালের মূল্যের বিচারে ৫০০ কোটি টাকার ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে (যোজনা কমিশন—ইউনাইটেড নেশনস ইন্টারন্যাশনাল চিলড্রেন এমারজেন্সি ফান্ড [ইউনিসেফ] ২০০৬)। এছাড়াও গৃহস্থালির বা পৌর এলাকার অপরিশোধিত বর্জ্য জল মিশে যাওয়ার ফলে দেশজুড়ে ৭৫ শতাংশ ভূপৃষ্ঠস্থ জল দূষিত হয়। সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য বা মিলেনিয়াম ডেভেলপমেন্ট গোল-এ স্বাক্ষরকারী দেশগুলিকে ২০১৫ সালের মধ্যে অন্তত অর্ধেক নগরবাসীর কাছে এবং ২০২৫ সালের মধ্যে শহরাঞ্চলের ১০০ শতাংশ মানুষের কাছে উন্নত স্যানিটেশন ব্যবস্থার সুবিধা পৌঁছে দেওয়ার শর্ত আরোপ করা হয়েছে। স্যানিটেশন ব্যবস্থাবিহীন পরিবারগুলিকে উন্নত স্যানিটেশন ব্যবস্থার আওতায় এনে এবং শহরগুলিতে খোলা জায়গায় শৌচকার্য বন্ধ করতে জনসাধারণের ব্যবহার্য স্থানে উপযুক্ত স্যানিটেশন ব্যবস্থাপনা গড়েই এই লক্ষ্য পূরণ করা যেতে পারে।

স্মার্ট সিটি-র বিষয়ে ভারত সরকার যে খসড়া পত্র বা 'কনসেপ্ট নোট' তৈরি করেছে তাতে বলা হয়েছে যে—কঠিন বর্জ্যের উৎপাদন, প্রতিরোধ, তার ধরন নির্ণয়, তার ওপর নজরদারি, পরিশোধন, পরিচালনা, পুনর্ব্যবহার এবং অবশিষ্টাংশের অপসারণের সামগ্রিক ব্যবস্থাকেই কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বলে। সেইসঙ্গে খসড়াপত্রে এও বলা হয়েছে যে সমস্ত শহর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন নয় সেগুলির প্রকৃতিও 'স্মার্ট' নয়। আর যে শহরগুলি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন সেগুলিই পাবে 'স্মার্ট' সিটি'-র তকমা।

এদেশে বর্জ্য পদার্থ সংগ্রহ, সাফাই, সঞ্চয়, স্থানান্তর, শোধন এবং শেষ পর্যায়ে অপসারণের দায়িত্ব পুরসভাগুলির। NIUA (২০১৫)-এর এক সমীক্ষা থেকে জানা গেছে যে ভারতের শহরাঞ্চলগুলিতে প্রতিদিন ১ লক্ষ মিলিয়ন টনের বেশি বর্জ্য পদার্থ তৈরি হয়। তার মধ্যে ৭ হাজার মিলিয়ন টন বর্জ্য পদার্থ আসে শুধু মুম্বই থেকে। বেঙ্গালুরু থেকে আসে ৫ হাজার মিলিয়ন টন বর্জ্য পদার্থ। কেন্দ্রীয় নগরোন্নয়ন মন্ত্রক কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনার বেশকিছু নীতি-নির্দেশিকা স্থির করে দিলেও নিরাপদভাবে বর্জ্যপদার্থ অপসারণ করে রাস্তাঘাট পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার ক্ষেত্রে বেশিরভাগ শহর এই নীতি নির্দেশিকা পালনে ব্যর্থ হয়েছে। শ্রীধর ও কুমার (২০১৩) ফেডারেশন অব ইন্ডিয়ান চেম্বার্স অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ফিকি ২০০৯) এক সমীক্ষার কথা তুলে ধরে দেখিয়েছেন যে যথাযথ পরিশোধন ও জঞ্জাল সাফাই ব্যবস্থার অভাবে সমীক্ষার অন্তর্গত ২২টি শহরের মধ্যে ১৪টি শহরই যাবতীয় আবর্জনা ময়লা ফেলার নির্দিষ্ট স্থানে জমা করে রাখে। মুম্বই শহরে ১০০ শতাংশ আবর্জনাই ময়লা ফেলার নির্দিষ্টস্থানে জমা করা হয় এবং দিল্লিতে এই ময়লা ফেলার জায়গায় জমা করা হয় ৯৪ শতাংশ আবর্জনা।

স্মার্ট সিটি বিষয়ক খসড়াপত্রে ভারতের শহরগুলিতে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত যে

সমস্ত সমস্যা রয়েছে সেগুলিকেও চিহ্নিত করা হয়েছে, যেমন—

- উৎসস্থলে বর্জ্য পদার্থের পৃথকীকরণের ব্যবস্থা না থাকা
- কারিগরি দক্ষতা ও উপযুক্ত প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাপনার অভাব
- বর্জ্য পদার্থ সংগ্রহ, পৃথকীকরণ, পরিবহণ, পরিশোধন, জঞ্জাল সাফাইয়ের উপযুক্ত ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থার অভাব

খসড়াপত্রে আরও বলা হয়েছে যে প্রত্যেক নাগরিকের জন্য উন্নত মানের স্যানিটেশন ও কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সহ ভদ্রস্থ জীবনযাপনের সুযোগ করে দেওয়া প্রতিটি শহরের পক্ষেই অত্যন্ত আবশ্যক।

এই খসড়াপত্রে বিভিন্ন মহামারী ও রোগ-ব্যাধির প্রাদুর্ভাব, সাধারণ মানুষ বিশেষত দরিদ্র জনসাধারণের মৃত্যুর হার বৃদ্ধির অন্যতম কারণ হিসাবে উপযুক্ত স্যানিটেশন ব্যবস্থার অভাবকেই দায়ী করা হয়েছে। রোগের প্রকোপ বাড়লে নিম্ন আয়ের পরিবারগুলির অবস্থা আরও শোচনীয় হয়ে পড়ে। দারিদ্রসীমার নীচে চলে যাওয়ার উপক্রম হয় তাদের। তাই খসড়াপত্রে সঠিকভাবেই শহরের প্রতিটি অংশে সুপরিকল্পিত স্যানিটেশন ব্যবস্থার বিধান দেওয়া হয়েছে। বিকেন্দ্রীভূত নিকাশি এবং কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ওপর ভিত্তি করেই এই পরিকল্পনা কার্যকর করা সম্ভব। এই খসড়ায় জোর দিয়ে বলা হয়েছে যে প্রতিটি পরিবারে শৌচালয় থাকতে হবে এবং কোনও নাগরিক যেন উন্মুক্ত স্থানে শৌচকার্য না করে তা সুনিশ্চিত করতে হবে। পারিবারিক স্তরে এই ব্যবস্থাগুলি কার্যকর করার পাশাপাশি সমস্ত বাণিজ্যিক ও সরকারিভাবে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও স্বাস্থ্যসম্মত শৌচালয় বাধ্যতামূলক করার কথাও বলা হয়েছে। স্যানিটেশন ব্যবস্থায় ১০০ শতাংশ রিসাইক্লিং-এর ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। বর্জ্য জল স্থানীয় এলাকার বাইরে যাতে যেতে না পরে (খসড়াপত্রে নয়া দিল্লির নিউ মোতিবাগ টাউনশিপের উদাহরণ দেওয়া হয়েছে) এবং শুধুমাত্র পরিশোধিত জলই যাতে সরোবর, পুকুর বা নদীর জলেই মেশে তা সুনিশ্চিত করতেই রিসাইক্লিং-এর ওপর এই গুরুত্ব। কারণ তাতে দূষণের সম্ভাবনা অনেক কমবে।

দেশজুড়ে যে অবাধে উন্মুক্ত স্থানে শৌচকার্য চলে তা নীতি সংক্রান্ত সমস্ত বিবৃতিতে এক রকম স্বীকারই করে নেওয়া হয়েছে। তাই এই সামাজিক ব্যাধি দূর করার লক্ষ্যে যে কোনও পদক্ষেপই সফল হতে পারে। তবে উপযুক্ত তথ্য ও বোঝাপড়ার অভাবে এই লক্ষ্যে আমরা বেশিদূর অগ্রসর হতে পারিনি—যেমন পারিবারিক স্তরে উন্মুক্ত স্থানে শৌচকার্যের প্রবণতা কতটা গভীর, বা গড়পড়তা ভারতীয় শহরগুলিতে কী কী কারণে উন্মুক্ত স্থানে শৌচকার্যের প্রবণতা তৈরি হয়, কিংবা যারা উন্মুক্ত স্থানে শৌচকার্য করেন তাদের শ্রেণিগত অবস্থানই বা কী, সর্বোপরি উন্মুক্ত শৌচকার্যের সম্ভাবনাকে নগরায়ণের গতি কীভাবে প্রভাবিত করে—সে সংক্রান্ত সঠিক তথ্য হাতে না এলে সমস্ত প্রচেষ্টা অসম্পূর্ণই রয়ে যাবে। অনুরূপভাবে স্যানিটেশন সংক্রান্ত তথ্যের মতো কী পরিমাণে কঠিন বর্জ্য সংগ্রহ করা হচ্ছে সেই বিষয়েও কোনও সুস্পষ্ট তথ্য নেই। সঠিক এবং সম্পূর্ণ তথ্য হাতে না থাকার ফলে এই সামাজিক ব্যাধি থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য উন্মুক্ত স্থানে শৌচকার্যের প্রবণতা এবং উন্নত পরিচালন ব্যবস্থার অভাবে রাস্তাঘাটে ছড়িয়ে থাকা কঠিন বর্জ্যের পরিমাণ বুঝে ব্যবস্থা নিতে হয়।

এ দেশে স্যানিটেশন সংক্রান্ত সমস্যার মোকাবিলায় প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা সংক্রান্ত নীতি নিয়েও বেশ কিছু সমস্যা রয়েছে। যেমন বেঙ্গালুরুতে স্যানিটেশন ব্যবস্থার সঙ্গে একাধিক পক্ষ যুক্ত রয়েছে—স্থানীয় স্বশাসিত সংস্থা কর্ণাটক বস্তি উন্নয়ন পর্ষদ, বেসরকারি ঠিকাদার, সুলভ ইন্টারন্যাশনালের মতো পরিষেবা প্রদানকারী সংস্থা, সর্বোপরি রাজ্য সরকার। এই প্রতিটি অংশীদারেরই নিজস্ব কর্মসূচি রয়েছে। একসঙ্গে এত সংখ্যক অংশীদার জড়িয়ে যাওয়ার ফলে উন্মুক্ত স্থানে শৌচকার্যের মতো সমস্যার গভীরতা নির্ণয় মুশকিল হয়ে পড়ে। ফলে প্রকৃত সমস্যাকে লক্ষ্য করে এগোনোও কঠিন হয়ে যায়। অন্যদিকে কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনার সঙ্গে স্থানীয় স্বশাসিত সংস্থা যুক্ত থাকার ফলে এই কাজ অনেক মসৃণভাবে হয়, যদিও এই কাজের কিছুটা অংশ বেসরকারি ঠিকাদারদের কাছে আউটসোর্স করে দেওয়া হয়।

লক্ষ্য

বেহাল স্যানিটেশন ও কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনার উন্নতি সাধনের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্যের অভাব রয়েছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে এই সমস্ত পরিষেবাকে আরও সহজ লভ্য, সুগম করে তোলা তথা এগুলির ব্যাপারে জনসাধারণের মতামত পাওয়ার জন্য কীভাবে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির সাহায্য নেওয়া যেতে পারে তা নিয়ে এই নিবন্ধের ক্ষুদ্র পরিসরে আলোচনা করব। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরে এই প্রযুক্তিকে এ ক্ষেত্রে কীভাবে কাজে লাগানো হয়েছে তার কিছু দৃষ্টান্তের ওপরও আমরা আলোকপাত করব।

ইউনেস্কোর (২০০২) সংজ্ঞা অনুযায়ী মোবাইল ফোন, কম্পিউটার এবং হার্ডওয়্যার ও সফ্টওয়্যার নেটওয়ার্ক, তথা মুদ্রণ মাধ্যম, বেতার, টেলিভিশন, ইন্টারনেট ও অন্যান্য যোগাযোগের সরঞ্জাম ও মাধ্যমের সমষ্টিগত ফলই হল তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (আইসিটি)।

স্যাক্স-এর (২০১১) সহস্রাব্দ গ্রামীণ প্রকল্প (মিলেনিয়াম ভিলেজেস প্রজেক্ট বা এমভিপি) স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও পরিকাঠামোর মতো তিনটি অতি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে যেখানে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহারের ওপর জোর দেওয়া হয়েছে সেখানে শহরাঞ্চলে এই প্রযুক্তি প্রয়োগ না করার কোনও কারণ নেই। গ্রামাঞ্চলের মৌলিক সমস্যাগুলির সমাধানে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি যদি কাজে লাগানো যায় তাহলে শহরাঞ্চলে বিভিন্ন পরিষেবা দক্ষতার সঙ্গে নাগরিকদের কাছে পৌঁছে দিতে এই প্রযুক্তিকে আরও বেশি করে ব্যবহার করা যেতেই পারে। ন্যাটসানজা এবং চামিনুকা (২০১৪) তাদের সমীক্ষায় দেখিয়েছেন যে—স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও পরিকাঠামোর মতো তিনটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র এক প্যাকেজের আওতায় এলে আয়তন জনিত গড় ব্যয় সংক্ষেপ বা ইকোনমিজ অব স্কেলের সুবিধা পাওয়া যাবে। এর সঙ্গে স্মার্টফোন ও ইন্টারনেটের দ্রুত প্রসারের ফলে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিকে আর বিচ্ছিন্ন প্রয়াস হিসাবে দেখা হচ্ছে না। বরং এটা জীবনযাত্রা ও সমষ্টিগত উন্নয়নের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হয়ে উঠেছে।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি কীভাবে জিম্বাবোয়ের মহিলাদের ক্ষমতায়নের হাতিয়ার হয়ে উঠেছে তা দেখিয়েছে ন্যাটসানজা এবং চামিনুকা (২০১৪)। সমাজের মহিলারা সবাই তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহারে দক্ষ না হলেও তারা মোবাইল ফোন ব্যবহার করতে পারেন। সমীক্ষায় দেখানো হয়েছে যে স্বাস্থ্যসম্মত অভ্যেস গড়ে তোলার ব্যাপারে মহিলাদের মধ্যে সচেতনতা প্রসারে কীভাবে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির সাহায্য নেওয়া যেতে পারে, কিংবা স্কাইপের মাধ্যমে কীভাবে স্যানিটেশন সংক্রান্ত বিষয়ে আলাপ-আলোচনা আয়োজন করা যেতে পারে বা বিভিন্ন কাজে মহিলাদের শামিল করা যেতে পারে। কিংবা বিভিন্ন স্যানিটেশন পয়েন্টে কীভাবে নজরদারি যন্ত্র বা ট্র্যাকিং ডিভাইস বসানো যেতে পারে।

ভারত সরকার স্মার্ট সিটির বিষয়ে যে খসড়া পত্র তৈরি করেছে তাতে যে সমস্ত তথ্যের কথা উল্লেখ করা হয়েছে তা পূরণ করতে গেলে প্রথমেই দেশের শহরগুলিতে যে স্যানিটেশনের সুযোগসুবিধা রয়েছে সে সম্বন্ধে পূর্ণাঙ্গ তথ্য হাতে পাওয়া দরকার যাতে চাহিদা ও জোগানের ফারাকটা ভালো করে বোঝা যায়। তাহলেই আগামী দিনের কর্মসূচি এবং স্যানিটেশন ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজানোর পরিকল্পনা স্থির করা যাবে। ভারতের ছোট শহরগুলির ক্ষেত্রে স্যানিটেশন সংক্রান্ত সঠিক তথ্য পাওয়াটা (স্পেশিয়াল এবং নন-স্পেশিয়াল) বেশ সমস্যার। স্থানীয় বাসিন্দা/সংস্থাকে যুক্ত করে আলাপ-আলোচনামূলক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে জিআইএস-এর সাহায্যে মধ্যপ্রদেশের বাছাই করা কয়েকটি শহরের[১] প্রাথমিক মানচিত্র তৈরি করেছেন ফানসালকর (২০১২)। এরপর হাতে বহনযোগ্য জিপিএস-এর সাহায্যে স্যানিটেশন ব্যবস্থার বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে সিমেটিক ডিজিটাল মানচিত্র তৈরি করা হয়েছে যার ওপর ভিত্তি করে স্থির করা হয়েছে বিভিন্ন পরিকল্পনা। জিআইএস মানচিত্রের সাহায্যে মৌলিক তথ্যগুলি নিয়মিত হালনাগাদ ও সময়োপযোগী করা যায়। এর ফলে তথ্যগুলি সব সময় প্রাসঙ্গিক থাকে এবং তথ্যগুলি সংশ্লিষ্ট সমস্ত অংশীদারের হাতের নাগালে থাকে। এর ফলে জনসচেতনতা ও জনগণের অংশগ্রহণ সুনিশ্চিত করা যায়। স্যানিটেশনের কাজের নজরদারি ও মূল্যায়নও অনেক সহজ হয়।

নাইরোবিতে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির সাহায্যে কীভাবে চারটি বিশেষ উপায়ে স্যানিটেশন ব্যবস্থায় উন্নতি সম্ভব হয়েছে ম্যান ও অন্যান্যরা তা দেখিয়েছেন (২০১৩)।

(১) জল সরবরাহকারী ও তাদের গ্রাহকদের মধ্যে আরও ঘন ঘন তথ্যসমৃদ্ধ আলাপ-আলোচনার ব্যবস্থা।

(২) স্মার্টফোন অ্যাপ্লিকেশনের মাধ্যমে মোবাইলের সাহায্যে বিল মেটানো থেকে শুরু করে মিটার রিডিং-এর মতো ব্যবস্থা করে পরিষেবা প্রদানকারীদের নিজস্ব কাজকর্ম পরিচালনার দক্ষতা ও কার্যকারিতা বাড়ানো।

(৩) কর্মীদের হস্তক্ষেপের সম্ভাবনা যথাসম্ভব কমিয়ে স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থার ওপর গুরুত্ব।

(৪) নগরোন্নয়নের আরও কার্যকর পরিকল্পনা গ্রহণের জন্য দ্রুত বিকাশশীল তথ্যের একাধিক উৎসকে কাজে লাগানো এবং পরিষেবা প্রদানের ক্ষেত্রে জনসাধারণের প্রতিক্রিয়ার ওপর গুরুত্ব দেওয়া।

ভারতে শহরব্যাপী স্যানিটেশন ব্যবস্থার পরিকল্পনার জন্য তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার হচ্ছে। কিন্তু বহুলভাবে ব্যবহৃত শহরের মানচিত্র না থাকায় এ ক্ষেত্রে কিছু সমস্যার মুখোমুখি হতে হচ্ছে। আবার বেসরকারি সংস্থাগুলি এই সমস্যাকেই সুযোগে পরিণত করছে।

শ্রীধর এবং শ্রীধরের (২০০৭) প্রতিবেদনে দেখা যাচ্ছে যে উন্নয়নশীল দেশগুলিতে মোবাইল ফোনের এত দ্রুত প্রসার লাভের অন্যতম কারণ হল ল্যান্ডলাইন ফোনের প্রযুক্তির ব্যয় অনেক বেশি। তা ছাড়া এই ফোন বাড়িতে রাখার খরচের তুলনায় মোবাইল ফোনের খরচ অনেক কম। বর্তমানে ভারতের শহরাঞ্চলে টেলি-ঘনত্ব ১০০ শতাংশেরও বেশি (অর্থাৎ প্রত্যেক ব্যক্তির কাছে একাধিক মোবাইল ফোন ব্যবহারের সুযোগ রয়েছে। এর ফলে একটি নির্দিষ্ট স্তরে (মাইক্রো লেভেল) সমীক্ষার ক্ষেত্রে টেক্সট মেসেজের মাধ্যমে অনায়াসে পরিষেবার মান সম্বন্ধে মতামত আহ্বান করা যেতে পারে।

বৃহত্তর হায়দরাবাদ পুর নিগম (জিএইচএমসি) একটি 'অফসাইট রিয়াল টাইম' নজরদারি ব্যবস্থাপনা চালু করেছে। এই ব্যবস্থায় নাগরিকরা মোবাইল ফোনের মাধ্যমে তাদের অভিযোগ নথিভুক্ত করার পর এবং অভিযোগ নিরসনের পর এক স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে টেক্সট মেসেজ পেয়ে থাকেন।

কায়িকভাবে দক্ষতার সঙ্গে কঠিন বর্জ্যের যথাযথ সাফাই অপসারণ যে সম্ভব নয় এটা উপলব্ধি করে কেন্দ্রীয় নগরোন্নয়ন মন্ত্রকের তৈরি একটি নথিতে কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনার সর্বোন্নত পদ্ধতিগুলির কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে জিআইএস ব্যবস্থার সাহায্যে জঞ্জাল ফেলার পাত্র ও ময়লা ফেলার স্থানগুলিকে চিহ্নিত করা, জিপিএস চালিত যানের ব্যবহার, জঞ্জাল ফেলার পাত্র সংগ্রহের বর্তমান অবস্থা সম্বন্ধে স্বয়ংক্রিয় রিপোর্টিং-এর ব্যবস্থা, অনলাইনে নজরদারির ব্যবস্থাপনা, জঞ্জাল সংগ্রহের কেন্দ্র থেকে জঞ্জাল ফেলার স্থানের মধ্যে যেটা সবচেয়ে সংক্ষিপ্ত পথ সেটার ব্যবহার এবং জঞ্জাল সংগ্রহ কেন্দ্র থেকে জঞ্জাল পরিবহন যথাসম্ভব সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার মতো ব্যবস্থা। কেন্দ্রীয় নগরোন্নয়ন মন্ত্রকের নথিতে এই ধরনের স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থার বেশ কিছু সুবিধার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন—

(১) বর্জ্য পদার্থ সংগ্রহ থেক বিল তৈরি—কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনার এই পুরো প্রক্রিয়ায় কোনও মানুষের হস্তক্ষেপ বা তার দরুন ত্রুটি-বিচ্যুতির সম্ভাবনা থাকছে না।

(২) যানগুলির ওপর প্রকৃত সময়ের ভিত্তিতে নজরদারি (রিয়্যাল টাইম মনিটরিং) থাকার ফলে কাজের মান যেমন উন্নত হচ্ছে তেমনভাবে কাজে অবহেলার ঘটনাও কমছে।

উপরোক্ত এই মডেল অনুসরণ করে কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে অভূতপূর্ব সাফল্য পেয়েছে পিঁপড়ি চিঁচওয়াড় পুর নিগম।

১ এই শহরগুলি হল—গোয়ালিয়র, আস্তা, রাইসেন এবং খাজুরাহো।

বেঙ্গালুরুতে ট্র্যাফিক ব্যবস্থায় সোশ্যাল মিডিয়াগুলি যেমন ভূমিকা নিয়েছিল তেমন ভাবেই কঠিন বর্জ্য সংক্রান্ত সমস্যাগুলির কথা সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলির ওয়েব সাইটে (যেমন স্থানীয় স্বশাসিত সংস্থা) পৌঁছে দিতে ফেসবুক বা টুইটারের মতো সোশ্যাল মিডিয়াগুলিকে ব্যবহার করা যেতে পারে। এতে সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলি সমস্যার সমাধানে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে উদ্যোগী হবে। জঞ্জাল বহনের কাজে নিযুক্ত কর্মী ও তত্ত্বাবধায়কদের কাজকর্মের ওপর নজরদারির জন্য কোনও কোনও শহরে আবার ময়লা ফেলার নির্দিষ্ট জায়গায় সিসিটিভি ক্যামেরা বসানো হয়েছে। বেঙ্গালুরুর মতো শহরে জঞ্জালকে উৎসস্থলেই শুষ্ক, জলীয়, বিপজ্জনক ইত্যাদি শ্রেণিতে পৃথক করে নেওয়া বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। সঠিক পদ্ধতি না মেনে কঠিন বর্জ্য পৃথক না করেই ফেলে দেওয়া হচ্ছে কিনা সিসিটিভি ক্যামেরার সাহায্যে তার ওপর প্রতিনিয়তই নজর রাখা হয়। স্যানিটেশন ও কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ব্যাপারে সাধারণ নাগরিকদের কাছ থেকে সুচিন্তিত মতামত পাওয়ার জন্য সোশ্যাল মিডিয়াকে ব্যবহার করা যেতে পারে।

প্রভাকর এবং মেহরোত্রা (২০১৫)-র মতে অনলাইন মাধ্যমের সুবিধা অনেক। এই মাধ্যম নাগরিকদের পুরনো সরঞ্জাম বর্জ্য হিসাবে ফেলে না দিয়ে তা পুনর্ব্যবহারের নানান বিকল্প পথের সন্ধান দেয়। এ ছাড়াও এই ব্যবস্থার বর্জ্য পদার্থে প্রকৃতির ওপর নির্ভর করে তা সংগ্রহের জন্য বিশেষ সেনসর নির্ভর ওয়েস্টবিন ব্যবহারের কথা বলা হয়েছে। এই ব্যবস্থায় ওয়েস্ট বিনগুলি খালি রয়েছে নাকি ভর্তি রয়েছে তা বোঝা যাবে। আর সেটা সম্ভব হলে সেই মতো সংগ্রহের সময় সূচি সাজিয়ে নেওয়া যাবে। এতে সময় ও খরচ দুইই বাঁচবে। দীর্ঘমেয়াদি সমাধান হিসাবে লেখকদ্বয় স্বয়ংক্রিয় বর্জ্য সংগ্রহ ব্যবস্থাপনা বা অটোমোটেড ওয়েস্ট কালেকশন সিস্টেমের প্রস্তাব দিয়েছেন। এই ব্যবস্থায় বাড়ি ব্লক, বা পাড়া থেকে জঞ্জাল সংগ্রহ কিংবা বহুতল ভবনগুলি থেকে ঢালু পথে (শ্যুট সিস্টেম) জঞ্জাল গড়িয়ে ফেলে তা সংগ্রহের মতো পুরোনো পদ্ধতির পরিবর্তে পাইপের মাধ্যমে বর্জ্য পদার্থ শোষণ করে নেওয়ার আধুনিক পদ্ধতির কথা বলা হয়েছে। এতে সাফাইকর্মীদের কায়িক শ্রম কমবে। আর কঠিন বর্জ্য নিয়ে কাজ করার বিপদও কমবে।

পরিশেষে

প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাপনা এবং শহরের অর্থ সম্পদের আধিক্য থাকলেও উপযুক্ত তথ্যের অভাবে ভারতীয় শহরগুলিতে স্যানিটেশন ও কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত উন্নত মানের গবেষণা হয়েছে খুব কম। সেই সঙ্গে পরিষেবার প্রদানের মানও বেশ খারাপ। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির বিপ্লবের ফলে ব্যয় সাশ্রয়ী বিভিন্ন উপায়ে নাগরিকদের মতামত ও বিভিন্ন অভাব অভিযোগের কথা জেনে পরিষেবা প্রদানকারীদের কাছে তা সমাধানের পথ আজ অনেক সহজ হয়েছে। তবে এটা মনে রাখা দরকার যে স্যানিটেশন ও কঠিন বর্জ্য সংক্রান্ত বিভিন্ন সমস্যা নিরসনের ক্ষেত্রে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি একটি মাধ্যম মাত্র। এটা কোনও বিকল্প ব্যবস্থা নয়। নাগরিকদের দৃষ্টিভঙ্গি ও আচার-আচরণের ফলেই মূলত এই সমস্যাগুলির জন্ম। খোলা জায়গায় শৌচকার্য করলে বা রাস্তা ঘাটে জঞ্জাল ফেলতে কী কী ক্ষতি হতে পারে সে সম্বন্ধে জনমানসে সচেতনতা প্রসারের পাশাপাশি স্থানীয় স্বশাসিত সংস্থাগুলিকে বাড়তি আর্থিক দায়িত্ব প্রদান, নির্ভরযোগ্য তথ্যের রক্ষণাবেক্ষণ সর্বোপরি গবেষণা মূলক কাজকর্মে উৎসাহদানের মতো পদক্ষেপই এক এক নির্মল ভারত গড়ে তুলতে পারে।❑

[লেখক বেঙ্গালুরুর ইনস্টিটিউট ফর সোশ্যাল অ্যান্ড ইকোনমিক চেঞ্জ-এর সেন্টার ফর রিসার্চ ইন আর্বান অ্যাফেয়ার্স-এর অধ্যাপক।
email : kala@isec.ac.in
kala_sridhar2002@yahoo.com
kalaseetharam@gmail.com]

তথ্যসূত্র :

Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry (FICCI) (2009) Municipal Solid Waste Management in Indian Cities - A Review, Press Release, August.

Mann, Ben, David Schaub-Jones, Henry Jewell, and Nick Dickinson (2013) ICT and WASH: A synthesis of conference presentations for mobile technology in the water, sanitation, and hygiene sector, Fall.

Ministry of Urban Development, Government of India (2010), Improving service outcomes, New Delhi.

National Institute of Urban Affairs (NIUA) (2015) Urban solid waste management in Indian cities: Compendium of Good Practices, Peer Experience and Reflective Learning (PEARL), New Delhi.

Nyatsanza, Taurai D. and Lilian Chaminuka (2014) The role of information and communication technology (ICT) towards achieving the Millennium Development Goals (MDGs) on water and sanitation for women in Zimbabwe, International Journal of Multidisciplinary Academic Research, Vol.2 (1): 13-24.

Phansalkar, Megha (2012) ICT in City Sanitation Planning, Mumbai, April. http://geospatialworld.net/Paper/Application/ArticleView.aspx?aid=24446, retrieved July 23, 2015.

Prabhakar, Vishvesh and RajulMehrotra (2015) How to transform waste management using ICT to enable Swachh Bharat Mission, Economic Times, July 6. http://articles.economictimes.indiatimes.com/2015-07-06/news/64142904_1_waste-management-waste-collection-system-bio-medical-wastes, retrieved July 28, 2015.

Sachs, Jeffrey (2011) The Millennium Villages and ICT for Development.
https://itunews.itu.int/En/1683-The-Millennium-Villages-and-ICT-for-Development.note.aspx, Retrieved July 23, 2015.

Sridhar, Kala Seetharam and Surender Kumar (2013). India's urban environmental challenges: Land use, solid waste and sanitation, Yojana, 57 (June): 30-34.

Sridhar, Kala Seetharam and V.Sridhar (2007) "Telecommunications Infrastructure and Economic Growth: Evidence from Developing Countries," Applied Econometrics and International Development,7 (2): 37-56.

UNESCO (2002) Information and Communication Technology in Education, UNESCO Division of Higher Education, Paris.

স্মার্ট সিটির জন্য স্মার্ট আবাসন

ভারত সরকার অবশেষে নগরোন্নয়ন মন্ত্রকের অধীনে দিশারি প্রকল্প হিসেবে স্মার্ট সিটি-র প্রয়াস চালু করল। গত কয়েক দশক ধরে যে বিরাট সংখ্যক আবাসন গড়া হয়েছে তা মূলত উচ্চ আয়ের মানুষজনের জন্যই। নিম্নআয়ের মানুষদের জন্য খুব সামান্য সংখ্যক আবাসন-ই গড়া হয়েছে। সারা পৃথিবীতেই সকলের জন্য আবাসনটা প্রায় সবসময়ই ছিল কারখানায় উৎপাদিত, ভারতে যেটা হয়নি। আলোচনা করছেন **অধ্যাপক ড. পি এস এন রাও।**

দেশের নগরায়ণের চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করতে ভারত সরকার অবশেষে নগরোন্নয়ন মন্ত্রকের অধীনে দিশারি বা ফ্ল্যাগশিপ প্রকল্প হিসেবে স্মার্ট সিটির প্রয়াস চালু করল। ভারতের মোট জনসংখ্যার মাত্র ৩১ শতাংশের বাস শহরাঞ্চলে হলেও ২০১১ সালের হিসেবে শহর এলাকা দেশের মোট দেশীয় উৎপাদন জিডিপি-র ৬৩ শতাংশ অবদানের কৃতিত্ব রাখে। আর এটা ২০৩০ সাল নাগাদ ৭৫ শতাংশে দাঁড়াবে বলে মনে করা হচ্ছে। দৃশ্যতই এর জন্য বাস্তবিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও প্রাতিষ্ঠানিক পরিকাঠামোর পূর্ণাঙ্গ বিকাশ প্রয়োজন। যাতে এই ধরনের উন্নয়নের ক্ষেত্রে সামনে আসা চ্যালেঞ্জের জন্য প্রস্তুতি ও তার মোকাবিলা করা সম্ভব হয়।

স্মার্ট সিটি কর্মসূচির লক্ষ্য হল শহরগুলিকে আরও ভালো পরিকাঠামো যেমন জল সরবরাহ, বিদ্যুৎ, নিকাশি ব্যবস্থা, চলাচল, সাধ্যমতো সংগ্রহযোগ্য আবাসন, ডিজিটাল কানেক্টিভিটি ধারাবাহিকভাবে বজায় রাখার মতো পরিবেশ, সুরক্ষা ও নিরাপত্তা, স্বাস্থ্য, শিক্ষা এবং নাগরিকদের শামিল করে সুশাসন নিশ্চিত করা যায়, তার ব্যবস্থা করা।

এই এত কিছুর জন্য অর্থ হল মূল চাবিকাঠি। এই সমস্যাটার মোকাবিলা করতে প্রায় ৫০ হাজার কোটি টাকার বিপুল বাজেট বরাদ্দ করা হয়েছে। এটা থেকে যা পাওয়া যায়, সেটা হল প্রত্যেক নগরের জন্য বছরে ১০০ কোটি টাকা আর সব মিলিয়ে ১০০ নগরের জন্য ৫ বছর ধরে এই অর্থ বরাদ্দ। এই তহবিল যেটা কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে আসবে তার অতিরিক্ত হিসেবে অন্য নানা উৎস থেকেও তহবিল আনা যাবে। গোটা প্রক্রিয়ায় স্মার্টনেস বা সপ্রতিভতা অর্জনের জন্য মূল যেটা দরকার, সেটা হল দক্ষতা। এই দক্ষতা অর্জনের জন্য আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার অত্যাবশ্যক। দেশের শহরাঞ্চলে প্রায় ২৫ লক্ষ আবাসনের অভাব অনুমান করা হয়েছে। কল্পনার যে কোনও হিসেবেই এটা এক বিপুল অঙ্ক যেটা কোনও উপায়েই সহজেই পূরণ করা সম্ভব নয়। একদিকে যেমন দেশের আবাসন চাহিদাটা যে অত্যন্ত গুরুতর, সে বিষয়ে সন্দেহ করার কোনও অবকাশ নেই, ঠিক তেমনি, সমস্যাটা গ্রামীণ এলাকার তুলনায় শহরাঞ্চলে অনেক বেশি তীব্র। এর ওপর আমরা যখন জনসংখ্যার যে অংশটার আবাসন অন্যদের থেকে বেশি প্রয়োজন সেই দিকে নজর দিই, প্রশ্নটা তখন আরও জটিল হয়ে পড়ে। কম ও মাঝারি আয়ের একটা বিরাট সংখ্যক পরিবারের সংগ্রহযোগ্য মূল্যে আবাসন প্রয়োজন আর তুলনামূলকভাবে অতি অল্প সংখ্যক পরিবার বড় অথবা উচ্চমূল্যের আবাসনের দাম দিতে পারে। তাই চাহিদাটা হল স্বল্পমূল্যের আবাসন সংক্রান্ত উৎপাদনের, যেখানে সাধ্যটা সীমায়িত। দুর্ভাগ্যজনক কথা হল বাস্তবে বাজারে যে আবাসন তৈরি হয়, তা প্রকৃতপক্ষে ঠিক অন্য দিক বরাবর। এদের খুব অল্প সংখ্যকই হল সংগ্রহযোগ্য মূল্যের আবাসন আর উচ্চ আয় সম্পন্নদের আবাসনের ক্ষেত্রে পর্যাপ্ত সংখ্যক বিকল্প বিদ্যমান থাকে। ভারতে এটাই হল আবাসন ক্ষেত্রের মূল সংকট। তাছাড়া জোগান ও চাহিদার মধ্যের ব্যবধান দামটাকে কেবল ঠেলে ঠেলে আরও ওপরেই তোলে। এই উচ্চমুখী মূল্যের ঊর্ধ্বচক্রিকার পরিণাম হল মানুষ, বিশেষ করে কম আয় সম্পন্ন এবং গরিব শ্রেণির মানুষদের অবৈধ বিকল্প ছাড়া বেছে নেওয়ার আর কিছুই থাকে না।

অতীত অনাদর্শ

ভারতের আবাসন ক্ষেত্রের গত ষাট বছরের কাহিনিটা স্বাধীনতার পর গোড়ার দিকে রাষ্ট্রের জোরালো হস্তক্ষেপ থেকে শুরু করে ওই শতকের শেষ ভাগের দিকে বেসরকারি প্রয়াস ও অংশীদারিত্বমূলক প্রচেষ্টার তুলনামূলক উদার ব্যবস্থার দিকে এগিয়েছে। আরও সাম্প্রতিককালে অবশ্য ভারতে আবাসনের বিকাশটা এমন এক কার্যকলাপ বলে পরিগণিত হয়েছে, যেটা বেসরকারি ক্ষেত্রের সক্রিয় অংশগ্রহণ ছাড়া সম্ভবই নয়। তা সে শিল্পোদ্যোগী, কর্পোরেট সংস্থা, সমবায় সমিতি কিংবা ব্যক্তি বিশেষই হোক না কেন। এই বাস্তববোধটা ভারত সরকারের উপলব্ধিতে ধরা পড়ে এবং একেবারে সাম্প্রতিককালে বেসরকারি আবাসন উদ্যোগকে উৎসাহ দেওয়ার প্রয়াস নেওয়া হচ্ছে। যদিও দুর্ভাগ্যবশত এ ক্ষেত্রে জনসাধারণের জন্য রক্ষাকবচ রয়েছে অল্পই।

স্বাধীনতার পর মোটামুটি ন্যায্য মূল্যে আবাসন জোগাতে যে সব রাষ্ট্রায়ত্ত আবাসন সংস্থা গড়া হয়েছিল, অর্থাৎ রাজ্য আবাসন পর্ষদ ও বিকাশ কর্তৃপক্ষ ইত্যাদি তারা আশানুরূপ তেমন কিছুই করতে পারেনি। এই সব সংস্থার জোগান ও আবাসনের সংখ্যা সাম্প্রতিককালে পর্যাপ্ত পরিমাণে হ্রাস পেয়েছে। এই সব সংস্থাগুলি মূলত হাউজিং অ্যান্ড আরবান ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন (হাডকো)-র কাছ থেকেই আর্থিক সহায়তা পেত আর বছরের পর বছর ধরে তাদের নেওয়া ঋণ পরিশোধের ক্ষেত্রে এরা নানা সমস্যায় পড়ে। দুর্দশা আরও বাড়াতে এই সব সংস্থা এখন প্রকৃতপক্ষে উচ্চমূল্যের

আবাসন নির্মাণে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। স্পষ্টতই দেশের জনসংখ্যার উচ্চ আয়, উচ্চ সংগ্রহ ক্ষমতা সম্পন্ন গোষ্ঠীর জন্য। গত কয়েক দশক ধরে যে বিরাট সংখ্যক সরকারি ও বেসরকারি যৌথ উদ্যোগের অংশীদারিত্ব গড়ে তোলার মাধ্যমে আবাসন নির্মিত হয়েছিল, তারাও অধিকাংশই উচ্চ আয়ের মানুষজনের জন্যই আবাসনের ব্যবস্থা করেছে। আর নিম্ন আয়ের মানুষদের জন্য খুব সামান্য সংখ্যক আবাসনই গড়া হয়েছে। দুঃখের কথা হল এই সব অংশীদারিত্বের কাঠামোগুলি এমনভাবে তৈরি হয়েছিল যাতে বড় বড় ফাঁক তৈরি হয়েছে, রিয়েল এস্টেট সংস্থার হাতে বিভিন্ন ক্ষেত্রে সরকার ক্রীড়নক হয়ে পড়ায়। অন্যদিকে, রাজ্য সরকারগুলিও কিন্তু উপনগরী নির্মাণ নীতি এবং সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব ইত্যাদির মাধ্যমে আসলে উচ্চমূল্যের আবাসনকেই প্রশ্রয় দিয়ে চলেছে। প্রকৃতপক্ষে ভারতের গোটা আবাসন ঋণ ব্যবস্থা বেঁচে আছে কেবল সংগঠিত ক্ষেত্রের উচ্চ বেতনভোগীদের বন্ধকি আবাসন ঋণ জুগিয়ে। এই যুক্তিটার আড়ালে আশ্রয় নেওয়া হচ্ছে যে স্বল্প আয়ের মানুষজন ঋণ গ্রহণের উপযুক্ত নয়। সুতরাং, সংখ্যাগুরু মানুষের আবাসনের ব্যবস্থা করার দায়বদ্ধতার যেন হঠাৎ করেই যায় কমে। ফলস্বরূপ উচ্চ আয়ের মানুষদের জন্য আবাসনের জোগানের বাড়বাড়ন্ত দেখা দিল আর এই বাড়তিটুকুর ফল ভোগ করতে হল মাঝারি ও কম আয়ের মানুষদের। এর অনিবার্য ফলস্বরূপ তাদের অপেক্ষাকৃত ভালো জায়গায় বাড়ি নিতে গিয়ে চড়া হারে ভাড়ায় বাড়ি নিতে হল যাতে কিনা পরিবহণের খরচ ও সময় দুই-ই বাঁচানো যায়। আর না হলে নিজেদের সাধ্যের সীমার মধ্যে বাড়ি পেতে গিয়ে ছুটতে হল বহু দূরে। যেখান থেকে যাতায়াত সময় ও খরচ দুই-ই বাড়ায়। আর এর বাইরে এদের অনেককেই আধা আইনি বা আইন বর্জিত সব আস্তানায় গিয়ে উঠতে হল যেখানে ভাড়াটা সাধ্যের মধ্যে থাকলেও পরিষেবা আর স্বাচ্ছন্দ্যের অভাব যথেষ্টই। এখনও সংগঠিত ক্ষেত্রে কম আয়ের মানুষদের জন্য আবাসন প্রকল্প তেমনভাবে নির্মাণ করা হচ্ছে না।

ভারত সরকার ২০০৮ সালে সংগ্রহ সীমার মধ্যে আবাসন জোগানোর বিভিন্ন দিক খতিয়ে দেখতে একটি উচ্চপর্যায়ের কর্মীগোষ্ঠী গঠন করে। এই কর্মীগোষ্ঠী সংগ্রহ সীমার মধ্যে আবাসনের একটা সংজ্ঞা নির্ধারণ করে এমনভাবে যে,

(ক) অর্থনৈতিকভাবে অনুন্নত শ্রেণি/স্বল্প আয় সম্পন্ন গোষ্ঠীর জন্য ৩০০ থেকে ৬০০ বর্গ ফুট কার্পেট এরিয়ার আবাসন যার দাম পরিবারের মোট বার্ষিক আয়ের ৪ গুণের বেশি হবে না আর ইএমআই/ভাড়া মোট মাসিক আয়ের ৩০ শতাংশের বেশি হবে না। আর,

(খ) মাঝারি আয় সম্পন্ন গোষ্ঠীর জন্য ১২০০ বর্গ ফুট কার্পেট এরিয়ার আবাসন যেখানে বাড়ির দাম পরিবারের মোট বার্ষিক আয়ের ৫ গুণের বেশি হবে না এবং ইএমআই/ভাড়া মোট মাসিক আয়ের ৪০ শতাংশ ছাড়াবে না।

এই সংজ্ঞাটাকে সঠিক বলে ধরে নিলেও দেশের বিভিন্ন রাজ্যে সেখানকার সরকার যেসব নীতি ও প্রকল্প হাতে নিয়ে থাকে, সেদিকে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে এই কর্মীগোষ্ঠীর সুপারিশ খুব কমই মেনে চলা হচ্ছে।

কম আয়ের আবাসনের জন্য ভারত সরকার নানা রকম পুরোনো প্রাচীনপন্থী নীতি ও কর্মসূচি মেনে চলে আসছে। আর এদের মধ্যে সব থেকে সাম্প্রতিকতমটি হল রাজীব আবাস যোজনা। এর সবগুলিই হল নতুন বোতলে পুরোনো মদ। এর কোনওটিতেই আগেরটি থেকে তাৎপর্যমূলক তফাত নেই যাতে করে বাজারের জোগানের দিকটায় ছাপ ফেলা যেতে পারে। এই সব কর্মসূচি প্রাচীন আমলাতান্ত্রিক নীতির ধারাবাহিকতার হাতে পড়ে ভুগতে থাকে এবং নীতির দ্রুত এবং উপযুক্ত রূপায়ণের সামর্থ্যের অভাবটাও স্পষ্ট হয়ে উঠে।

অবশ্য বেশ কয়েকটি রিয়েল এস্টেট সংস্থা ইদানীং সংগ্রহযোগ্য বাজেট আবাসন শ্রেণির এই ক্ষেত্রে প্রবেশ করেছে। তবে সময়ই জানিয়ে দেবে তারা কীভাবে উপযুক্ত সুফল মানুষের কাছে পৌঁছে দেবে।

বিশ্বের অন্যান্য দেশের অভিজ্ঞতা

অনেক দেশ আছে যেখানে অতীতে আবাসন সমস্যা ছিল খুব তীব্র। আর তারা খুব গুরুত্ব দিয়ে এ ব্যাপারে কাজ করে সমস্যার সমাধান করেছে। দক্ষিণ এশিয়ার দুটি এমন দেশ হল সিঙ্গাপুর ও হংকং। দুটো দেশই এমন আবাসন নীতি নিয়েছে যেটা সময়ের চাহিদা পূরণ করেছে এবং বাজারে এত বিপুল সংখ্যক আবাসনের জোগান দিতে সক্ষম হয়েছে যে, কোনও অভাব তো নেই-ই বরং এখন সকলের জন্য যথেষ্ট আবাসন পাওয়া যায়। জোরদার রাজনৈতিক ইচ্ছা, সক্রিয় উন্নয়নমূলক ব্যবস্থা, সুস্পষ্ট নির্মাণ কৌশল, উদ্ভাবনমূলক আর্থিক ব্যবস্থা আর আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার এই সবগুলিই এই স্মার্ট আবাসন গড়ে তোলাকে সম্ভব করেছে।

ইউরোপে যুদ্ধোত্তর আবাসন পারিপার্শ্বিক এলাকা ও বিভিন্ন জনগোষ্ঠীকে নতুন করে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে জোরদার রাষ্ট্রীয় প্রয়াস আর তীব্র রাজনৈতিক ইচ্ছা শক্তির আরেকটা সার্থক উদাহরণ। সমাজতান্ত্রিক ব্লক বা পূর্ব ইউরোপের দেশগুলিতে এ ক্ষেত্রে টোটালিটারিয়ান বা পরিপূর্ণতার নজির দেখা যায়, যেখানে জোরদার রাজনৈতিক ইচ্ছা শক্তি বিপুল সংখ্যক আবাসন গড়ে তোলার পথ সুগম করেছিল। এমন আরও অনেক দেশ আছে, যাদের রাজনৈতিক মতাদর্শ ভিন্ন ভিন্ন হলেও, প্রত্যেকেই আবাসন সংকটের সমাধান করতে অত্যন্ত বলিষ্ঠভাবে আর গুরুত্ব দিয়ে কাজ করেছিল। আমরা ভারতবর্ষে এই সমস্ত অভিজ্ঞতার কোনও একটি থেকেও শিক্ষা নিয়েছি বলে মনে হয় না।

জমি আর পরিকাঠামোর খরচটাকে সরিয়ে রেখে কেউ যদি আবাসনগুলির তৈরি করার দিকেই তাকায় তাহলে দ্রুত গতিতে এই সব বিপুল সংখ্যক আবাসন তৈরির জন্য প্রযুক্তি একটা মূল কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠে। বড় মাপের আবাসন কেবল তখনই নির্মাণ করা যায়, যদি কেবল সেটা শিল্পের চেহারা নিয়ে গণ-উৎপাদনের ক্ষেত্র হয়ে উঠে। দুর্ভাগ্যবশত ভারতবর্ষে আমরা এখনও বাড়ি তৈরিতেই ব্যস্ত। তা সেটা একটা একক বাড়িই হোক, অ্যাপার্টমেন্ট হোক অথবা বহুতলই হোক। এটা কিন্তু আমাদের কোনও উপকার করতে পারবে না। আমাদের যেটা দরকার সেটা হল এমন ব্যবস্থা ও পদ্ধতি গ্রহণ করা যেটা আবাসন নির্মাণের গোটা প্রক্রিয়াটাতে গতি আনতে পারবে, যাতে আমরা উৎপাদনে সাশ্রয়ের মানে পৌঁছুতে পারি। আর তার ফলে সঞ্চয়ও করতে পারি।

ভারতে এ সংক্রান্ত প্রয়াস

ভারতবর্ষে আবাসন উৎপাদনে প্রযুক্তিগত চালচিত্রটা গত বেশ কয়েক দশক ধরেই অত্যন্ত প্রাচীন পন্থী। আমরা প্রথাগত উপকরণ ও নির্মাণ কৌশল নিয়েই এখনও নাড়াচাড়া করে চলেছি। যদিও অবশ্য বিকল্প কোনও কোনও উপকরণের দিক থেকে অল্প কিছু অগ্রগতি কোথাও কোথাও ঘটেছে। কিন্তু তাদের প্রয়োগ পরীক্ষামূলক প্রকল্পগুলিতে এমনভাবে সীমাবদ্ধ যে তা প্রয়োজনের তুলনায় নিতান্তই অল্প। আর চোখেও পড়ে না। ইঞ্জিনিয়ারিং ও স্থাপত্য বিদ্যার কলেজগুলি এখনও যুগ যুগ ধরে ব্যবহার করে আসা পুরোনো উপকরণ আর পদ্ধতির ব্যবহারকেই আঁকড়ে ধরে রয়েছে, যেগুলি বিশ্বজোড়া চালচিত্রে এখন সম্পূর্ণ বাতিল বলে গণ্য হচ্ছে।

পরীক্ষাগার থেকে বাস্তবের জমিতে প্রযুক্তির হস্তান্তরও আদৌ বলার মতো নয়। বেশিরভাগ প্রয়াসই হয় ড্রয়িং বোর্ডেই থেকে যায় অথবা পরীক্ষামূলক পর্যায়ে সীমায়িত থাকে। যে সামান্যটুকু এগিয়ে নেওয়ার চেষ্টা হয়, সেটাও ঠিকমতো ঘটতে চায় না। ভারত সরকার নির্মাণ কেন্দ্রগুলি শুরু করার প্রয়াস নিয়েছিল, বিভিন্ন প্রযুক্তির বিকাশ ঘটানোর লক্ষ্যে। আমাদের দুর্ভাগ্য ওই ধরনের বহু কেন্দ্র নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়েছে আর বেশিরভাগই বন্ধ হয়ে যাওয়ার পথে। কেন্দ্রীয় সরকার প্রযুক্তির বিকাশের জন্য একটি নির্মাণ উপকরণ ও প্রযুক্তি উন্নয়ন পর্ষদ গড়ে তুলেছিল ঠিকই কিন্তু বেশিরভাগ নির্মাণবিদ ও স্থপতিদের সেই সম্পর্কে অবহিতই করা হয়নি। দুর্ভাগ্যবশত ভারতে আবাসন প্রযুক্তির দিকে দৃষ্টি দেওয়ার পুরো উদ্যোগটাই অত্যন্ত বেঠিক আর পৃথিবীজুড়ে যা ঘটে চলেছে, তার সঙ্গে এর কোনওই মিল নেই।

বাড়ি তৈরিকে শিল্পের চেহারা দেওয়ার গুরুত্ব

সারা পৃথিবীতেই সকলের জন্য আবাসনটা প্রায় সব সময়ই ছিল কারখানায় উৎপাদিত পণ্য। ভারতে যেটা হয়নি। ব্যাপক হারে উৎপাদনের সুবিধা অনেক। প্রথমত, একটা আদর্শ মান গ্রহণ করা হয় যার সুবিধাগুলি অত্যন্ত স্পষ্ট। কেননা সেখানে মানিয়ে নেওয়ার সুবিধা তো আছেই, আর তার সঙ্গে কোনও অপচয় নেই। দ্বিতীয়ত, কারখানার উৎপাদন আমাদের নির্মাণের গতি বাড়াতে সাহায্য করে। এ ক্ষেত্রে সময় বাঁচানো মানেই আর্থিক সাশ্রয়। তৃতীয়ত, নির্মাণজাত পণ্যের গুণমান খুব সহজেই তদারকি করা যায় আর নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে তাদের গুণমান সুনিশ্চিত করাও সম্ভব। চতুর্থত, বড় মাপে তৈরির সুবিধাটাও লাভ করা যায় আর তার ফলে সংগ্রহযোগ্যতা বাড়ানো সম্ভব। আর সর্বশেষ কারণ হল, আগে থেকে তৈরি করে আনা আবাসন উপকরণের ক্ষেত্রে নির্মাণগত কোনও অপচয় হয় না আর এটা আবার সাশ্রয় বাড়ায়। বেশিরভাগ উন্নত দেশেই যেখানে শ্রমিক সংখ্যা একটা সমস্যা আর আবহাওয়ার পরিস্থিতি এমন থাকে না, যাতে বহু দিন ধরে কাজ করা যায়, সেখানে আবাসন সব থেকে কম সময়ের মধ্যে তৈরি করে ফেলাটাই অত্যাবশ্যক। আর এই প্রয়োজন থেকেই তেমন প্রযুক্তি, উৎপাদন কৌশল এবং উপকরণগুলিকে দ্রুত সংবদ্ধ করার চাহিদা দেখা দেয়, যার ফলে বাড়ি তৈরি কয়েকটা দিনের ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। যেটা ভারতে এখনও কয়েক বছরের ঘটনা।

আন্তর্জাতিক প্রথা

সব উন্নত দেশেই গণ আবাসন সব সময়েই কারখানায় উৎপাদনের সাহায্যেই হয়ে থাকে। প্রকৃতপক্ষে এই প্রযুক্তি প্রায় ১০০ বছর আগে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর উদ্ভাবিত হয়েছিল। আর পরের কয়েক দশক ধরে তা নিখুঁত করে তোলা হয়। যে সব পর্যায়ের মধ্য দিয়ে গণ আবাসন আজকের বা বর্তমানের রূপ পরিগ্রহ করেছে তা এখানে আলোচনা করা হল :

মডিউলার গৃহ : এই ব্যবস্থায় আবাসনের নানা অংশ কারখানার নিয়ন্ত্রিত পরিবেশের মধ্যে নিয়ন্ত্রিত হয় আর আবাসনস্থলে তা কেবল জোড়া দেওয়া হয়। বাড়ির প্রায় ৯০ শতাংশ মেঝে, ছাদ, সিঁড়ি এবং ফিনিসগুলি কারখানাতেই তৈরি হয়। এগুলি বাড়ির জন্য নির্দিষ্ট জায়গায় নিয়ে গিয়ে জুড়তে প্রতিটি বাড়ির জন্য কেবল একদিন সময় লাগে! এতে শুধু যে সময় আর খরচ বাঁচে তাই-ই নয়, অসাধারণ গুণমান আর ফিনিশও পাওয়া যায় এতেই।

প্যানেল করা বাড়ি : এই ব্যবস্থায় কারখানার মধ্যে শক্তি সাশ্রয়ী, দীর্ঘস্থায়ী গৃহ নির্মাণে উন্নত নির্মাণ কৌশল ব্যবহার করা হয়ে থাকে। এই পদ্ধতিতে নকশার মাপ ও রীতিনীতির পরিবর্তন ঘটানোর অনেক সুযোগ থাকে। কম্পিউটারের সাহায্যে নকশার প্রোগ্রাম তৈরি হওয়ায় এই সব ক্ষেত্রে বাড়ির নকশা ব্যক্তিগত সাধ্যের সীমার মধ্যে করার সুবিধা থাকে এবং সেইভাবেই একে কারখানায় তৈরি করা হয়। দেওয়াল এবং ছাদের প্যানেলগুলিতে কোনও প্রস্তুতিকরণ কারখানায় ইঞ্জিনিয়ারিং কৌশলের সাহায্যে তৈরি করা হয় এবং নির্মাণের পর সেগুলিকে বাড়ি তৈরির জায়গায় নিয়ে আসা হয় আর তারপর মাত্র কয়েকদিনের মধ্যে জুড়ে দেওয়া হয়। এমন প্রযুক্তি ব্যবহার করা হয় যার সাহায্যে প্যানেলগুলি রীতিমতো সূক্ষ্মভাবে গুণমান তৈরি করা সম্ভব হয়। একেবারে নিখুঁত মাপে যাতে আবাসনের বিধিগত সংস্থান মেনে চলা সহজ হয়। এই সব বাড়ি আবার বিপর্যয়-প্রতিরোধী। কারখানায় তৈরি করা ও পরে জুড়ে দেওয়ার তাৎপর্য হল নির্মাণ উপকরণের অপচয় কমানো, গৃহ নির্মাণের জায়গায় কম অসুবিধা সৃষ্টি হওয়া এবং নির্মাণ স্থল সহজে পরিষ্কার করার সুবিধা। প্যানেলকৃত বাসগৃহ স্বাভাবিকভাবেই পরিবেশ অনুকূল পদ্ধতিতেই নির্মাণ করা হয় আর পরিবেশ অনুকূল বাড়ি তৈরির বেশ কয়েকটি পর্যায়ের শংসায়নের ক্ষেত্রেও এরা স্বীকৃতি প্রাপ্ত। এই সব কিছুর ফলেই সময়, শ্রম আর অর্থের সাশ্রয় ঘটে।

কাঠের লগ দিয়ে তৈরি বাড়ি : সাধারণভাবে যে কথা বিশ্বাস করা হয় যে, কাঠের নির্মাণ আদৌ পরিবেশ অনুকূল নয়। কিন্তু বাস্তবে ঠিক তার বিপরীত হয়— বাণিজ্যিকভাবে কাঠ তৈরি পরিবেশের তেমন বড় ক্ষতি করে না। গাছ হল পুনর্ব্যবহারযোগ্য সম্পদ আর কাঠের লগের তৈরি বাড়ি পরিবেশ অনুকূল নির্মাণ উপকরণ ব্যবহারের দিক থেকে বাড়তি স্বীকৃতি পায়। আগে থেকে কেটে রাখা বাড়ি তৈরির উপকরণগুলির সুন্দরভাবে নকশা করে নির্মাণ স্থলে পৌঁছে দেওয়া হয় জুড়ে দেওয়ার জন্য। এটা নির্মাণের সহজ ও জৈব পদ্ধতি। এই সব বাড়ি একদিকে যেমন শক্তি সাশ্রয়ী আর অন্যদিকে, তেমন তাপীয়ভাবে আরামদায়ক।

কংক্রিওয়াল : ইউরোপের অন্যতম

জনপ্রিয় যে ব্যবস্থাটি সাম্প্রতিককালে ভারতে পরিচিতি লাভ করেছে সেটি হল 'কংক্রিওয়াল' ব্যবস্থা। এই নির্মাণ পদ্ধতিটি নির্দিষ্ট আকৃতির পলিস্টাইরিন প্যানেলের তৈরি মডিউলার উপকরণের ভিত্তিতে নির্মিত। যেগুলি দুটি গ্যালভেনাইজড ও ওয়েল্ডিং দিয়ে জোড়া জালিকাকৃতি চাদরের মধ্যে আটকে দেওয়া হয়। ওই উল্লম্ব জালিকার তারগুলি পলিস্টাইরিন তরঙ্গের অভিমুখ বরাবর বসিয়ে দেওয়া হয়। আর এইভাবেই প্যানেলটিকে কংক্রিটের আস্তরণে মুড়ে দেওয়ার পর তার থেকে সৃষ্টি হয় রি-ইনফোর্সড কংক্রিট মাইক্রো পিলার। ওপরে বলা তারগুলি একে অপরের সঙ্গে জালিকার অনুভূমিক তারের সঙ্গে বাঁধা থাকে আর যে সূত্রে জালিকা দুটি আবদ্ধ তার দ্বারা এরাও আবদ্ধ থাকে। সন্ধিস্থলে মোচড় খাওয়াটা বন্ধ করে দেওয়া হয় ওয়েল্ডিং-এর সাহায্যে। আর তার ফলে যেহেতু সবকটি সন্ধিস্থল বা জয়েন্টই ওয়েল্ডিং দ্বারা আবদ্ধ তাই উল্লম্ব গতি অসম্ভব হয়ে পড়ে আর এই প্যানেলগুলি বিকৃতির অযোগ্য হয়ে দাঁড়ায়।

এ ক্ষেত্রে কেউ কেউ তর্ক জুড়তে পারে যে আমরা এ দেশে আবাসনকে শিল্পগত করার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছি। তাই আবার এই ধরনের চেষ্টার কোনও অবকাশ নেই। ভারতের স্বাধীনতার পর গোড়ার দিকে হিন্দুস্থান হাউজিং ফ্যাক্টরি নামে যে প্রচেষ্টা হয়েছিল তা যে কোনও লোকসানে চলা রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার মতোই পরিচালিত হয়। মেয়াদ ফুরিয়ে যাওয়া প্যানেল প্রযুক্তি ব্যবহারে যেটা উন্নততর প্রযুক্তির কাছে আগেই হার মেনেছিল। তাই এখনই আবাসন নির্মাণে মূলগত সম্পূর্ণ পরিবর্তন ঘটানোর উপযুক্ত সময় এসেছে।

সামনের দিকে এগোনো—স্মার্ট প্রযুক্তির সাহয্যে এক আবাসন বিপ্লবের অভিমুখে

আজ ভারতীয় আবহাওয়া এবং সামাজিক গ্রহণযোগ্যতা দু'দিক থেকেই অনুকূল উন্নত আধুনিক প্রযুক্তি পাওয়া যাচ্ছে এবং সনাতন নির্মাণ ব্যবস্থার থেকে কম অথবা তুলনীয় খরচে তা পাওয়া সম্ভব। আর কেউ যদি সময়, সাশ্রয়, গুণমান ইত্যাদির দিকে নজর দেয়, তাহলে সুবিধা আরও অনেক বেশি। আমাদের এখন যেটা করতে হবে সেটা হল এক অনুকূল পরিবেশ তৈরি করা দরকার অর্থাৎ উপযুক্ত আইনি, আর্থিক এবং প্রযুক্তি নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা যার ফলে আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলির পক্ষে ভারতে এই সব প্রযুক্তি আনাটা সহজ হবে যাতে করে আমরা মান্ধাতার আমলের সেই সনাতনি গৃহ নির্মাণ ব্যবস্থার হাত থেকে রেহাই পেয়ে কারখানাভিত্তিক নির্মাণে উন্নীত হব। নগরোন্নয়ণমন্ত্রক এবং আবাসন নির্মাণ মন্ত্রককে এ ক্ষেত্রে ব্যবস্থা নিতে হবে। যদি তারা দেশের আবাসন সংকটের প্রকৃত সমাধান চায়। দিনের শেষে পুরোটাই হল কিন্তু সংখ্যার খেলা।

আমাদের এক গুচ্ছ ব্যবস্থার প্রয়োজন। যেটা ভারতেও আবাসন বিপ্লব ঘটাতে পারে। প্রথমত, আমরা যেটা চাই সেটা হল আবাসনের জোগান। আর সেটা একমাত্র সম্ভব হতে পারে দ্রুত নির্মাণের মাধ্যমেই। এমন আধুনিক নির্মাণ কৌশল এখন পাওয়া যায় যার দ্বারা এটা নির্মাণ সম্ভব হতে পারে। সাম্প্রতিক অতীতে আগে থেকে তৈরি করে ফেলা নির্মাণ কৌশল বিরাট জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। এই সব প্রযুক্তি ভারতে বিক্রি করার জন্য বহু সংস্থাই চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। আমাদের সরকার অবশ্য এই সব প্রযুক্তি সম্পর্কে এমনই অজ্ঞ যে রূপায়ণ তাদের কাছে অনেক দূরের ব্যাপার। দ্বিতীয়ত, জোগানটা বাড়াতে গেলে আমাদের প্রয়োজন হল ন্যায্য মূল্যে জমি পাওয়া যেটা এ ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এক উপকরণ। ঠিক এইখানটাতেই সরকারগুলির উচিত ভরতুকির ব্যবস্থা করা। বিকল্প হিসেবে বিভিন্ন রাজ্যের সরকারের জমি ভাগ করে নেওয়ার উদ্ভাবনী মডেল নিয়ে এগিয়ে আসা দরকার, যাতে করে নগরোন্নয়নে আরও বেশি জমি পাওয়া সম্ভব হয়। আমাদের অত্যন্ত উচ্চ জনঘনত্বের অনুমতি দিতে হবে। কেননা আমরা যেটা পেয়ে থাকি সেটা হল একেবারেই কম ঘনত্ব এবং শহরাঞ্চলের জমির সদ্ব্যবহারের একেবারেই অদক্ষ পদ্ধতি। যেটা সম্ভব হয়েছে প্রাচীনপন্থী সব নিয়মবিধির জন্য। তৃতীয়ত, সকলকে শামিল করতে গেলে আর্থিক দিক থেকে মধ্যস্থতাও আমাদের দরকার। মধ্যবিত্ত শ্রেণির এবং কম আয়ের জনসংখ্যার বেশিরভাগই ঋণযোগ্যতার সাধারণ চাহিদাগুলি পূরণ করে না আর তাই তাদের উদ্ভাবনী প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এমনভাবে যুক্ত করতে হবে যেটা কিছু কিছু অণুআবাসন অর্থ নিগমের দ্বারা পরীক্ষিত। এই সব কৌশলগুলিকে ঠিকমতো কাজে লাগাতে আমরা এ ক্ষেত্রে অবশ্যই অগ্রগতি লাভ করব এবং আগামী কয়েক দশকে চাহিদার পুরোটা না হলেও অনেকটাই পূরণে সক্ষম হব। পরিশেষে বলি পরিবহণ ক্ষেত্রে উত্তম সংযুক্তি ব্যবস্থা এবং জল ইত্যাদি পরিকাঠামোগত সুযোগ-সুবিধা বর্জিত আবাসন প্রকল্প আমাদের কেবল ভূতুড়ে উপনগরী উপহার দেবে তার বেশি কিছু নয়।

আবাসন হল এমন এক অর্থনৈতিক কার্যকলাপ, যার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সম্পর্ক রয়েছে অন্তত ২৬০টি অন্য শিল্পের সঙ্গে। শুধু দক্ষ কর্মসংস্থান সুনিশ্চিত করাই নয়, এ ক্ষেত্রে অধিকাংশ কর্মসংস্থানই হবে আধা দক্ষ ও অদক্ষ শ্রমক্ষেত্রে। গ্রামাঞ্চলের কর্মহীন, নারী শ্রমিক, মরশুমি ও প্রান্তীয় শ্রমিকরাও বছরের বেশিরভাগ সময়েই লাভজনক কর্মসংস্থানের সুযোগ পাবে। উন্নয়নের জন্য যে কোনও অর্থনৈতিক কৌশলের কেন্দ্রে থাকার অধিকারটা আবাসনের প্রাপ্য। উচ্চ বিকাশ হার অর্জনের সেরা উপায়গুলির অন্যতম হল আবাসন ক্ষেত্রে বিশেষ জোর দেওয়া। আমাদের ভূ-রাজনৈতিক প্রতিবেশের নানা সাফল্যের কাহিনি থেকে আমরা যদি শিক্ষা না নিই, তাহলে কোনও দিনই উন্নতি ঘটাতে পারব না। এটা আমরা যে উলটোমুখী অর্থনৈতিক নীতি নিয়ে এগোচ্ছি, তার কথাই বলে আর এই ক্ষেত্রে আমরা চিন্তা-ভাবনা ছাড়াই বড় বেশি কথা বলে অভ্যস্ত, কাজের কাজটি খুব কম করেই। আমরা কেবল এটুকুই আশা করতে পারি যে, ২০২০ সালের মধ্যে 'সকলের জন্য আবাসন' এই স্লোগানটি ভারতে আবাসন বিপ্লব শুরু করার জন্য ভারতে স্মার্ট প্রযুক্তিটুকু এনে ফেলবে।❑

[লেখক অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান, ডিপার্টমেন্ট অব হাউজিং, স্কুল অব প্ল্যানিং অ্যান্ড আর্কিটেকচার, নিউ দিল্লি এবং চেয়ারম্যান, দিল্লি আরবান আর্ট কমিশন, ভারত সরকার।

email : drpsnrao@hotmail.com]

প্র | চ্ছ | দ | নি | ব | ন্ধ

স্মার্ট সিটির স্বপ্ন

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী গত ২৫ জুন, স্মার্ট সিটি মিশনের সূচনা করেছেন। আধুনিক প্রযুক্তির প্রয়োগে নাগরিকদের জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন, উন্নততর নাগরিক পরিষেবা, আঞ্চলিক বিকাশ, অর্থনৈতিক উন্নয়ন, দক্ষ যোগাযোগ ও পরিবহণ ব্যবস্থা, জ্বালানির সাশ্রয়, পরিবেশ সংরক্ষণ ও সার্বিক পরিকাঠামো নির্মাণের কর্মযজ্ঞ চলছে দেশজুড়ে। **এ কে জৈন**-*এর এই নিবন্ধে তারই পরিচয়।*

আমি বিশ্বাস করি IT + IT = IT, অর্থাৎ Indian Talent + Information Technology = India Tomorrow। আমাদের প্রতিভা, তথ্য-প্রযুক্তির সহায়তা নিয়ে ভবিষ্যৎ ভারত গড়ে তুলবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

—প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী

ভারত বিপুল নগরায়ণের পথে এগিয়ে চলেছে। দেশের ৭৯৩৬টি শহরে ৩৭ কোটি ৭০ লক্ষ মানুষ থাকেন। ২০৩০ সালের মধ্যে এই সংখ্যা ৬০ কোটিতে পৌঁছবে। ১০ লক্ষ বা তার বেশি মানুষ থাকেন, দেশে এমন শহরের সংখ্যা হবে ৭৮। এই শহরগুলি মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদন জিডিপি-র ৬০ শতাংশ এবং মোট কর্মসংস্থানের ৭০ শতাংশের উৎস হলেও এগুলিতে আবাসনের অবস্থা ও মৌলিক পরিকাঠামোগত পরিষেবার দশা শোচনীয়। অপরিকল্পিত উন্নয়ন এই পরিস্থিতিকে আরও জটিল করে তুলেছে।

ভারতের বহু শহর অভাবনীয় রকমের দরিদ্র হলেও এগুলিই উৎপাদনশীলতা ও সম্পদের চালিকাশক্তি। নগরায়ণের জেরে সৃষ্ট সম্পদ এবং আবাসন, পরিষেবা ও প্রযুক্তিগত উদ্ভাবন, মানুষের জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন ঘটাচ্ছে। অনুমান করা হচ্ছে, ২০৩১ সালের মধ্যে জিডিপি এবং নতুন কর্মসংস্থানের ৭০ শতাংশই আসবে শহরগুলি থেকে।

স্মার্ট সিটি মিশন

চলতি বছরের ২৫ জুন প্রধানমন্ত্রী স্মার্ট সিটি মিশনের সূচনা করেছেন। স্মার্ট সিটির উদ্দেশ্য হল, স্থানীয় এলাকার উন্নয়ন ও আধুনিক প্রযুক্তির প্রয়োগে অর্থনৈতিক বিকাশের পাশাপাশি মানুষের জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন ঘটানো। কেন্দ্রীয় নগরোন্নয়ন মন্ত্রকের এই মিশন নির্বাচিত শহরগুলিতে মৌলিক পরিকাঠামো নির্মাণের মাধ্যমে সর্বাত্মক বিকাশ সুনিশ্চিত করতে চায়, গড়ে তুলতে চায় স্বচ্ছ ও দূষণমুক্ত পরিবেশ।

স্মার্ট সিটি মিশনের কৌশলগত উপাদানগুলি হল—শহরের উন্নয়ন, পুনরুজ্জীবন, বিস্তার এবং প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে শহরের বিভিন্ন সমস্যার সমাধান।

শহরের উন্নয়ন : এর অর্থ বর্তমান শহরকে আরও উন্নত, দক্ষ ও বাসযোগ্য শহরে পরিণত করা, এর জন্য নাগরিকদের সঙ্গে আলোচনা করে শহরের মধ্যে ৫০০ একরের বেশি কোনও এলাকা বেছে নেওয়া হবে।

শহরের পুনরুজ্জীবন : এর অর্থ শহরের জীর্ণ পরিকাঠামোর সংস্কার। এ জন্য ৫০ একরের বেশি জায়গা দরকার। নাগরিকদের সঙ্গে আলোচনা করে স্থানীয় সংস্থা তা চিহ্নিত করবে।

শহরের বিস্তার : ২৫০ একরের বেশি ফাঁকা পড়ে থাকা জমিতে উদ্ভাবনী পরিকল্পনা এবং অর্থের জোগান ও প্রযুক্তির প্রয়োগে, বিশেষত দরিদ্র মানুষজনের জন্য সুলভ আবাসন গড়ে তোলা হবে।

শহরের সমস্যার সমাধান : এর অর্থ প্রযুক্তির প্রয়োগে শহরের বর্তমান পরিকাঠামোকে ঢেলে সাজানো। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, পরিবহণ ক্ষেত্রে প্রযুক্তির প্রয়োগে দক্ষ যান পরিচালন ব্যবস্থা গড়ে তোলা সম্ভব। এতে যাতায়াতের সময় ও খরচ বাঁচবে, এর ইতিবাচক প্রভাব পড়বে নাগরিকদের উৎপাদনশীলতা ও জীবনযাত্রার মানের ওপর। একইভাবে জল ব্যবস্থাপনার মতো অন্যান্য ক্ষেত্রেও এর প্রয়োগ করা যেতে পারে।

সমস্যার স্মার্ট সমাধান (সলিউশান), শহরকে বিকাশের চালিকাশক্তি হিসাবে কাজ করতে সাহায্য করে। যে শহরগুলি স্মার্ট সিটি হিসাবে পরিকল্পিতভাবে নির্মিত, সেগুলির নেটওয়ার্ক আরও বিস্তৃত এবং উচ্চমানের পরিষেবার মাধ্যমে সেগুলি সংযুক্ত। নির্দিষ্ট মান, স্বয়ংক্রিয়তা, পরিষেবাগুলির পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত বুদ্ধিদীপ্ত ব্যবস্থা, পরিবহণ, তথ্য, প্রযুক্তি, জ্বালানি ব্যবহারে দক্ষতা, গতি, পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি, সৌরশক্তির ব্যবহার, ন্যানো প্রযুক্তির প্রয়োগ প্রভৃতি এর বৈশিষ্ট্য। মানুষের কর্মোদ্যোগ ও বাস্তুতন্ত্রের সুচারু সংমিশ্রণে এ এক নতুন যুগের দ্যোতক।

শহরগুলিকে স্মার্ট করে তোলা

শহর মানেই এমন এক জটিল ব্যবস্থা, যা বহু সংস্থা, দপ্তর ও সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত। প্রথাগত পদ্ধতিতে এগুলির নিয়ন্ত্রণ ও কার্য সম্পাদন অত্যন্ত দুরূহ। নতুন ভাবনাচিন্তা, পদ্ধতিগত পরিবর্তন এবং প্রযুক্তির প্রয়োগ এগুলির দক্ষতা ও পরিষেবা প্রদানের ক্ষমতা বাড়াতে পারে। তথ্য-প্রযুক্তির ব্যবহার নাগরিক জীবনকে আরও আরামদায়ক, সুস্থিত ও স্বাস্থ্যকর করে তোলে।

স্মার্ট শহরে উদ্ভাবন, শিক্ষাগ্রহণ, জ্ঞান ও সৃষ্টিশীল দৃষ্টিভঙ্গিকে উৎসাহ দিতে, অর্থনীতির বিকাশে এবং উৎপাদনশীলতা বাড়াতে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিকে ব্যবহার করা হয়। পুর পরিষেবা প্রদান, জ্বালানি দক্ষতা বৃদ্ধি, উন্নত পরিবহণ ব্যবস্থা, বিপর্যয় ও জরুরি অবস্থার মোকাবিলাতেও এর প্রয়োগ চোখে পড়ে।

তারবিহীন যন্ত্রপাতি, তথ্যকেন্দ্র ও শক্তিশালী বিশ্লেষক ব্যবস্থার মাধ্যমে এই শহরগুলিতে যে ডিজিটাল পরিকাঠামো গড়ে তোলা হয়, তার সাহায্যে সরকার আরও

দক্ষ পরিষেবা দিতে পারে, দূষণের মাত্রা কমে এবং নাগরিকদের জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন ঘটে, তাঁরা সর্বাধুনিক সুযোগ-সুবিধার সুফল পান।

আধুনিকতম প্রযুক্তির ব্যবহার পরিসর ও শক্তি বহুগুণ বাড়িয়ে দেয়, সময়ের সাশ্রয় করে। মাইক্রোচিপ, মাইক্রো কম্পিউটার, মাইক্রোওয়েভ, ন্যানো প্রযুক্তির ব্যবহারিক প্রয়োগ নগরজীবনকে উন্নত করে। জ্বালানির নতুনতর আঙ্গিক এবং এর পুনর্নবীকরণ শহুরে পরিষেবার কেন্দ্রস্থলে থাকে। ভিতর-বাহির, ব্যক্তিগত-সর্বজনীন, এখানে-ওখানে, শহর-দেশ, গতকাল-আগামীকালের চেনা সীমানাগুলো পালটে যেতে থাকে সমাজ ও 'সাইবার স্পেস'-এর নেটওয়ার্কে।

বুদ্ধিদীপ্ত কম্পিউটার পরিচালিত পরিকাঠামো পরিষেবা

স্মার্ট শহরে জল, শৌচালয়, নিকাশি, কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, শক্তি, পরিবহণ-সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে পরিকাঠামোগত পরিষেবা প্রদানের লক্ষ্যে বুদ্ধিদীপ্ত (ইন্টেলিজেন্ট) নেটওয়ার্ক গড়ে তোলা হয়। শহর মানেই অসংখ্য বাড়ি। স্মার্ট শহরে এই বাড়িগুলি হয়ে ওঠে পরিবেশ সহায়ক, উদ্ভাবনী ক্ষমতা এবং বর্তমান প্রক্রিয়ার সংস্কার সাধনের মাধ্যমে জ্বালানির ব্যবহার কমানো হয়, জোর দেওয়া হয় অব্যবহৃত বা অদক্ষভাবে ব্যবহৃত জমির সদ্ব্যবহারের ওপর।

(১) **স্মার্ট জ্বালানি :** শহরগুলিতে বিদ্যুতের চাহিদা দ্রুত হারে বেড়ে চলেছে। বিদ্যুৎ উৎপাদন করতে গিয়ে বাড়ছে কার্বন নির্গমনের পরিমাণ, বিদ্যুতের চাহিদা কমানোর উদ্যোগের পাশাপাশি আমাদের প্রয়োজন এমন এক জ্বালানি ব্যবস্থা, যা হবে স্মার্ট ও সুস্থিত।

অধিকাংশ বিদ্যুৎ সংস্থাই সাফল্য অর্জনের লক্ষ্যে তাদের নেটওয়ার্কের রূপান্তর ঘটাচ্ছে, উন্নত করছে তাদের উৎপাদন ব্যবস্থা, বদল ঘটাচ্ছে গ্রাহক সংক্রান্ত পরিষেবার। গ্রিডের ক্ষমতা বাড়ানোর জন্য তারা বিনিয়োগ করছে। গ্রাহকরা যাতে নিজেরাই তাঁদের বিদ্যুৎ ব্যবহার নিয়ন্ত্রণে সক্রিয় ভূমিকা নিতে পারেন, সেজন্য বসানো হচ্ছে স্মার্ট মিটার ও এ সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি, খোলা হচ্ছে ওয়েব পোর্টাল।

সারণি-১
ভারতের শহুরে গতিপথ

বছর	**২০১১**	**২০৩১**
জনসংখ্যা	১২১ কোটি	১৪৪ কোটি
শহুরে জনসংখ্যা	৩৭ কোটি ৭০ লক্ষ	৬০ কোটি
শহরের সংখ্যা	৭৯৩৬	—
দশ লক্ষের বেশি জনসংখ্যাবিশিষ্ট শহরের সংখ্যা	৫৩	৭৮
আবাসনের ঘাটতি	১,৮০,৭৬,০০০	৩-৪ কোটি
বস্তির জনসংখ্যা	৯ কোটি ৫০ লক্ষ	১৫-২০ কোটি

সূত্র : জনগণনা ২০১১ এবং ম্যাকিনসে রিপোর্ট ২০১০।

পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তির সঙ্গে গ্রিডগুলির সংযোগ সাধনের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। প্রয়োজনের সময়ে যাতে বিদ্যুৎ পাওয়া যায় সেজন্য বসানো হচ্ছে বিদ্যুৎ সঞ্চয়ের যন্ত্রপাতি।

স্মার্ট শক্তি ব্যবস্থা বিদ্যুৎ সাশ্রয়ে সহায়ক হবে, কমবে পরিচালন ব্যয়, কেবলই উৎপাদন ক্ষমতা বাড়িয়ে চলার যে তাগিদ, স্তিমিত হবে তাও। কোনও সমস্যা আগে থেকে আঁচ করে দ্রুত তার মোকাবিলা করা সহজ হবে। 'স্মার্ট শক্তি' বলতে বোঝায় এমন এক সংযুক্ত পরিমাপযোগ্য ব্যবস্থা, যা বাড়ি ও ব্যবসাক্ষেত্র থেকে শুরু করে সরবরাহ পদ্ধতি পর্যন্ত বিস্তৃত এবং যার সহায়ক হিসাবে রয়েছে পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি। পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত এই ব্যবস্থায় তথ্যের দ্বিমুখী আদান-প্রদান হয়, সেনসর ও নিয়ন্ত্রণ এই ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত। বুদ্ধিদীপ্ত এই ব্যবস্থায় বিশ্লেষণ ও স্বয়ংক্রিয়তাকে কাজে লাগিয়ে সম্পদের দক্ষ ব্যবহার সুনিশ্চিত করা হয়।

স্মার্ট গ্রিডের প্রাকৃতিক বিপর্যয় মোকাবিলার ক্ষমতাও অনেক বেশি। গ্রাহকদের কাছে সহজে তথ্য পৌঁছোয় বলে তাঁরা তাঁদের পছন্দমতো বিকল্প বেছে নিতে পারেন। সৌর ও বায়ুশক্তির মতো পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি গ্রিডের অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় পরিবেশের ওপর চাপ কমে, শহরগুলিও বিদ্যুৎক্ষেত্রে অনেক বেশি স্বনির্ভর হয়ে ওঠে।

(২) **স্মার্ট প্রয়োজনীয় পরিষেবা :** উন্নত মানের পানীয় জল সরবরাহ, নিকাশি, পথঘাট, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা প্রভৃতি এর মধ্য পড়ে। জল সরবরাহের ক্ষেত্রে SCADA ব্যবস্থা, দক্ষতা ও স্বচ্ছতা বাড়াবার সামর্থ্য রাখে। কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ও অন্যান্য নিত্যপ্রয়োজনীয় পরিষেবার ক্ষেত্রেও একই রকম সুফল পাওয়া যায়। উপগ্রহ নিয়ন্ত্রিত ক্ষুদ্র সেচ ব্যবস্থায় জলের অপচয় কমে, পাম্প চালাবার বিদ্যুৎ বাঁচে।

(৩) **স্মার্ট চলাচল :** এর মাধ্যমে সহজ, স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ, নিরাপদ ও দক্ষ গণ-পরিবহণ ব্যবস্থা গড়ে তোলা সম্ভব। পরিবহণ পরিকাঠামো পরিকল্পনা ও পরিচালনায় তথ্য-প্রযুক্তির ব্যবহার ট্যাক্সি, অটোরিকশা, পণ্য পরিবহণ, সিগন্যালিং, পার্কিং প্রভৃতি ক্ষেত্রেও যুগান্তর এনে দিতে পারে।

(৪) **বুদ্ধিদীপ্ত গোষ্ঠী কাঠামো :** স্বাস্থ্য, শিক্ষা, বিনোদনের মতো গোষ্ঠীগত পরিষেবার সর্বোচ্চ মান বজায় রাখা দরকার। শক্তি ও পরিবেশগত বিন্যাসে নেতৃত্বের (LEEDS) মাধ্যমে শক্তি সাশ্রয় ও কার্বন উৎসর্জন কমাতে হবে। স্মার্ট প্রতিবেশ পরিকাঠামোগত দক্ষতা এবং জল, শক্তি ও প্রাকৃতিক সম্পদের সংরক্ষণ সুনিশ্চিত করে।

(৫) **স্মার্ট ও পরিবেশ সহায়ক প্রতিবেশ এবং বাড়ি :** এগুলি শক্তি সাশ্রয়ের মাধ্যমে কার্বন নির্গমন ৩০ শতাংশ পর্যন্ত কমায়, বৃদ্ধি পায় দক্ষতা ও স্বাচ্ছন্দ্য। শহর ও ভবনগুলিকে শুধু আরামদায়ক, দূষণমুক্ত ও দক্ষ হলেই হবে না, এগুলিকে বুদ্ধিদীপ্তভাবে সংযুক্ত করতে হবে। সেনসর নিয়ন্ত্রিত ফোটো-ভোল্যাটিক সেল ও কাচের স্মার্ট প্রযুক্তি, শীতাতপ নিয়ন্ত্রণের খরচ ও বিদ্যুৎ বাঁচাবে।

(৬) **বুদ্ধিদীপ্ত কম্পিউটার পরিচালিত**

জন পরিষেবা : এর মাধ্যমে বিভিন্ন দপ্তর, বাসিন্দা এবং সংশ্লিষ্ট সব পক্ষের মধ্যে তথ্য বিনিময় ও তার সমন্বয়ের পাশাপাশি ই-গভর্ন্যান্সের সুচারু প্রয়োগ সম্ভব।

(৭) **পরিবেশ সংরক্ষণের পথ :** পরিবেশ-বান্ধব সুস্থিত উন্নয়নের লক্ষ্য অর্জনের গতিপথ হল স্মার্ট শহর। প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণ (ভূমি, জল, বায়ু), জ্বালানি সাশ্রয়, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, কম কার্বন নির্গমনকারী জন পরিবহণ এবং পরিবেশ সংক্রান্ত ব্যবস্থাপনার বুদ্ধিদীপ্ত পন্থা এটি।

একটি স্মার্ট শহরের প্রধান পরিষেবা ক্ষেত্রগুলি নিয়ে আলোচনা করা হল।

ই-গভর্ন্যান্স

আমার কাছে ই-গভর্ন্যান্স হল সহজ, ব্যয়সাশ্রয়ী ও কার্যকর শাসনব্যবস্থা, ই-গভর্ন্যান্স সুশাসনের চাবিকাঠি, সুস্থিত উন্নয়নের মূলমন্ত্র।

—প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী

যে কোনও শহরেই এমন শতাধিক নাগরিক পরিষেবা থাকে যে জন্য পুর কর্তৃপক্ষকে প্রশ্নের উত্তর দেওয়া, নথিভুক্তি, ফর্ম জমা নেওয়া, মাশুল গ্রহণ, অভিযোগ নথিভুক্তি প্রভৃতির ব্যবস্থা করতে হয়। নাগরিকদের কাছেও এগুলি সময়সাপেক্ষ, নাগরিক পরিষেবা প্রদানের জন্য ই-গেটওয়ের ব্যবহার এ ক্ষেত্রে এক নিঃশব্দ বিপ্লব এনেছে। ভেঙে গেছে দূরত্ব, শ্রেণি ও লিঙ্গের প্রতিবন্ধকতা। ভৌগোলিক তথ্য ব্যবস্থা বা GIS-এর মাধ্যমে এখন যে কোনও নাগরিক তাঁর মোবাইলে ফোটো তুলে প্রশাসনকে SMS পাঠাতে পারেন। ড্যাশবোর্ড সেই অভিযোগ গ্রহণ করবে এবং সুরাহা না হলে উচ্চতর কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠাবে।

মুম্বইতে GIS-এর ৬০ স্তরীয় বৈশিষ্ট্য রয়েছে। এর মধ্যে পড়ে :

- অভিযোগ প্রতিবিধান
- নগর পরিকল্পনা, অনুমোদন ও লাইসেন্স
- জল ও সম্পত্তি কর প্রশাসন
- পূর্ত বিভাগের আগাম হিসাব ও ব্যয়
- অকট্রয় (শুল্ক) ব্যবস্থাপনা
- জন্ম ও মৃত্যুর শংসাপত্র
- সম্পত্তি নথিভুক্তিকরণ
- জমি পরিষেবা ও বস্তি সমীক্ষা
- GIS নির্ভর বিশেষ তথ্য

সারণি-২
স্মার্ট শহরের প্রধান পরিষেবা ক্ষেত্রগুলি

প্রধান পরিষেবা ক্ষেত্র	বৈশিষ্ট্য
১) শক্তি	★ শক্তি নেটওয়ার্ক, স্মার্ট গ্রিড ★ স্মার্ট মিটার, স্মার্ট ভবন ★ পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি গ্রিড ★ ইলেকট্রিক যান ★ বিদ্যুতের মানের ওপর নজরদারি ★ শক্তি সংরক্ষণ, ব্যবহারে দক্ষতা ও নজরদারি ★ বায়োমিক নিয়ন্ত্রণ ★ বুদ্ধিদীপ্ত ব্যবস্থাপনা/রক্ষণাবেক্ষণ, ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত তথ্যের জোগান (MIS)
২) জন পরিষেবা	★ বুদ্ধিদীপ্ত জল ও নিকাশি ব্যবস্থা, ন্যূনতম ক্ষতি ও অপচয় ★ বুদ্ধিদীপ্ত মিটারিং, বিলিং ও অর্থ প্রদানের ব্যবস্থা ★ বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ★ আয়হীন জল সংক্রান্ত ক্ষতি বন্ধ করা ★ অপচয়ের উৎস চিহ্নিতকরণ, জ্বালানির ব্যবহার কমানো
৩) স্মার্ট চলাচল	★ সিমুলেশন মডেলিং ★ স্মার্ট কার্ড ★ স্মার্ট সিগন্যাল, যান নিয়ন্ত্রণ, মোবাইলে ম্যাপ ও যাত্রাপথ ★ কম্পিউটার পরিচালিত যানশাসন ★ সুরক্ষা ও নিরাপত্তা, দুর্ঘটনার ওপর নজরদারি, ফরেন্সিক বিশ্লেষণ ★ পরিকাঠামো সংযুক্তিকরণ ★ রক্ষণাবেক্ষণ, MIS ও পরিচালন ব্যবস্থা
৪) বুদ্ধিদীপ্তগোষ্ঠী কাঠামো	★ বুদ্ধিদীপ্তগোষ্ঠী পরিকল্পনা নির্দেশিকা ★ শিক্ষা ও স্বাস্থ্য পরিকাঠামো ★ জমির মিশ্র ব্যবহার, সুসমন্বিত স্মার্ট প্রতিবেশ
৫) স্মার্ট ও পরিবেশবান্ধব ভবন	★ সংযুক্ত পরিবেশ ব্যবস্থাপনা ★ স্মার্ট ভবন ★ ভবন তথ্য পরিচালন ব্যবস্থা ★ শহর প্রশাসন কেন্দ্র ★ পরিবেশ ব্যবস্থাপনা ★ প্রযুক্তি ও উদ্ভাবন কেন্দ্র
৬) টেলিকম নেটওয়ার্ক, জন পরিষেবা এবং শাসন	★ জমি তথ্য ব্যবস্থা, ডিজিটাইস ম্যাপিং, SDI, জিও পোর্টাল, সম্পত্তি সংক্রান্ত নথিপত্র ★ বাড়ির প্ল্যানের অনলাইন অনুমোদন ★ ব্রডব্যান্ডের উন্নয়ন ★ বাড়ির স্বয়ংক্রিয়করণ ও ইন্টারনেটের সুবিধা ★ কম্পিউটার সহায়তা ও প্রশিক্ষণ ★ ক্ষুদ্র ব্যবসার জন্য ব্যবসাকেন্দ্র ★ জন সুরক্ষা ও নিরাপত্তা সংক্রান্ত নেটওয়ার্ক ও পোর্টাল ★ ডিজিটাল ব্যবসাকেন্দ্র, SMS ★ সংযুক্ত বিলিং ★ জলবায়ু সড়ক ★ বৈদ্যুতিন শিল্প ও খুচরো কেন্দ্র ★ জিও পোর্টাল, ই-গভর্ন্যান্স

পরিকাঠামো।

রাজকোট পুরসভা বিভিন্ন নাগরিক পরিষেবাকে মোবাইলের সঙ্গে সংযুক্ত করেছে। এম-গভর্ন্যান্স হিসাবে পরিচিত এই প্রকল্পের নাম হল RITE। R অর্থে রেসপনসিভ অর্থাৎ সংবেদনশীল। I অর্থে ইন্টেলিজেন্ট অর্থাৎ বুদ্ধিদীপ্ত। T অর্থে ট্রান্সপ্যারেন্ট অর্থাৎ স্বচ্ছ। E অর্থে এফেক্টিভ অর্থাৎ কার্যকর।

ডিজিটাল পদ্ধতি ক্রমশই আরও বেশি করে শহরাঞ্চলে এক নতুন সমাজবিদ্যার উদ্ভব ঘটাচ্ছে। অন্তর্ভুক্তিকরণ ও পরিত্যাগের নতুন সংজ্ঞা নির্দেশ করছে এটি। ইতিমধ্যেই ট্র্যাভেল স্মার্ট কার্ডের ব্যবহার জন পরিবহণে ভ্রমণ, অর্থ প্রদান ও সামাজিক পরিষেবাকে সহজ করে তুলেছে। ডিজিটাল বিপ্লব উদ্ভাবনী ও পরিবেশবান্ধব ব্যবস্থার জন্ম দিচ্ছে। প্রায় প্রতিটি নাগরিক পরিষেবাতেই এখন ব্যবহার করা হচ্ছে স্মার্ট চিপ। শহরগুলি হয়ে উঠছে ডিজিটাল সাক্ষর।

সুরক্ষা ও নিরাপত্তা ভারতীয় শহরগুলির কাছে ক্রমশই উদ্বেগের বিষয় হয়ে উঠছে। বহুস্তরীয় এই কাজে বহু দপ্তর ও সংস্থা যুক্ত। নিরাপত্তাহীনতার শিকার মানুষজন প্রতিবিধানের আশায় গেলে তাঁদের এক দপ্তর থেকে অন্য দপ্তরে ছোটাছুটি করতে হয়। প্রশাসনিক এক্তিয়ার নিয়ে চুলচেরা বিশ্লেষণের জেরে হয়রান হন তাঁরা। নাগরিকদের তাৎক্ষণিক উদ্ধার ও তাঁদের অভিযোগের প্রতিবিধানের জন্য একটি জরুরি সহায়তা ও সুরক্ষাকেন্দ্র প্রতি শহরে স্থাপন করা দরকার। এই সার্বিক আপৎকালীন পরিষেবার জন্য ডিজিটাইজেশন ও নেটওয়ার্ক প্রযুক্তির প্রয়োগ করা প্রয়োজন। প্রাকৃতিক বিপর্যয়, মানুষের তৈরি বিপদ, অপরাধ, দুর্ঘটনা প্রভৃতিতে পুলিশ, দমকল, চিকিৎসা ও অন্যান্য সহায়তা এর মাধ্যমে দেওয়া সম্ভব।

স্মার্ট শহরগুলিকে সমাজের চাহিদা, বিশেষত দরিদ্র, মহিলা, শিশু ও অসংগঠিত ক্ষেত্রের প্রয়োজন মেটাতে হবে। স্থানীয় সংস্কৃতি ও জলবায়ুর সঙ্গে এর যোগ থাকা আবশ্যক। আন্তর্জাতিক স্টাইল বা কাচের তৈরি বাড়ির থেকেও অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ

এ পর্যন্ত ই-গভর্ন্যান্স পরিষেবা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ব্যক্তিবিশেষের কাছে পৌঁছে দেওয়া হয়েছে। একে সংযুক্ত করার তেমন কোনও প্রয়াস দেখা যায়নি। কম্পিউটার, ওয়েব ও মোবাইল প্ল্যাটফর্মকে ব্যবহার করে সংযুক্ত পরিষেবা দেওয়ার প্রয়াস ই-গভর্ন্যান্সকে ত্বরান্বিত করবে।

হল দূষণমুক্ত পরিবেশ, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, সুলভ আবাসন, জন পরিবহণ, পানীয় জল সরবরাহ, নিকাশি, সাধারণ শৌচাগার, পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তির ব্যবহার, কঠিন ও তরল বর্জ্য ব্যবস্থাপনা প্রভৃতি সুনিশ্চিত করা। কর্মসংস্থান, জীবিকা নির্বাহের সুযোগ, স্থানীয় অর্থনৈতিক বিকাশ, সাংস্কৃতিক আবহ, শিক্ষণ ও যোগাযোগের সুবিধা স্মার্ট শহরের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ।

ভারতে বিভিন্ন স্মার্ট শহর প্রকল্পের সূচনা হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে দিল্লি-মুম্বই শিল্প করিডোরে স্মার্ট সিটি নেটওয়ার্ক এবং গান্ধীনগরের GIFT। বিভিন্ন রাজ্য সরকারও স্মার্ট শহর নির্মাণে এগিয়ে এসেছে। অতি সম্প্রতি, অন্ধ্রপ্রদেশের নতুন রাজধানী অনন্তপুরকে স্মার্ট শহর হিসাবে গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

দিল্লি-মুম্বই শিল্প করিডোর

এটি দেশের বৃহত্তম নগরোন্নয়ন প্রকল্প। উত্তরপ্রদেশ, হরিয়ানা, রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ, গুজরাট ও মহারাষ্ট্র—এই ৬টি রাজ্যে মোট ২৪টি স্মার্ট শহর গড়ে তোলা হবে এর আওতায়। ডিজিটাল পরিকল্পনা, উল্লম্ব বিস্তার, দক্ষ জন পরিবহণ, স্মার্ট গ্রিড প্রযুক্তি, পুর পরিকাঠামোর উন্নততর পরিচালন, নর্দমার জল শোধন করে শিল্পক্ষেত্রে ব্যবহার, ফাঁকা সবুজ জায়গা, পণ্য ও পরিষেবার সহজ নাগাল প্রভৃতি এই প্রকল্পের বৈশিষ্ট্য।

GIFT স্মার্ট সিটি, গান্ধীনগর

গুজরাট ইন্টারন্যাশনাল ফিনান্স টেকসিটি—GIFT গড়ে উঠছে গুজরাটের গান্ধীনগরে। ৮৮৬ একরের এই শহরে উন্নতমানের পরিকাঠামো (বিদ্যুৎ, জল, গ্যাস, সড়ক, টেলিকম, ব্রডব্যান্ড), বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল, আন্তর্জাতিক শিক্ষা অঞ্চল, আন্তর্জাতিক প্রযুক্তি পার্ক, শপিং মল, স্টক এক্সচেঞ্জ—সবকিছুই রয়েছে। গুজরাট আরবান ডেভেলপমেন্ট কোম্পানি লিমিটেড এবং ইনফ্রাস্ট্রাকচার লিজিং অ্যান্ড ফাইনান্সিয়াল সার্ভিসেস-এর যৌথ উদ্যোগে এজন্য গুজরাট ইন্টারন্যাশনাল ফিনান্স টেক সিটি কোম্পানি লিমিটেড নামে একটি নতুন সংস্থা গড়ে তোলা হয়েছে। প্রকল্পের আনুমানিক খরচ ধরা হয়েছে ৭০,০০০ কোটি টাকা। ৮ কোটি ৫০ লক্ষ বর্গফুটের বিশাল এলাকায় থাকবে সর্বাধুনিক যাবতীয় পরিষেবা। এই শহরের পরিকল্পনা করেছে ইস্ট চায়না আর্কিটেকচারাল ডিজাইন অ্যান্ড রিসার্চ ইনস্টিটিউট (ECADRI) এবং ফেয়ারউড কনস্যালট্যান্টস ইন্ডিয়া। বহুমাত্রিক পরিবহণ ব্যবস্থায় এই শহরকে আমেদাবাদ, বিমানবন্দর, গান্ধীনগর ও অন্যান্য শহরের সঙ্গে যুক্ত করা হবে। এ জন্য বাস র‍্যাপিড সিস্টেমের পাশাপাশি গড়ে তোলা হচ্ছে মেট্রো ও অন্যান্য বৈদ্যুতিক দ্রুত পরিবহণ ব্যবস্থা।❑

[লেখক কমিশনার (পরিকল্পনা), দিল্লি ডেভেলপমেন্ট অথরিটি।
email : ak.jain6@gmail.com]

ভারতে স্মার্ট সিটি-র প্রয়োজনীয়তা, প্রেক্ষাপট, সমস্যা ও রূপায়ণ

'স্মার্ট সিটি' নিয়ে জল্পনার শেষ নেই। মাত্র কয়েক দশক আগে যা কল্পবিজ্ঞান ছিল আজ তা বাস্তব। এবার এ দেশেও 'স্মার্ট সিটি' গড়ে তুলতে বদ্ধপরিকর সরকার। ভারতীয় প্রেক্ষাপটে 'স্মার্ট সিটি'-র প্রাসঙ্গিকতা, প্রয়োজনীয়তা ও সমস্যাবলি নিয়ে বিশদে আলোচনা করছেন **মহুয়া বর্ধন।**

পরিবেশকে বাঁচাবার জন্য পরিকল্পিত নগরায়ণ কাম্য কারণ নগরায়ণই উন্নয়নের অভিমুখ তৈরি করে। তাই ভারত সরকারের নগরোন্নয়ন মন্ত্রকের নতুন অভিযান 'স্মার্ট সিটি' পরিকল্পনা আর রূপায়ণের চেষ্টা সমসাময়িক এমন একটা উদ্যোগ যা প্রত্যেকটা রাজ্য-সহ দেশকে নগরায়ণ, অর্থনীতি আর পরিবেশ—সব দিক থেকে এগিয়ে নিয়ে যাবে। কেন্দ্রীয় সরকার মোট ১০০টি 'স্মার্ট সিটি' তৈরি করতে চায় আগামী ৫ বছরের মধ্যে এবং তার জন্য মহানগরীগুলো নয়, বরং নির্দিষ্ট মাপকাঠিতে উত্তীর্ণ উপযুক্ত মাঝারি মানের শহরগুলোই নির্বাচিত হবে আর 'স্মার্ট সিটি' হয়ে ওঠার অনুদান পাবে। এর জন্য অবশ্যই প্রয়োজন সরকারি উদ্যোগ আর বিদেশি বিনিয়োগ ও লগ্নি। ২০১৫-১৬ সালে এই ১০০টির মধ্যে ২০টি শহর প্রথম ধাপে গড়ে তোলার পরিকল্পনা রয়েছে। এর জন্য কেন্দ্রের নির্দেশিকা পৌঁছে গিয়েছে সব রাজ্যের কাছেই যেখানে আবার রাজ্যস্তরে পৌরসভাগুলোর মধ্যে 'স্মার্ট সিটি'-র অনুমোদন পাবার জন্য তৈরি হয়েছে প্রতিযোগিতা। ফলে ভারতের নগরায়ণে একটা নতুন দিক উন্মোচিত হতে চলেছে। বহু বছর ধরে জনসংখ্যার ভারে ভারাক্রান্ত এই শহরগুলো কি পারবে প্রকৃত অর্থে 'স্মার্ট' হয়ে উঠতে—তার বিচারই চলছে রাজ্যের পৌরসভাগুলিতে।

'স্মার্ট সিটি' কী

এমন একটা শহর যেখানে উচ্চতর গুণমানের জীবনযাপন, পরিষ্কার ও সুস্থায়ী পরিবেশ বজায় রাখার জন্য বিভিন্ন পরিকাঠামো গড়ে তোলা হয় এবং বিভিন্ন সমস্যার চটজলদি ও পরিবেশ বান্ধব সমাধান হয়—এই হল মোটামুটিভাবে 'স্মার্ট সিটি'। এটা আসলে পরিকল্পিত নগরোন্নয়নের একটা নতুন ধারণা। ভারতের জনসংখ্যা ক্রমশ বেড়ে চলেছে (দ্বিতীয় জনবহুল এই দেশের ২০১১ সালের জনগণনা অনুযায়ী জনসংখ্যা ১২১ কোটি)। অতিরিক্ত জনসংখ্যার চাপে অপরিকল্পিতভাবে নগরায়ণ প্রক্রিয়া চলছে। শহর বাড়তে বাড়তে গ্রামকে গ্রাস করছে। এর ফলে পরিবেশ দূষণ বাড়ছে। জলাভূমি ভরাট হচ্ছে, গাছপালা নষ্ট হচ্ছে, অর্থাৎ প্রাকৃতিক পরিবেশ ও আর্থ-সামাজিক পরিবেশও পালটাচ্ছে। এসব থেকে বাঁচার পথ হল পরিকল্পিত নগর গড়ে তোলা। তাই 'স্মার্ট সিটি'-র মাধ্যমে পরিবেশ রক্ষা, যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি, শিল্পের বিকাশ, ব্যবসা-বাণিজ্য বৃদ্ধি, স্বাস্থ্য আর শিক্ষার পরিকাঠামো তৈরি করার কথা ভাবা হচ্ছে। আসলে 'স্মার্ট সিটি'-র নির্দিষ্ট কোনও সংজ্ঞা নেই। বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন মানুষের কাছে তা আলাদা। দেশের উন্নতির মান, উন্নয়নের ইচ্ছা, সম্পদের পরিমাণ, মানুষের আকাঙ্ক্ষা সব কিছুর উপর তা নির্ভর করে। ইউরোপের থেকে ভারতে 'স্মার্ট সিটি'-র ধারণা পৃথক হবে। তবে উল্লেখ্য যে, এই সব শহরে তথ্য-প্রযুক্তির ব্যবহার এবং তার মাধ্যমে নাগরিক পরিষেবাগুলো উন্নত মানের করে তুলে অনেক দ্রুত কাজ, কিংবা পরিবেশগত বা অন্যান্য চ্যালেঞ্জের মোকাবিলার প্রস্তুতি থাকবে। নগরবাসীর সঙ্গে প্রশাসনিক ক্ষেত্রের যোগাযোগ সহজ হবে। বিভিন্ন স্মার্ট প্রযুক্তি প্রয়োগ করে সরকারি পরিষেবা ক্ষেত্রের মান উন্নত করা হবে। এই জন্যই একটা 'স্মার্ট সিটি' নানা নামে পরিচিত, যেমন, ডিজিটাল সিটি, টেলি সিটি, ওয়ার্ড সিটি, ইন্টেলিজেন্ট সিটি প্রভৃতি।

মূলত ৪টি বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে স্মার্ট সিটি-কে ব্যাখ্যা করা যায়—

(১) নগর ও নগরবাসীর মধ্যে প্রভূত ইলেকট্রনিক ও ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহার।

(২) জীবনযাপন ও কর্মজীবনে পরিবর্তন ও আধুনিকত্ব আনার জন্য তথ্য-প্রযুক্তির ব্যবহার।

(৩) তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (ICT)-এর সঙ্গে সরকারি ব্যবস্থার সংযুক্তিকরণ।

(৪) তথ্য-প্রযুক্তি এবং মানুষের সংযোগ বাড়িয়ে উদ্ভাবন ও জ্ঞানের প্রসারের ভৌগোলিকীকরণ।

■ **মাপকাঠি** : ভারতে এই শহর গড়ে তোলার জন্য দশটা মৌলিক পরিকাঠামোগত উপাদান বা মাপকাঠি হল—

(১) পর্যাপ্ত পরিস্রুত জল

(২) নিশ্চিত বিদ্যুৎ সরবরাহ

(৩) শৌচালয় ও কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা

(৪) সুলভ আবাসন

(৫) দ্রুত ও কার্যকরী পরিবহণ

(৬) অতি দ্রুত যোগাযোগ ব্যবস্থা

(৭) প্রশাসন, সংস্কার ও নাগরিকদের অংশগ্রহণ

(৮) সুস্থায়ী পরিবেশ

(৯) নাগরিকদের সুরক্ষা ও নিরাপত্তা ব্যবস্থা (বিশেষত বয়স্ক, মহিলা ও শিশুদের)

(১০) শিক্ষা ও স্বাস্থ্য।

এসবের ভিত্তিতে 'স্মার্ট সিটি'-র মূল ৪টি ভিত্তি বা স্তম্ভ শনাক্ত করা যায় (সারণি-১)। ডোয়্যান (২০১২)-এর মতে এর মধ্যে পরিবেশগত, সামাজিক আর অর্থনৈতিক পরিকাঠামোই হল—'থ্রি পিলার বেসিক স্মার্ট সিটি মডেল' অর্থাৎ তিনটি স্তম্ভবিশিষ্ট মৌলিক স্মার্ট সিটি বা 'থ্রি সার্কেল মডেল'

সারণি-১
স্মার্ট সিটি-র মূল স্তম্ভ

জীবনযাত্রার মান

ভৌত পরিকাঠামো	সামাজিক পরিকাঠামো	প্রাতিষ্ঠানিক পরিকাঠামো	অর্থনৈতিক পরিকাঠামো
● বিদ্যুৎ	● শিক্ষা	● দ্রুত পরিষেবা দান	● জিডিপি-তে অবদান
● জল সরবরাহ	● স্বাস্থ্য পরিষেবা	● বলবৎকরণ	● কর্মসংস্থান
● কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা	● বিনোদন (পার্ক, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য, খেলাধুলা, পর্যটন)	● নিরাপত্তা	● জীবন ধারণে উপযোগী কাজ
● পয়ঃপ্রণালী	● অন্তর্ভুক্ত পরিকল্পনা (তফশিলি জাতি/উপজাতি/অনগ্রসর শ্রেণি)	● কর ব্যবস্থা	● বাজার সম্প্রসারণ
● বহুমুখী পরিবহণ	● বাসস্থান নির্মাণ	● প্রতিষ্ঠান (ব্যাংক প্রভৃতি)	
● ইন্টারনেট সংযোগ		● সুস্থায়ী পরিবেশ	
● যোগাযোগ (রেল, সড়ক, বিমানবন্দর)		● দক্ষতা বৃদ্ধি	
● বাসস্থান		● সিদ্ধান্ত গ্রহণে মানুষের অংশগ্রহণ	
● বিপর্যয় মোকাবিলা			

সূত্র : Draft Concept Note on Smart City Scheme, 2014 (DCNSCS) নগরোন্নয়ন মন্ত্রক, ভারত সরকার।

চিত্র-১
স্মার্ট সিটি মডেল

সূত্র : ড্যানিয়েল ডোর‍্যান (২০১২)।

(চিত্র-১)।

(১) অর্থনৈতিক উপাদানগুলোর মধ্যে গণপ্রশাসন আর অর্থনৈতিক বিষয়গুলোকে ধরা হয়। যেমন, প্রশাসনিক মডেল, নবনগরায়ণ, শহুরে গতিশীলতা, ক্লাউড কম্পিউটিং, নিরাপত্তা, কর্মসংস্থান ইত্যাদি।

(২) পরিবেশগত উপাদানগুলোর মধ্যে সম্পদ ব্যবহারে পরিকাঠামো যেমন, জল, বায়ু বা বিদ্যুতের ব্যবহার, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, বেসরকারি ও সরকারি পরিবহণ, ভৌগোলিক তথ্য আহরণ, সবুজ পরিবেশ, জলবায়ু পরিবর্তন পরিমাপ প্রভৃতি।

(৩) সামাজিক উপাদানগুলোর মধ্যে গোষ্ঠী জীবন, নাগরিকদের চিকিৎসা ব্যবস্থা, গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা, সামাজিক নিরাপত্তা, মানবসম্পদ, প্রশাসনিক ক্ষেত্রে নাগরিকদের অংশগ্রহণ ইত্যাদি বোঝায়।

■ **ভারতে 'স্মার্ট সিটি'-র প্রয়োজনীয়তা :**

ভারতে 'স্মার্ট সিটি'-র প্রয়োজনীয়তা আছে। কারণ নগরায়ণের মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নতির পথ প্রশস্ত নয়। ভারতের মতো উন্নয়নশীল দেশে যেখানে মোট জনসংখ্যার ৩১ শতাংশ শহরবাসী (২০১১) এবং মোট দেশীয় উৎপাদনের ৬০ শতাংশ আসে শহর থেকে (চিত্র-২)। সেখানে বর্ধিত জনসংখ্যার বাসস্থানের জন্য শহর পুনর্নবীকরণ (আরবান রিনিউয়াল) বা পরিকল্পনা করা একান্ত প্রয়োজন। শুধু তাই নয়, আগামী ১৫ বছরের মধ্যে জাতীয় উৎপাদনের ৭.৫ শতাংশ আসবে শহর থেকে। তাই শহরকে আর্থিক বৃদ্ধির চালিকাশক্তি বলা হয়। ভারতে নগরায়ণের হার ক্রমশ বাড়ছে। তাই আরও অনেক পরিকল্পিত নগরী গড়া দরকার, যাতে এই হার আরও দ্রুততর হয়, প্রযুক্তিগত উন্নতির সুবিধা পাওয়া যায়, কর্মসংস্থান বাড়ে, জীবনযাত্রার মান উন্নত হয় আর এ সমস্ত কারণেই 'স্মার্ট সিটি' গড়ে ওঠা দরকার (চিত্র-৩)।

দ্বিতীয়ত বলা যায় ভারতে শহুরে পরিব্রাজনের সংখ্যা ক্রমশ বাড়ছে। পরিসংখ্যান মতে প্রায় প্রতি মিনিটে ২৫-৩০ জন গ্রাম থেকে প্রধান শহরগুলোতে চলে আসছে। এতে একটা নতুন মধ্যবিত্ত শ্রেণির (নিও মিডিল ক্লাস) আবির্ভাব হচ্ছে যারা আরও ভালো জীবনযাপনের সুবিধা ভোগ করতে চাইছে। এদের বাসস্থান আর পরিষেবার জন্যও নতুন করে শহর পরিকল্পনা করা দরকার, না হলে বর্তমান শহরগুলো ক্রমশ বসবাসের অযোগ্য হয়ে পড়বে। তাই সরকারি পরিকল্পনায় যে 'স্মার্ট সিটি'-গুলো তৈরি হবে তা বর্তমান বড় শহরগুলোর উপনগরী রূপে থাকবে আর এর জন্য মূলত মাঝারি আকারের শহরগুলোকেই আধুনিকীকরণের মাধ্যমে নবরূপ দেওয়া হবে।

তৃতীয়ত, এখন নগরায়ণের সঙ্গে পরিবেশের ধারণা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। বিশ্বের বহু দেশেই উন্নতির জন্য অচিরাচরিত শক্তি এবং শক্তির নিবিড় ব্যবহারের উপর

চিত্র-২
ভারতে জিডিপি-তে শহরের অবদান (শতাংশ)

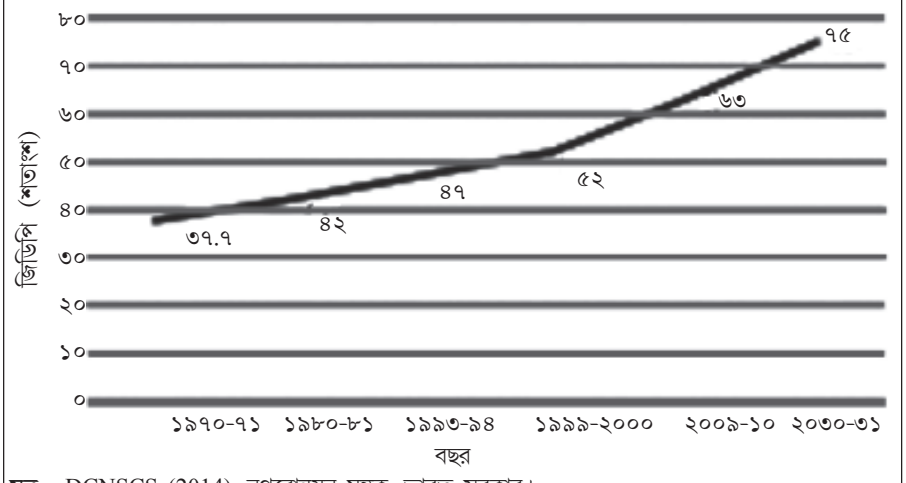

সূত্র : DCNSCS (2014), নগরোন্নয়ন মন্ত্রক, ভারত সরকার।

চিত্র-৩
স্মার্ট শহরের ধারণা

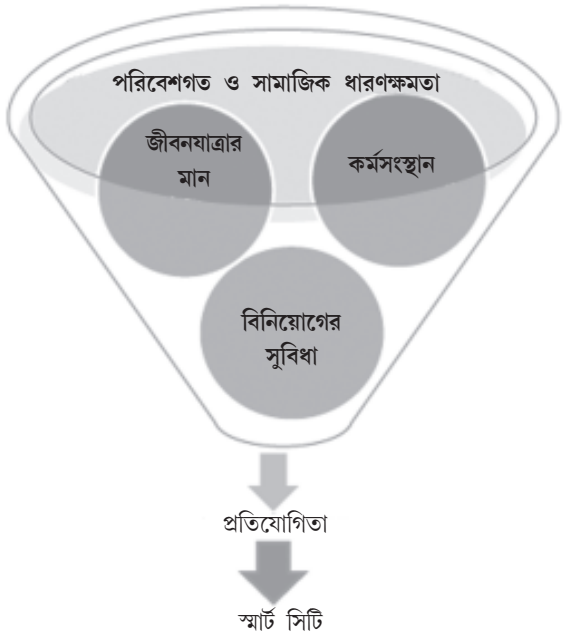

সূত্র : DCNSCS (2014), নগরোন্নয়ন মন্ত্রক, ভারত সরকার।

জোর দেওয়া হচ্ছে। ভারতও তার ব্যতিক্রম নয়। এ ক্ষেত্রে পরিবেশের সুস্থায়ীতার জন্য কম শক্তি খরচ করাই যখন লক্ষ্য তখন 'স্মার্ট সিটি'-ই প্রযুক্তির আধুনিকতর প্রয়োগের মাধ্যমে এর সুরাহা করতে পারে।

■ **ভারতে স্মার্ট শহর গড়ে তোলার পদক্ষেপ :** 'স্মার্ট সিটি'-র মূল উপাদানগুলো ভারতে কার্যকরী করতে ইতিমধ্যে বেশ কিছু পরিকল্পনা, বাজেট ধার্য করা হয়েছে। এই পদক্ষেপ গ্রহণ নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়। যেমন—

● স্মার্ট শাসন প্রক্রিয়া ● স্মার্ট শক্তি ● স্মার্ট পরিবেশ ● স্মার্ট পরিবহণ ব্যবস্থা ● স্মার্ট যোগাযোগ ব্যবস্থা ● স্মার্ট বাসভবন ● 'অদ্ভুত' শহর

■ **ভারতে 'স্মার্ট সিটি'-র বৈশিষ্ট্য :** ভারত সরকারের 'স্মার্ট সিটি' সংক্রান্ত নির্দেশিকায় এই শহরের কিছু বৈশিষ্ট্য তুলে ধরা হয়েছে—

(১) এলাকাভিত্তিক উন্নয়নের জন্য মিশ্র ভূমি ব্যবহারের ওপর জোর দেওয়া হচ্ছে। অপরিকল্পিত অঞ্চলে বিভিন্ন উপায়ে প্রগাঢ় ভূমি ব্যবহার যাতে জমিকে আরও কার্যকরভাবে ব্যবহার করা যায়। এর জন্য কিছু পরিবর্তন বা জমি সংক্রান্ত আইনে নমনীয়তা গ্রহণযোগ্য।

(২) বাসস্থান নির্মাণ ও অন্তর্ভুক্তিকরণ—সবার জন্য বাসস্থান প্রকল্প রূপায়ণ (হাউসিং ফর অল)।

(৩) চলনযোগ্য বসতি অঞ্চল (ওয়াকেবেল লোকালিটি) তৈরি করা যাতে ভিড় বা যানজট এড়ানো সম্ভব হয়। শুধু পরিবহণের জন্যই রাস্তা তৈরি নয় বরং পথচারী আর সাইকেল আরোহীদের জন্য এই পথ ব্যবস্থা করা সম্ভব।

(৪) উন্মুক্ত স্থান সংরক্ষণ (প্রিসার্ভিং অ্যান্ড ডেভেলপিং ওপেন স্পেস) বিশেষত পার্ক, খেলার মাঠ, বিনোদনের স্থান, যাতে শহরবাসী দূষণমুক্ত বায়ু সেবন করতে পারে এবং উত্তাপ (আরবান হিট আইল্যান্ড) হ্রাস করা যায় ও বাস্তুতন্ত্রে ভারসাম্য আসে।

(৫) বিভিন্ন ধরনের যানবাহনের বিপণন ও ব্যবহার (ট্রানসিট ওরিয়েন্টেড ডেভেলপমেন্ট)।

(৬) শাসন প্রক্রিয়াকে নগরবাসীর কাছে আরও সহজলভ্য ও আর্থিকভাবে সংগতিপূর্ণ করা—বিশেষত মোবাইলের মাধ্যমে অনলাইন পরিষেবা দান, পৌরসভা না গিয়েই দ্রুত সমস্যা সমাধান প্রভৃতি।

(৭) শহরগুলোর নিজস্ব খাদ্যবৈশিষ্ট্য, সংস্কৃতি ও কলা, হস্তশিল্প ইত্যাদির ভিত্তিতে আলাদা পরিচয় গড়ে তোলা।

● পরিকাঠামো আর পরিষেবায় 'স্মার্ট' (সমাধান) চালু করে এগুলোকে আরও উন্নত করা। যেমন—

❖ জনগণের জন্য তথ্য
❖ ক্ষোভ প্রশমন
❖ অপরাধ শনাক্তকরণে ভিডিও নজরদারি
❖ ই-পরিষেবা প্রদানের ব্যবস্থা
❖ জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণ
❖ বর্জ্যের পুনর্ব্যবহার ও হ্রাস
❖ দূষিত ও অপচয় হওয়া জলের পুনর্ব্যবহার
❖ জলের গুণমানের উপর নজরদারি
❖ স্মার্ট মিটার ও ব্যবস্থাপনা
❖ পুনর্ব্যবহারযোগ্য শক্তির উৎস সন্ধান ও ব্যবহার, শক্তির অপব্যবহার নিয়ন্ত্রণ ও গ্রিন বিল্ডিং
❖ স্মার্ট পার্কিং ও দক্ষ পরিচালন ব্যবস্থা

প্রভৃতি।

■ **স্মার্ট শহর নির্বাচন ও উন্নয়ন :** কেন্দ্রীয় সরকারের এই ৪৮০০০ কোটি টাকার প্রকল্পে প্রতিটা রাজ্যের শহরগুলোর মধ্যে প্রতিযোগিতার মাধ্যমে উপযুক্ত ১০০টি শহর বেছে নেওয়া হবে অনুদানের জন্য। এর জন্য আয়োজিত হয়েছে একটি প্রতিযোগিতা। স্ব-মূল্যায়িত ফর্ম পূরণের পরে চরম পর্যায়ে র‍্যাংকিং-এর জন্য নির্দিষ্ট মাপকাঠি অনুযায়ী রাজ্যগুলি নম্বর দেবে যার মধ্যে রয়েছে স্বনির্ভরতা (২৫ শতাংশ), বর্তমান পরিষেবা এবং আগামী ৩ বছরের কর্মপরিকল্পনা (২৫ শতাংশ), সংস্কারের জন্য কাজের বিগত রেকর্ড (১৫ শতাংশ) এবং আগামী দিনের দূরদর্শী পদক্ষেপ ও তার গুণমান (১৫ শতাংশ)। যে পরিকাঠামো শহরে তৈরি করা হবে তা পিপিপি মডেল বা সরকারি-বেসরকারি উদ্যোগে। কেন্দ্রের বিনিয়োগের মধ্যে ৬০ শতাংশ পরিকাঠামো গড়ে তোলার জন্য, ১০ শতাংশ ই-প্রশাসনের জন্য ধার্য হয়েছে। বাকি অংশ বেসরকারি সহায়তায় অন্যান্য প্রকল্পের জন্য নির্ধারিত। সরকার ছাড়া অন্যান্য বিনিয়োগের উৎস পুলড্ মিউনিসিপাল ডেট অবলিগেশন (PMDO), রিয়েল এস্টেট ইনফ্রাস্ট্রাকচার ট্রাস্ট (REITS), ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেট ফান্ড (IDF), করমুক্ত পৌরসভার বন্ড প্রভৃতি। 'স্মার্ট সিটি' প্রস্তুতির পরবর্তী ধাপগুলো হল— GIS মানচিত্রকরণ, স্থানীয় মানচিত্র তৈরি, তথ্য-প্রযুক্তি আর মাস্টার প্ল্যান তৈরি।

শহর নির্বাচনের ক্ষেত্রে চলতি বছরে ২০টি এবং পরের দু বছরে ৪০টি করে শহরকে বেছে নেওয়া হবে 'স্মার্ট সিটি'-তে পরিণত করার জন্য। প্রকল্প রূপায়ণের জন্য বিশ্বমানের শতাধিক বিশেষজ্ঞকে নিয়ে গড়া হয়েছে ভারতের স্মার্ট সিটি পর্ষদ। প্রত্যেক রাজ্য থেকে অন্তত একটা শহরকে এর জন্য বেছে নেওয়া হবে। কেন্দ্রের দেওয়া মূল রূপরেখা অনুযায়ী প্রত্যেক রাজ্য কিছু শহরকে মনোনীত করবে। তারপর প্রতিযোগিতার মাধ্যমে বাছাই হওয়া শহরগুলো পরবর্তী পর্যায়ে এলাকাভিত্তিক উন্নয়নের কোন ধরনের মডেল অনুসরণ করবে তা ঠিক করা হবে। এই উন্নয়নের মডেল মূলত চার ধরনের হতে পারে: রেট্রোফিটিং, গ্রিনফিল্ড্, রি-ডেভেলপমেন্ট বা প্যান-সিটি।

উত্তর-পূর্ব রাজ্যগুলোর ক্ষেত্রে নির্ধারিত যে কোনও মডেলের বরাদ্দ জমির অর্ধেক স্থান শহরের জন্য নির্বাচন করা হবে। এসবের জন্য প্রতিযোগিতার মাধ্যমে নির্দিষ্ট শহর শনাক্তকরণের মূল বিচার্য বিষয়গুলো হল—

❖ ই-গভর্ন্যান্স ও অনলাইন অভিযোগ প্রতিবিধানের ব্যবস্থা

❖ ই-নিউজলেটার প্রকাশ

❖ অনলাইনে যাবতীয় সরকারি আয়-ব্যয়ের হিসাব দাখিল

❖ স্বচ্ছ ভারত অভিযানের সাফল্য ও অগ্রগতি

❖ কর্মীদের নিয়মিত বেতন দেওয়ার রেকর্ড

❖ নাগরিক সংস্কার ও জনগণের অংশগ্রহণ সংক্রান্ত নীতির বাস্তবায়ন।

কিছু প্রশ্ন

স্মার্ট সিটি নিয়ে বহু চর্চা হলেও এর পরিকল্পনা রূপায়ণ প্রসঙ্গে কিছু প্রশ্ন থেকে যায়। যেমন, বিদেশের অনুকরণে হলেও ভারতীয় শহরের বর্ধিত জনসংখ্যার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে শহরগুলো কতটা স্মার্ট হতে পারবে কিংবা তৃতীয় বিশ্বের দেশে যেখানে অর্থনৈতিক সমস্যাই প্রকট, তার মধ্যে সেখানে এই সমস্ত পদক্ষেপ গোটা দেশে আদৌ কার্যকর করা সম্ভব হবে কি না। বিশেষত বাসস্থান আর পরিষেবার সমস্যা সমাধান ভারতের মতো বিশ্বের দ্বিতীয় জনবহুল দেশে কি এত সহজে করা সম্ভব? দ্বিতীয়ত, প্রযুক্তি প্রয়োগ, ICT, ই-প্রশাসন ইত্যাদির জন্য বেসরকারি বিনিয়োগ ও নির্ভরতার প্রসঙ্গ বড় হয়ে উঠেছে। এ ব্যাপারে কতটা সহযোগিতা পাওয়া যাবে?

তৃতীয়ত, ভারতে ২০৩০ সালের মধ্যে শ্রমিক হিসাবে শহরে বস্তিবাসীর সংখ্যা ৩৬ মিলিয়নে পৌঁছাবে। এই বিপুল সংখ্যক দরিদ্র মানুষের মাথা গোঁজার ঠাঁই বা শৌচালয়ের ব্যবস্থা করাও কি সম্ভব? স্মার্ট সিটি গড়ে উঠবে সেখানে বস্তিবাসীরা তাদের ন্যূনতম সুযোগ-সুবিধা পাবে কি? যদিও সকলের জন্য বাসস্থান প্রকল্পে ২০২২ সালের মধ্যে অর্থাৎ ভারতের স্বাধীনতা লাভের ৭৫ বছরের মধ্যেই নিম্ন আয়ের মানুষদের জন্য ২ কোটি বাড়ি বানাবার কথা বলা হয়েছে।

এর সঙ্গে আর একটা বিষয়ও খেয়াল রাখা দরকার স্মার্ট সিটি তৈরি করতে গিয়ে ভারতের গ্রামগুলো যেন অবহেলিত না হয়, অর্থাৎ গ্রাম শহরের ব্যবধান যেন আরও না বাড়ে। কারণ ২০১৮ সালের মধ্যেই ভারতে প্রায় ২০ মিলিয়ন গ্রামবাসী ইন্টারনেট ব্যবহারকারী হয়ে উঠবে। তাই এখন একই পথ অনুসরণ করে স্মার্ট গ্রামও তৈরি করার পরিকল্পনাও ভাবতে হবে।

স্মার্ট সিটি তৈরি অনেক দিক থেকেই যুক্তিযুক্ত, বিশেষত বর্তমান মেট্রোপলিটান শহরগুলো থেকে মাঝারি মানের শহরগুলোতে বিকাশের কেন্দ্রবিন্দুর স্থানান্তরের জন্য। তবে স্মার্ট সিটি পরিকাঠামোগত উন্নতিই যথেষ্ট নয়, বরং নাগরিকদেরও অনেক স্মার্ট হতে হবে। তার জন্য দরকার নিজেদের দৈনন্দিন অভ্যাস বদলানোর। ভারতের অনেক শহরেই প্লাস্টিক ব্যবহার নিষিদ্ধ, প্রকাশ্যে থুতু ফেললে কড়া শাস্তি অনিবার্য, অথচ এসবের কোনওটাই শুধু আইন প্রণয়নের দ্বারা সম্ভব নয়, যতক্ষণ না নাগরিকরা সচেতন হচ্ছে। তাই ভারতের বর্তমান আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতিতে স্মার্ট সিটি-র দূরদর্শিতা যুক্তিযুক্ত, যদিও বাস্তবায়ন কঠিন। তবে পরিবেশ, অর্থনীতি আর সমাজ এই তিনটে বিষয়কে পাশাপাশি রেখে যদি শহর উন্নয়নের পরিকল্পনা করা হয়, তবে অচিরেই ভারতের নগরায়ণের মানচিত্রে একটা রদবদল ঘটবে।❑

[লেখক উত্তর ২৪ পরগনার নেতাজি শতবার্ষিকী মহাবিদ্যালয়ে ভূগোল বিষয়ে অধ্যাপনা করেন।]

উল্লেখপঞ্জি :

- এই সময়, সংবাদপত্র
- নগরোন্নয়ন মন্ত্রক, ভারত সরকার (MOUD)
- www.smartcitiesindia.com
- World Economic Forum
- Institute of urban transport, India
- Price water home Coopers (Barcelona as a Smart City), 2014

রাষ্ট্রপতি ভবন : এক ঐতিহ্যমণ্ডিত স্মার্ট টাউনশিপ

কোনও শহরে নাগরিকদের উন্নতমানের পরিষেবা পৌঁছে দিতে ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহার করা হলে সেই শহরকে 'স্মার্ট সিটি' বলা চলে। স্যার এডউইন লুটিয়েনের নকশায় তৈরি রাজধানীর প্রাণকেন্দ্রের ৩৩০ একর জুড়ে বিস্তৃত রাষ্ট্রপতি ভবন ও সংলগ্ন 'প্রেসিডেন্টস এস্টেট'কে একটি মডেল 'স্মার্ট সিটি' হিসাবে গড়ে তোলা যে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে তারই বিশদ বিবরণ দিয়েছেন **সুরেশ যাদব।**

রাষ্ট্রপতি ভবন—এক ঐতিহ্যমণ্ডিত স্থান

এদেশের প্রাসাদোপম রাষ্ট্রপতি ভবনের সমতুল্য স্থাপত্যের নিদর্শন বিশ্বে খুব কমই রয়েছে। এই বিশাল অট্টালিকার স্থাপত্য চোখ জুড়িয়ে দেয়। ভারতীয় ও পাশ্চাত্যের স্থাপত্যশৈলীর সংমিশ্রণে এই ভবনের নকশা তৈরি করেছিলেন প্রখ্যাত ব্রিটিশ স্থপতি স্যার এডউইন লুটিয়েন। ভারতে ব্রিটিশ ভাইসরয়ের বাসস্থান হিসাবেই এই ভবনটির পরিকল্পনা করা হয়েছিল বলে একে প্রথমে 'ভাইসরয়েস হাউস'ই বলা হত। তারপর ১৯৫০ সালের ২৬ জুন ভবনটির নতুন নামকরণ হয় 'রাষ্ট্রপতি ভবন' যা কিনা বিশ্বের বৃহত্তর গণতন্ত্রের রাষ্ট্রপতির সরকারি বাসভবন।

৩৩০ একর জমি জুড়ে ছড়িয়ে থাকা চত্বরে ভবনটিই গড়ে উঠেছে ৫ একর জমির ওপর। ইংরাজির বর্ণমালায় 'H' অক্ষরের মতো আকৃতির ভবনটি প্রস্থে ১৯৫ মিটার এবং গভীরতায় ১৬৫ মিটার। চারটি তলায় ৩৪০টি কক্ষ, আড়াই কিলোমিটার দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট করিডোর, ২২৭টি স্তম্ভ এবং ৩৭টি ফোয়ারা নিয়ে এক অভিনব স্থাপত্যকীর্তির সাক্ষ্য বহন করছে এই ভবন। রাষ্ট্রপতি ভবনের প্রধান আকর্ষণ 'সেন্ট্রাল ডোম' গড়ে উঠেছে সাঁচির স্তূপের আদলে। এই ভবনের স্তম্ভগুলিতে মন্দিরের যে ঘণ্টা রয়েছে তা হিন্দু, বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের ঐতিহ্যেরই পরিচয় বহন করছে। ভবনের সম্মুখভাগকে বলা হয় ফোরকোর্ট। এই ফোরকোর্টে রয়েছে ২০০ মিটার লম্বা স্তম্ভের সারি। ফোরকোর্ট থেকে যে পথটি পোর্টিকোর (বারান্দা) দিকে চলে গেছে সেখানে ষাঁড়ের প্রতীকসহ অশোক স্তম্ভের (বুল ক্যাপিটাল অব অশোক পিলার) এক অসামান্য স্থাপত্যকীর্তি রয়েছে। সামনের প্রাঙ্গণের ঠিক মাঝখানে রয়েছে জয়পুর স্তম্ভ যার চূড়াটির ওপর শোভা পাচ্ছে 'স্টার অব ইন্ডিয়া', এই ভবনের কার্যালয়ে ৩ হাজারেরও বেশি কর্মী কাজ করেন এবং এই ভবন সংলগ্ন আবাসন কমপ্লেক্সে (প্রেসিডেন্টস এস্টেট) ৮ হাজারেরও বেশি বাসিন্দা রয়েছেন।

রাষ্ট্রপতি ভবনের বিশাল অভ্যর্থনা কক্ষে বিভিন্ন ঐতিহ্যমণ্ডিত স্থান দেখার জন্য দর্শনার্থীদের প্রবেশ পত্র দেওয়া হয়। অভ্যর্থনা কক্ষ বা রিসেপশন পেরিয়ে দর্শনার্থীরা দেখতে পাবেন—

ক) **মার্বেল হল :** এখানে ভাইসরয় ও ব্রিটিশ রাজপুরুষদের ছবির সঙ্গে ব্রিটিশ আমলের নানান স্থাপত্যকীর্তি ও শিল্পকর্মও রয়েছে।

খ) **দরবার হল :** জমকালো ঝাড়বাতি, জয়শলমিরের উজ্জ্বল হলুদ মার্বেল পাথর শোভিত বিশাল এই কক্ষে রয়েছে গৌতম বুদ্ধের মূর্তি। স্বাধীনতা লাভের পর এই দরবার হলেই ১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট নতুন সরকার শপথ গ্রহণ করেছিল।

গ) **গ্রন্থাগার :** ১৮০০ থেকে ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে প্রকাশিত ২০০০-এরও বেশি দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থের সম্ভার রয়েছে এই গ্রন্থাগারে।

ঘ) **অশোক হল :** এটি আসলে ছিল ভাইসরয়দের 'বলরুম'। এখন এখানে রাষ্ট্রপতি ভবনের নানান উৎসব অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এই হলের সিলিং-এ শোভা পাচ্ছে ফতেহ্ আলি শাহের অসামান্য চিত্রকলা।

ঙ) **মুঘল গার্ডেনস :** একে বলা যেতে পারে রাষ্ট্রপতি ভবনের প্রাণকেন্দ্র। ১৫ একর বিশিষ্ট জমি জুড়ে ১২০ রকমের উদ্ভিদ প্রজাতির সমারোহ এখানে। মুঘল গার্ডেনের তিনটি অংশ রয়েছে যথা—১) রেকটাঙ্গুলার (সমকোণী চতুর্ভুজাকার) গার্ডেন, ২) লং (লম্বা) গার্ডেন, ৩) সার্কুলার (গোলাকার) গার্ডেন।

রাষ্ট্রপতি ভবনকে কেন্দ্র করে রাষ্ট্রপতির পরিকল্পনা

ভারতের ত্রয়োদশ রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখোপাধ্যায় রাষ্ট্রপতি ভবনকে শুধুমাত্র ঔপনিবেশিক যুগের আড়ম্বরের এক নিদর্শন করে রাখতে চাননি। তিনি এই প্রাসাদ ও এখানকার কাজকর্ম নিয়ে এতদিন যে এক রহস্যের আবরণ ছিল তা তুলে দিতে চেয়েছেন। এই কারণেই রাষ্ট্রপতি ভবনে প্রবেশের নিয়মকানুন অনেক সহজ করে দিয়েছেন তিনি। 'প্রেসিডেন্টস এস্টেট'-এ অনেক রকম সুযোগ-সুবিধা ও স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থাও করেছেন।

দেশের সাধারণ নাগরিকদের কাছে সমানাধিকারের ভিত্তিতে তথ্য পৌঁছে দিতে রাষ্ট্রপতি ভবনে বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে নাগরিকদের কাছে যথাযথ উপায়ে বিভিন্ন পরিষেবা পৌঁছে দিতে ই-গভর্ন্যান্সের বিভিন্ন উদ্যোগ। এছাড়াও রয়েছে ভারতের রাষ্ট্রপতির নিজস্ব ওয়েবসাইট, অনলাইন ই-কনফারেন্স ম্যানেজমেন্ট

চিত্র-১
'স্মার্ট সিটি' প্রযুক্তির পথে যাত্রা

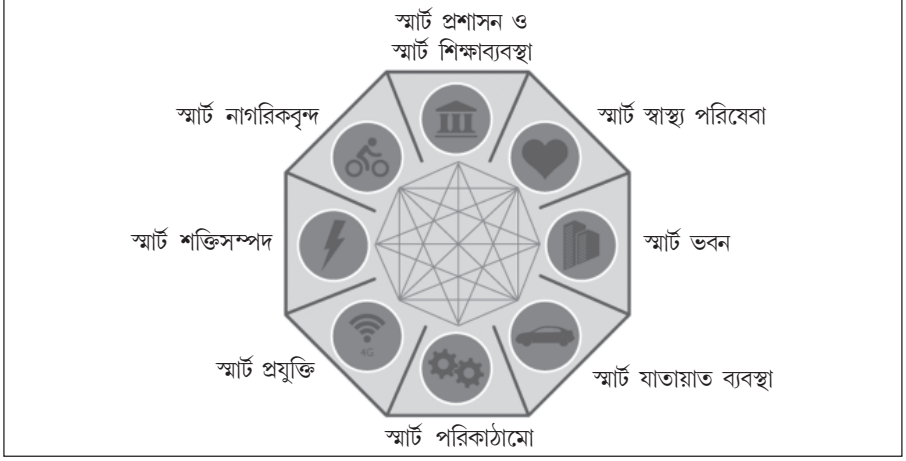

সিস্টেম, ই-ম্যানেজমেন্ট অব ভিজিটর্স সিস্টেম, আর এফ আই ডি ও নিরাপত্তার জন্য স্মার্ট কার্ড প্রযুক্তি এবং ওয়াই-ফাই পরিষেবার মতো আরও অনেক ব্যবস্থাপনা।

স্মার্ট সিটি প্রযুক্তির পথে যাত্রা

কোনও শহর পরিচালনার ব্যবস্থায় নাগরিকদের কাছে দক্ষ এবং সক্রিয়ভাবে উন্নত মানের নাগরিক পরিষেবা পৌঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রে ডিজিটাল প্রযুক্তিকে যখন কাজে লাগানো হয় তখনই সেই শহরকে 'স্মার্ট সিটি' বলা যেতে পারে। প্রাথমিকভাবে পরিবহণ, ট্রাফিক পরিচালনা, বিদ্যুৎ, স্বাস্থ্য পরিষেবা, জল ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনার মতো

চিত্র-২
স্মার্ট সিটি উদ্যোগের আওতায় অগ্রাধিকার প্রাপ্ত বিভিন্ন ক্ষেত্র

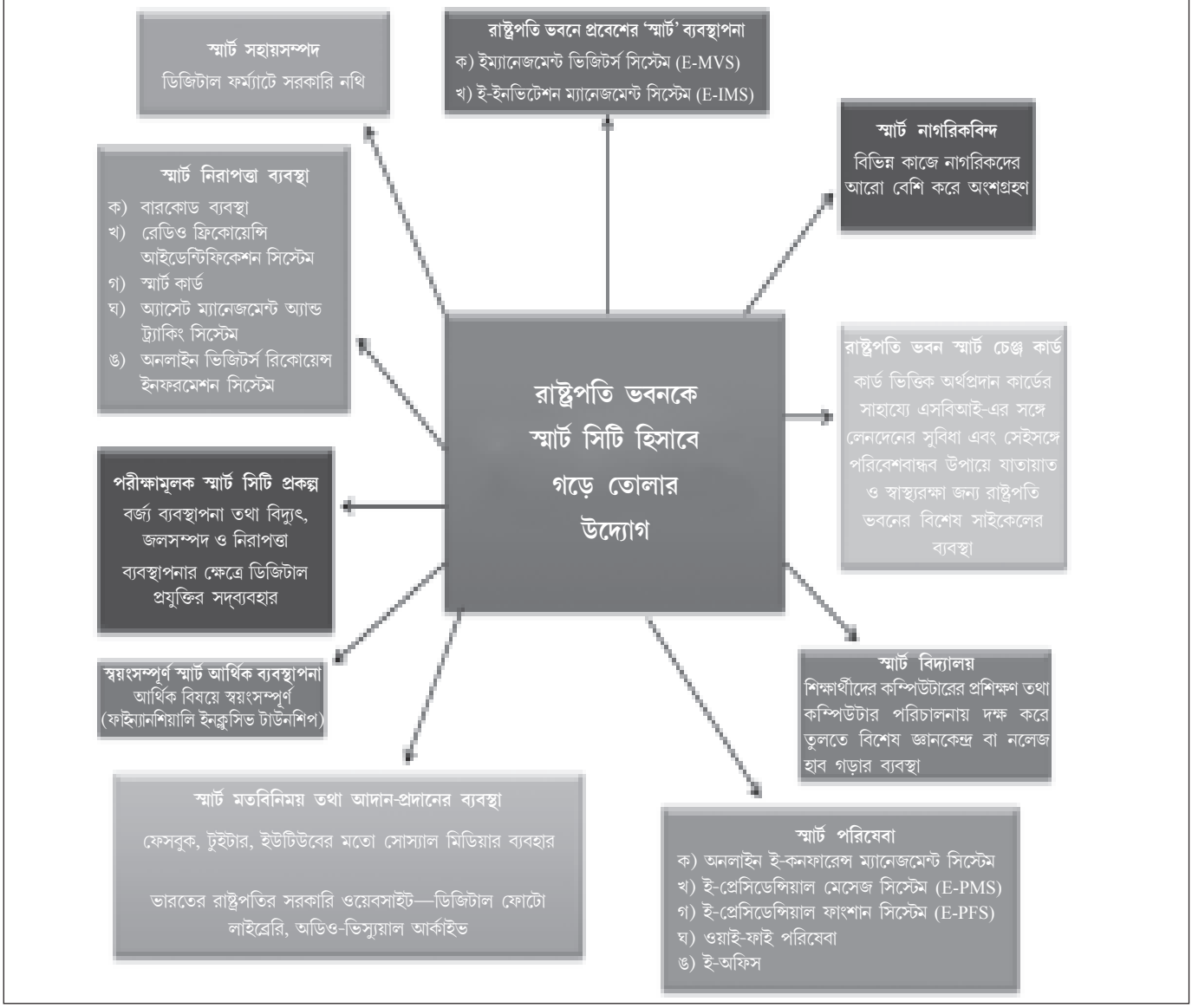

ক্ষেত্রেই এই প্রযুক্তি ব্যবহারের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। প্রযুক্তির এই অগ্রগতির দিকে লক্ষ রেখেই রাষ্ট্রপতি ভবনকে 'স্মার্ট সিটি'তে পরিণত করার ভাবনাটা মাথায় আসে। এর পরই 'প্রেসিডেন্টস এস্টেট'কে দেশের প্রথম 'স্মার্ট সিটি' করে তোলার উদ্যোগ নেওয়া হয়। ৩৩০ একর জুড়ে বিস্তৃত ঐতিহ্যমণ্ডিত স্থানটিকে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি চালিত ও সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত ও স্বয়ম্ভর টাউনশিপ হিসাবে গড়ে তোলার প্রয়োজনীয় সমস্ত ব্যবস্থাই নেওয়া হবে। রাষ্ট্রপতি ভবনকে 'স্মার্ট সিটি' হিসাবে গড়ে তোলার পরিকল্পনায় প্রথমেই চারটি পদক্ষেপ চিহ্নিত করা হয়েছে যেমন—

● **ই-সার্ভিসেস বা ই-পরিষেবা :** পৌর পরিষেবাগুলির দক্ষতা ও কার্যকারিতা বাড়াতে ডিজিটাল প্রযুক্তির সদ্ব্যবহার।

● **যৌথ উপাদান বা কো-প্রোডাকশন :** সরকারি পরিষেবাগুলির সৃষ্টিতে বাসিন্দাদের অংশগ্রহণের পথ প্রশস্ত করতে প্রযুক্তির মাধ্যমে বিভিন্ন সুযোগ তৈরি।

● **ই-ডেমোক্র্যাসি :** সাধারণ মানুষের জীবনে প্রভাববিস্তারকারী বিভিন্ন সরকারি পদক্ষেপ ও সরকারি নীতির রূপরেখা নির্ধারণের ক্ষেত্রে নাগরিকদের শামিল করতে প্রযুক্তির ব্যবহার।

● **স্বচ্ছতা :** জনসাধারণের হাতের নাগালে সহজেই প্রয়োজনীয় সমস্ত তথ্য পৌঁছে দিতে ডিজিটাল প্রযুক্তির সদ্ব্যবহার।

প্রশাসনিক দক্ষতা বৃদ্ধি, সহায়সম্পদের যথাসম্ভব সদ্ব্যবহার এবং পরিবেশ বান্ধব উপায়ে (কোনও কাগজ ব্যবহার না করে) জনসাধারণের সন্তোষ বিধানের পক্ষে ২০১২ সাল থেকেই রাষ্ট্রপতি ভবনে ই-গভর্ন্যান্সের বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। মডেল স্মার্ট সিটি গড়ে তোলার পথে এগুলিই ছিল প্রথম পদক্ষেপ। রাষ্ট্রপতি ভবনে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (ICT) চালিত প্রধান যে সমস্ত উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে সেগুলি হল—

ক) **ভারতের রাষ্ট্রপতির নিজস্ব ওয়েবসাইট :** ভারতের রাষ্ট্রপতির অনলাইন ওয়েবসাইটটিতে বর্তমান রাষ্ট্রপতি ও রাষ্ট্রপতি ভবন সম্পর্কিত প্রাসঙ্গিক সমস্ত তথ্য মিলবে। সহজে ব্যবহারযোগ্য এবং আদান-প্রদানমূলক (ইন্টার-অ্যাকটিভ) এই ওয়েবসাইটটিতে রাষ্ট্রপতি ভবনের বিভিন্ন ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক নিদর্শনের ছবিসহ বিস্তারিত তথ্যও পাওয়া যাবে। এছাড়াও এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমেই ঢুকে পড়া যাবে রাষ্ট্রপতি ভবনের ফোটো গ্যালারি বা অডিও-ভিস্যুয়াল লাইব্রেরিতে। ফেসবুক, টুইটার ও ইউটিউবের মতো সোশ্যাল মিডিয়ার সঙ্গেও এই ওয়েবসাইটের লিংক রয়েছে। অ্যান্ড্রয়েড স্মার্টফোন এবং ট্যাবলেটের মতো তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিচালিত যন্ত্রেও যাতে এই ওয়েবসাইট চালু থাকতে পারে সেইভাবেই এর নকশা করা হয়েছে।

খ) **অনলাইন ই-কনফারেন্স ম্যানেজমেন্ট ব্যবস্থাপনা :** রাষ্ট্রপতি ভবনে সমস্ত কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়/প্রতিষ্ঠানের উপাচার্য/অধিকর্তাদের বার্ষিক সম্মেলন আয়োজনের জন্য সহজে ব্যবহারোপযোগী ওয়েবভিত্তিক মঞ্চটি তৈরি করা হয়েছে। এই ডিজিটাল মঞ্চটির মাধ্যমে উপাচার্য/অধিকর্তারা তাঁদের বিশ্ববিদ্যালয়/প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য, সাফল্য, অগ্রগতির বিভিন্ন তথ্য বিনিময় করতে পারবেন। বিভিন্ন আলোচ্যসূচি স্থির করা, আলোচনা সভার আয়োজন করা বা ভবিষ্যতের বার্ষিক সম্মেলনের অংশগ্রহণকারী ও প্যানেলিস্টদের নাম চূড়ান্ত করার সময় এই তথ্যের সাহায্য নেওয়া যেতে পারে।

গ) **ই-ম্যানেজমেন্ট অব ভিজিটর্স সিস্টেম (E-MVS) :** রাষ্ট্রপতি ভবন দর্শনের জন্য সাধারণ মানুষের আবেদনপত্র পূরণের নিয়ম সরল করার জন্যই অনলাইন ওয়েবভিত্তিক মঞ্চটি তৈরি করা হয়েছে। বিপুল সংখ্যক তথ্য বাছাই করে দক্ষ, কার্যকর এবং স্বচ্ছ উপায়ে পরিষেবা প্রদানের মাধ্যমে এই ব্যবস্থা সরকার ও নাগরিক এবং নাগরিকের সঙ্গে সরকারের যোগাযোগ আরও সুদৃঢ় করেছে। এই ব্যবস্থায় যে এসএমএস এবং ইমেল বার্তা পাঠানো হল তা যে কোনও সময় যে কোনও ICT যন্ত্রের সাহায্যে পড়ে নেওয়া যায়।

ঘ) **ই-ইনভিটেশন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (E-IMS) :** রাষ্ট্রপতি ভবনে শিক্ষাসংক্রান্ত, সাংস্কৃতিক বা অন্যান্য যে সমস্ত উৎসব অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় ডিজিটাল মাধ্যমে তার আমন্ত্রণপত্র পাঠানোর জন্যই অনলাইন ওয়েবভিত্তিক এই মঞ্চটি তৈরি করা হয়েছে। এখানেও ডিজিটাল মাধ্যমে এসএমএস এবং ই-মেল বার্তা পাঠানো তথা প্রাপ্তিস্বীকার বার্তা পাওয়ার সুবিধা রয়েছে। জাতীয় রাজধানী অঞ্চল (এনসিআর) জুড়ে আমন্ত্রণ পাঠানোর সুবিধা রয়েছে এই ব্যবস্থাপনায়। এই ব্যবস্থা অত্যন্ত ব্যয়সাশ্রয়ী এবং একসঙ্গে বহুসংখ্যক আমন্ত্রণপত্র পাঠানোর ক্ষেত্রেও অতিরিক্ত লোকবলের প্রয়োজন হয় না।

চিত্র-৩
প্রেসিডেন্টস এস্টেটে ওয়াই-ফাই পরিষেবার উপযোগিতা

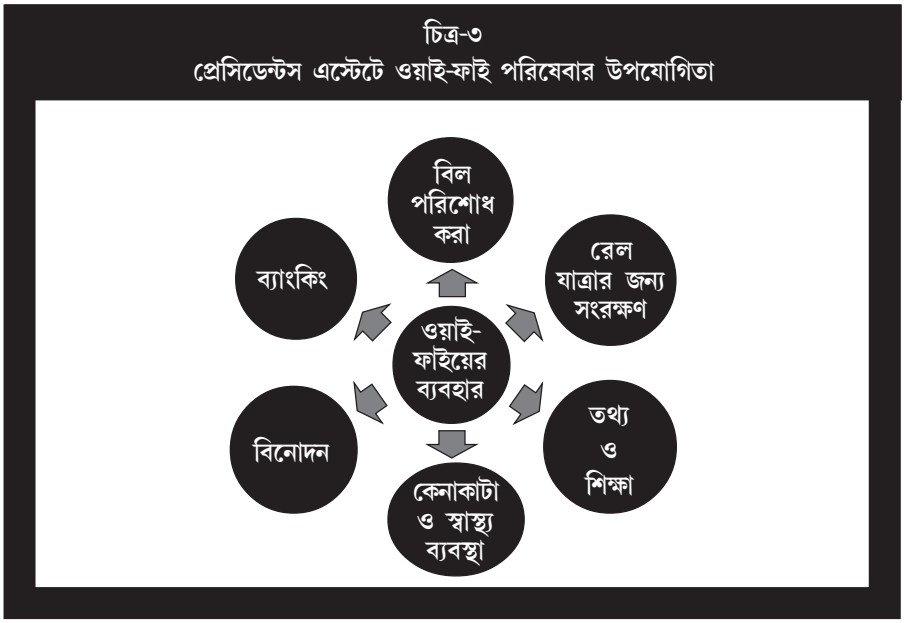

ঙ) **ই-প্রেসিডেনশিয়াল মেসেজ সিস্টেম (E-PMS) :** কাগজপত্রের ব্যবহার ছাড়াই নাগরিকদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনের লক্ষ্যেই অনলাইন ওয়েব ভিত্তিক মঞ্চটি তৈরি করা হয়েছে। এই ব্যবস্থার আওতায় বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠান উপলক্ষে রাষ্ট্রপতির বার্তা পাওয়ার জন্য নাগরিকরা ডিজিটাল মাধ্যমে আবেদন জানাতে পারেন। ই-মেলের মাধ্যমে রাষ্ট্রপতির বার্তা ডিজিটাল ফর্ম্যাটে (পিডিএফ ফর্ম্যাট) সংশ্লিষ্ট আবেদনকারীর কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হয় এবং এই আবেদন যে গ্রহণ করা হল তা এসএমএস-এর মাধ্যমে জানিয়ে দেওয়া হয়। দ্রুত এবং দক্ষভাবে পরিষেবা প্রদানের লক্ষ্যেই সহজে ব্যবহারোপযোগী এবং আদান-প্রদানমূলক এই ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলা হয়েছে।

চ) **ই-প্রেসিডেনশিয়াল ফাংশন সিস্টেম (E-PFS) :** শিক্ষাসংক্রান্ত সাংস্কৃতিক এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ উৎস অনুষ্ঠানে রাষ্ট্রপতির উপস্থিতি প্রার্থনা করে নাগরিকরা যাতে সহজে আবেদন জানাতে পারেন সেই জন্যই এই ডিজিটাল মাধ্যমটি তৈরি করা হয়েছে। এই ব্যবস্থায় অতিরিক্ত লোকবল বা সরঞ্জাম ছাড়াই বিপুল আবেদনপত্র নিয়েও সহজেই বিচার বিবেচনা করা যায়। এখানেও এসএমএস এবং ই-মেল বার্তা পাঠানোর ব্যবস্থা রয়েছে। এই ব্যবস্থা একদিকে যেমন ব্যয়সাশ্রয়ী তেমনই বিপুল সংখ্যক মানুষের কাছে সহজলভ্যও বটে।

উপরোক্ত ডিজিট্যাল ব্যবস্থাপনাগুলির সঙ্গে উপযোগী ও কার্যকর অন্যান্য প্রযুক্তির সমন্বয় সাধন করা হয়েছে যা কিনা একটি স্মার্ট সিটির বৈশিষ্ট্য। যেমন দর্শনার্থীদের প্রবেশপত্র এবং অতিথিদের ডিজিটাল আমন্ত্রণপত্র প্রদান ব্যবস্থার সঙ্গে বারকোড প্রযুক্তির সমন্বয় ঘটানো হয়েছে। এই বারকোড প্রযুক্তিতে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের ব্যক্তিগত তথ্যের বিশদ বিবরণ থাকবে যা ফোটোফিচার সমন্বিত বারকোড স্ক্যানারের মাধ্যমে যে কোনও নিরাপত্তাকর্মী ওই ব্যক্তির পরিচয় যাচাই করে নিতে পারবেন। এই বারকোড ব্যবস্থার মাধ্যমে সুষ্ঠুভাবে ট্রাফিক ব্যবস্থা পরিচালনার পাশাপাশি পার্কিং-এর সুবন্দোবস্তও করা যাবে।

ছ) **রেডিও-ফ্রিকোয়েন্সি আইডেন্টিফিকেশন (RFID) প্রযুক্তি :** রাষ্ট্রপতিকে দেওয়া সমস্ত উপহার তথা ঐতিহ্যবাহী সম্পদ ও শিল্পসামগ্রীর সঠিক রক্ষণাবেক্ষণের জন্য অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট ট্র্যাকিং ইনফরমেশন সিস্টেম (AMTIS)-এর আওতায় এই প্রযুক্তি গ্রহণ করা হয়েছে। এই RFID প্রযুক্তির সঙ্গে আবার স্মার্ট আই ভি কার্ডের ব্যবস্থার সমন্বয় সাধন করা হয়েছে। প্রেসিডেন্টস এস্টেটের সমস্ত বাসিন্দাকে এই পরিচয়পত্র দেওয়া হয়েছে। এতে নিরাপত্তা ব্যবস্থা অক্ষুণ্ণ রেখেই বাসিন্দারা নির্বিঘ্নে এস্টেটের ভেতরে প্রবেশ করতে পারেন। অন্যদিকে যারা এই এস্টেটের বাসিন্দা নন অথচ এই ভবনে প্রবেশের জন্য যাদের রাষ্ট্রপতি ভবন ওয়ার্কম্যান পাস সিস্টেম (RBWPS)-এর আওতায় কিছু নির্দিষ্ট পদ্ধতিগত শর্ত পূরণ করতে হয় তাদের ওপর নজরদারি এবং তারা যাতে সহজে প্রবেশ করে তা সুনিশ্চিত করার জন্যও এই RFID প্রযুক্তির সাহায্য নেওয়া হয়।

সরকারের বিভিন্ন দপ্তরে পারস্পরিক কাজকর্ম বা কোনও একটি দপ্তরের নিজস্ব কর্ম পদ্ধতির কার্যকারিতা ও স্বচ্ছতা সুনিশ্চিত করে প্রশাসনের কাজে দক্ষতা আনতে ন্যাশনাল ইনফর্মেটিক্স সেন্টার 'ই-অফিস' নামক একটি অনলাইন ডিজিটাল মাধ্যম তৈরি করেছে। রাষ্ট্রপতি ভবনের বিভিন্ন দপ্তরে এই ডিজিটাল মাধ্যমটি ব্যবহার করা হচ্ছে। এটি বিভিন্ন সরকারি কার্যালয়ের কর্মকাণ্ডকে আরও সহজসরল, দক্ষ, স্বচ্ছ এবং জনগণের প্রতি আরও দায়িত্বশীল করে তুলতে সাহায্য করছে। এটির মধ্যে পুনর্ব্যবহারের যে কাঠামো রয়েছে রাষ্ট্রপতি ভবনের খোলামেলা স্থাপত্যের পক্ষে তা মানানসই। কারণ বিভিন্ন সরকারি দপ্তরের মধ্যে হুবহু একই ই-অফিস কাঠামো ব্যবহার করা যাচ্ছে। এই ই-অফিস ব্যবস্থার মধ্যে ই-ফাইল ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম নলেজ ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম, লিভ ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম বা পার্সোনেল ইনফরমেশন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম রয়েছে সেগুলিকে দপ্তরের প্রয়োজন অনুযায়ী সাজিয়ে নেওয়া যেতে পারে।

যোগাযোগ ব্যবস্থার নিরাপত্তা আরও মসৃণ করার জন্য অনলাইন ভিজিটর্স রিকোয়েস্ট ইনফরমেশন সিস্টেমের সঙ্গে 'ই-অফিস'-এর সমন্বয় সাধন করা হয়েছে।

অনলাইন ভিজিটর্স রিকোয়েস্ট ইনফরমেশন সিস্টেম আদতে একটি ডিজিটাল ব্যবস্থাপনা, এর মাধ্যমে কোনও দর্শনার্থী বা অতিথির আগমনের খবর আগে থেকে সিকিউরিটি কনট্রোল রুমে পৌঁছে দেওয়া যায়। এর ফলে টেলিফোন মারফত খবর দেওয়ার প্রয়োজন পড়ে না। এতে নিরাপত্তা ব্যবস্থা আঁটোসাঁটো হবে। এই ব্যবস্থাপনায় কর্মীদের নথিভুক্ত মোবাইল থেকে পাঠানো বিভিন্ন অনুরোধও গ্রহণ করা যাবে। কঠোর নিরাপত্তা ব্যবস্থা বজায় রেখেও এই ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে অতিদ্রুত দক্ষভাবে পরিষেবা প্রদান সম্ভবপর হবে।

রাষ্ট্রপতি ভবনের সমস্ত দপ্তরকে এক্সপ্রেস ওয়াই-ফাই পরিষেবার দ্বারা যুক্ত করা হয়েছে। পরবর্তী পর্যায়ে পুরো প্রেসিডেন্টস এস্টেট জুড়ে ওয়াই-ফাই পরিষেবার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এখানকার বাসিন্দারা যাতে ওয়্যাললেস ইন্টারনেট পরিষেবার মাধ্যমে শিক্ষা, স্বাস্থ্য পরিষেবা, বিনোদন ও ব্যাংকিং সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় সমস্ত তথ্য হাতের নাগালে পেতে পারেন সেই জন্যই এই ব্যবস্থা। এছাড়াও রাষ্ট্রপতি ভবনের সমস্ত কর্মী ও বাসিন্দাকে 'রাষ্ট্রপতি ভবন স্মার্ট চেঞ্জ কার্ড' দেওয়া হয়েছে। এর মাধ্যমে তারা বিনা নগদে রাষ্ট্রপতি ভবনের সমস্ত পরিষেবা পেতে পারেন। এর সঙ্গে পরিবেশ রক্ষা ও কর্মী তথা বাসিন্দাদের সুস্বাস্থ্যের কথা মাথায় রেখে তাদের রাষ্ট্রপতি ভবনের বিশেষ বাইসাইকেলও দেওয়া হয়েছে।

প্রেসিডেন্টস এস্টেটের বাসিন্দাদের সন্তানদের জন্যও 'স্মার্ট স্কুল'-এর সুবিধা রয়েছে রাষ্ট্রপতি ভবনে। দ্বাদশ শ্রেণির শিক্ষার্থীদের কম্পিউটার বিজ্ঞানের শিক্ষা দিতে ও তাদের কম্পিউটার চালনায় দক্ষ করে তুলতে ইন্টেল ইন্ডিয়ার সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে ড. রাজেন্দ্রপ্রসাদ সর্বোদয় বিদ্যালয়টিকে একটি ডিজিটাল জ্ঞানকেন্দ্রে পরিণত করার লক্ষ্য গ্রহণ করা হয়েছে। এই উদ্যোগ শিক্ষাদানের পদ্ধতিতে এক আমূল পরিবর্তন এনেছে এবং এই শিক্ষা ছাত্রছাত্রীদের দেশ

চিত্র-৪

রাষ্ট্রপতির সামনে ছাত্রছাত্রীরা কম্পিউটার ও অন্যান্য ICT যন্ত্র চালানোয় দক্ষতা প্রদর্শন করছে

গঠনের কাজে একটু একটু এগিয়ে দিচ্ছে। এছাড়াও, ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহারে দক্ষ করে তোলার জন্য শিক্ষক-শিক্ষিকাদের প্রশিক্ষণেও সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছে ইনটেল। শিক্ষাদানের কাজে ট্যাবলেট সরবরাহ বা বিদ্যালয়ে ইলেকট্রনিক ডিসপ্লে বোর্ডের ব্যবস্থার মাধ্যমে পরিকাঠামো গড়ে তোলার ক্ষেত্রেও সাহায্য করেছে ইনটেল।

আইবিএম ইন্ডিয়ার সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে রাষ্ট্রপতি ভবনের 'স্মার্ট সিটি' পরীক্ষামূলক প্রকল্পেরও সূচনা হয়েছে। এই প্রকল্পে সংশ্লিষ্ট টাউনশিপ ও তার মূল সহায় সম্পদ তথা বিভিন্ন ব্যবস্থাপনার নেটওয়ার্কের পূর্ণাঙ্গ জিআইএস মানচিত্র থাকবে। ডিজিটাল প্রযুক্তির মাধ্যমে বিদ্যুৎ, জল, নিরাপত্তা ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনার মধ্যে সমন্বয় গড়ে তোলা হবে যাতে সামগ্রিক ব্যবস্থার কার্যকারিতা আরও বাড়ে। রাষ্ট্রপতি ভবন এবং প্রেসিডেন্টস এস্টেটে ইতিমধ্যেই ডিজিটাল ইলেকট্রিক্যাল মিটারের মাধ্যমে বিদ্যুৎ বিতরণের ওপর নজরদারির ব্যবস্থা করা হয়েছে। এবার বিদ্যুৎ ছাড়াও জলের মতো অতিরিক্ত সহায়সম্পদ ব্যবহার সংক্রান্ত তথ্য মোবাইল ভিত্তিক তথ্য সংগ্রহকারী সফ্‌টওয়্যারের সঙ্গে যুক্ত করা হবে। এর মাধ্যমে বিদ্যুৎ বা জল ব্যবহারের দৈনিক হিসাবের পাশাপাশি বিল সংক্রান্ত তথ্যও হাতের নাগালে পাওয়া যাবে। আইবিএম ইতিমধ্যেই সংশ্লিষ্ট এলাকার মানচিত্র তৈরির কাজ শুরু করেছে। এই কাজ এখন প্রাথমিক পর্যায়ে রয়েছে। এই প্রকল্প রূপায়িত হলে সময় বাঁচবে। শক্তি ও অন্যান্য সহায় সম্পদের সাশ্রয় হবে। তার ফলে সম্পদ ও পরিকাঠামো পরিচালন ব্যবস্থা আরও উন্নত ও দক্ষ হবে।

সুযোগ সুবিধা

রাষ্ট্রপতি ভবনে 'স্মার্ট সিটি' গড়ে তোলার এই উদ্যোগ ইতিমধ্যেই সব মহল থেকে ইতিবাচক সাড়া পেয়েছে। কারণ এর ফলে সহজ, সরল অথচ অভিনব ই-গভর্ন্যান্স ব্যবস্থার মাধ্যমে অতিদ্রুত এবং দক্ষভাবে পরিষেবা প্রদান সম্ভব হবে। স্মার্ট সিটি গড়ে তোলার এই উদ্যোগে মূলত যে সমস্ত সুবিধা মিলবে সেগুলি হল :

ক) কাগজপত্র চালাচালি ছাড়াই রাষ্ট্রপতি ভবনের বিভিন্ন দপ্তরের মধ্যে তথা রাষ্ট্রপতি ভবনের সঙ্গে জনসাধারণের স্বচ্ছ উপায়ে সরাসরি যোগাযোগ স্থাপিত হবে।

খ) সামগ্রিকভাবে টাউনশিপের সুদক্ষ পরিচালনা সম্ভব হবে।

গ) ডিজিটাল প্রযুক্তির সদ্ব্যবহারের মাধ্যমে দীর্ঘমেয়াদি পরিবেশ বান্ধব উন্নয়নের পথ প্রশস্ত হবে।

ঘ) সহায় সম্পদের সুদক্ষ পরিচালনার মাধ্যমে প্রশাসনিক ক্ষেত্রে দক্ষতা বৃদ্ধি সম্ভবপর হবে।

ঙ) নাগরিকদের বিভিন্ন কাজে শামিল করে তাদের 'সক্রিয় নাগরিক' করে তোলা যাবে এবং নাগরিকরা সন্তুষ্ট হচ্ছেন কি না তা নির্ধারণ করা যাবে।

চ) রাজস্ব পরিচালন ব্যবস্থাকে যথাসম্ভব কার্যকরী করে তোলা যাবে।

ছ) পরিচালন ব্যবস্থার উঁচুতলা থেকে নীচুতলার মধ্যে সমন্বয় সাধন করা যাবে।

জ) সকলের অংশগ্রহণ ও একত্রে বসবাস সুনিশ্চিত করা যাবে।

ঝ) কঠোর নিয়মাবলি শিথিল করে নাগরিকদের পক্ষে উপযোগী বিভিন্ন পরিষেবার সুযোগ পৌঁছে দেওয়া যাবে এবং কার্যকর সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রেও নমনীয়তা সুনিশ্চিত করা যাবে।❑

[লেখক রাষ্ট্রপতির বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (OSD)।
email : osdtopresident@rb.nic.in]

পুদুচেরি—প্রথম স্মার্ট সিটি

'স্মার্ট সিটিস মিশন' সূচনার এক মাসের মধ্যে পুদুচেরির নাম প্রথম স্মার্ট সিটি হিসাবে মনোনীত হয়েছে। নিয়ম অনুযায়ী স্মার্ট সিটি প্রতিযোগিতার প্রথম পর্যায়ে কেন্দ্র-শাসিত এই অঞ্চলের পুদুচেরি, ওউলগারেট, করাইকাল, মাহে ও ইয়ানাম-এর পাঁচটি স্থানীয় পৌরপ্রশাসনের মূল্যায়ন-সংক্রান্ত বিশদ বিবরণ সহ সব ফর্ম ও নথিপত্র মনোনয়নের জন্য জমা দেওয়া হয়।

পুদুচেরির জনসংখ্যা ৬.৫৭ লক্ষ। প্রথম পর্যায়ের মূল্যায়নে পুদুচেরি সর্বোচ্চ ১০০ নম্বরের মধ্যে ৭৫ পেয়েছে। উল্লেখ্য বিষয়গুলো হল :

- ২০১১ সালের তুলনায় পুদুচেরিতে গৃহস্থ শৌচালয়ের সংখ্যা ১৮ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে;
- ২০১২ থেকে ২০১৫, এই তিন বছরে অভ্যন্তরীণ রাজস্ব ক্রমশ বেড়েছে, মোট বৃদ্ধি ১৪ শতাংশ;
- আগের মাস পর্যন্ত সব কর্মচারীদের বেতন দেওয়া হয়ে গেছে;
- ২০১২-১৩ পর্যন্ত হিসাবের নিরীক্ষণ করা হয়েছে;
- ২০১৪-১৫ সালের বাজেট-ভুক্ত আয় যেমন কর বাবদ রাজস্ব, পারিশ্রমিক (ফি), ব্যবহার করার মাশুল ও অন্যান্য অভ্যন্তরীণ সূত্র থেকে আয়ের ৬৩ শতাংশ রসিদ রয়েছে;
- অভ্যন্তরীণ সূত্র থেকে মূলধনি ব্যয়ের ২৩ শতাংশ মেটানো হয়েছে;
- জল সরবরাহ ব্যবস্থার রক্ষণাবেক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার ৮০ শতাংশ খরচ গ্রাহকদের থেকে আদায় করা মাশুল থেকে মেটানো হয়েছে;
- অভিযোগের সুষ্ঠ প্রতিকারের জন্য অনলাইন ব্যবস্থা চালু আছে;
- মাসিক ই-নিউজলেটার (ই-সংবাদবাহী পত্র) প্রকাশ করা হয়;
- গত দুটো আর্থিক বছরের পৌর বাজেটের ব্যয়ের হিসাবপত্র বিস্তারিতভাবে ওয়েবসাইট-এ প্রকাশিত হয়েছে।

'স্মার্ট সিটিস মিশন'-এর নিয়মাবলি অনুযায়ী, পরামর্শ ও সমন্বয় করে স্মার্ট সিটি সংক্রান্ত প্রস্তাব প্রস্তুত করতে একটা আন্তর্বিভাগীয় কার্যনির্বাহী দল (টাস্ক ফোর্স) গঠনের আদেশনামার প্রতিলিপিও পুদুচেরি সরকার পেশ করেছে। শহরাঞ্চলের জনসংখ্যা, স্থানীয় পৌরপ্রশাসনের সংখ্যার মতো নির্ণায়কের ওপর সমান গুরুত্ব দিতে ও ভৌগোলিক সাম্য বজায় রাখতে 'স্মার্ট সিটিস মিশন'-এর আওতায় পুদুচেরিতে একটাই স্মার্ট সিটি গড়ে তোলার প্রস্তাব অনুমোদিত হয়েছে।

স্মার্ট সিটি প্রতিযোগিতার প্রথম পর্যায়ে মনোনয়ন পাঠানোর আমন্ত্রণের সময় থেকেই কেন্দ্রীয় নগরোন্নয়ন মন্ত্রক এই প্রতিযোগিতার সাম্প্রতিক অবস্থান সংক্রান্ত বিষয়ে সব রাজ্য ও কেন্দ্র-শাসিত অঞ্চলের সঙ্গে নিয়মিতভাবে যোগাযোগ রেখেছে। ❑

গ্রামীণ বিদ্যুৎ সংস্কার

গ্রামাঞ্চলে ২৪ ঘণ্টা বিদ্যুৎ সরবরাহ সুনিশ্চিত করতে ২৫ জুলাই প্রধানমন্ত্রী সূচনা করেন দীনদয়াল উপাধ্যায় গ্রাম জ্যোতি যোজনার।

এই প্রকল্প গ্রামীণ এলাকার বিদ্যুৎ সংস্কার সাধনে নিম্নলিখিত পদক্ষেপের মাধ্যমে শক্তি জোগাবে :

- প্রতিটা গ্রামের বৈদুতিকরণ;
- গ্রামাঞ্চলে গৃহস্থ ও কৃষিক্ষেত্রের জন্য বিদ্যুৎ সংযোগের প্রধান লাইন আলাদা করা হবে, যাতে চাষের জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণে বিদ্যুৎ সুনিশ্চিত করা সম্ভব হয়;
- বিদ্যুৎ সরবরাহের গুণমান ও নির্ভরযোগ্যতা বাড়ানোর জন্য উপ-সঞ্চালন (সাব-ট্রান্সমিশন) ও বণ্টন ব্যবস্থার উন্নতি ঘটানো হবে;
- ক্ষতি কমাতে সব জায়গায় মিটারের ব্যবস্থা করা হবে।

এই প্রকল্প গ্রামীণ পরিবারগুলোর জন্য ২৪ ঘণ্টা বিদ্যুৎ সরবরাহ করতে সাহায্য করবে, এবং সেইসঙ্গে কৃষিক্ষেত্রের গ্রাহকদেরও পর্যাপ্ত বিদ্যুতের জোগান দেওয়া সম্ভব হবে। মোট ৭৬ হাজার কোটি টাকার এই প্রকল্পের জন্য কেন্দ্রীয় বরাদ্দের পরিমাণ ৬৩ হাজার কোটি টাকা। ইতিমধ্যেই ১৪ হাজার ৬৮০ কোটি টাকার কর্মসূচি অনুমোদিত হয়েছে। এই প্রকল্প রূপায়ণের ফলে কৃষিক্ষেত্রের উৎপাদন বৃদ্ধি, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের বিকাশ আর সেইসঙ্গে কর্মসংস্থান বৃদ্ধি, স্বাস্থ্য ও শিক্ষা ব্যবস্থা, ব্যাংকিং ও টেলি-যোগাযোগ পরিষেবা প্রভৃতির উন্নতি ঘটবে। এর পাশাপাশি বিদ্যালয়, পঞ্চায়েত, হাসপাতাল ও থানায় বিদ্যুৎ সরবরাহ সুনিশ্চিত হওয়ায় গ্রামাঞ্চলের সার্বিক উন্নয়নও সুনিশ্চিত করা সম্ভব হবে। ❑

যো ❖ জ ❖ না ❖ ডা ❖ য়ে ❖ রি

(১৬ জুন—৩১ জুলাই ২০১৫)

বহির্বিশ্ব

● **ইরানের সঙ্গে ৬ দেশের পারমাণবিক সমঝোতা :**

ইরান ১৪ জুলাই ভিয়েনায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া, ব্রিটেন, ফ্রান্স, চীন—পারমাণবিক শক্তিধর এই পাঁচটি দেশ এবং জার্মানির সঙ্গে চূড়ান্ত সমঝোতা করল। ২০০৬ থেকে এ নিয়ে আলোচনা শুরু হয়েছিল। কয়েক মাস আগে সুইৎজারল্যান্ডের লুসানে সমঝোতার উপরি-কাঠামোটি স্থির হয়ে যায়।

আন্তর্জাতিক দাবি মেনে নিজেদের পারমাণবিক কর্মসূচি বেশ খানিকটা কাটছাঁট করতে রাজি হয়েছে ইরান। বিশেষ করে সেই সব কাজ যা সরাসরি পরমাণু বোমা তৈরির সঙ্গে জড়িত। পরিবর্তে রাষ্ট্রসংঘ-সহ বেশ কিছু দেশ ইরানের উপরে অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা তুলে নেবে। ফলে এক দিকে যেমন বিশ্বের সামনে ইরানের বাজার, মানবসম্পদের দুয়ার খুলে যাবে, তেমনই বিশ্ববাজারে তেলের জোগান বেশ বাড়বে।

● **ইউরোপীয় ইউনিয়নে থাকছে গ্রিস :**

গ্রিসের প্রধানমন্ত্রী অ্যালেক্সিস সিপ্রাস জুলাই মাসের মাঝামাঝি ইউরোপীয় ঋণদাতাদের সঙ্গে ১৭ ঘণ্টার ম্যারাথন বৈঠক সেরে রফার সূত্র বার করেছেন। এর জেরে ইউরোপীয় ইউনিয়ন (ইইউ), ইউরোপীয় শীর্ষ ব্যাংক এবং আইএমএফ-এর থেকে ত্রাণ খাতে ৮৬০০ কোটি ইউরো (৯৬০০ কোটি ডলার) পাওয়ার জন্য কথা শুরু করতে পারবে গ্রিস। অর্থনীতির চাকা সচল রেখে ইউরো মুদ্রা ব্যবহার করে টিকে থাকতে পারবে ইইউ-তেই। এরপর খুলবে গ্রিসের ব্যাংকগুলি (নগদের অভাবে যাদের দরজা বন্ধ ছিল)। ত্রাণের অর্থ থেকেই ২০ জুলাইয়ের মধ্যে ৭০০ কোটি ইউরোর ধার মেটাতে হবে ইউরোপীয় শীর্ষ ব্যাংককে। আগস্টের মাঝামাঝি দিতে হবে আরও ৫০০ কোটি।

● **মিশরে জঙ্গি হানায় নিহত ১১৭ :**

মিশরের সিনাই এলাকায় জঙ্গি হানায় নিহত ১১৭ জন। পুলিশ সূত্রে খবর, জুলাই মাসে সিনাইয়ের ১৫টি সেনা এবং পুলিশ চৌকি আক্রমণ করে জঙ্গিরা। একটি থানা দখল করে গ্রেনেড ও মর্টার দিয়ে সেটি উড়িয়ে দেয় তারা। গুলিবৃষ্টির সঙ্গে একাধিক গাড়ি বোমা বিস্ফোরণও ঘটায় জঙ্গিরা।

● **বসত এলাকায় বিমান ভেঙে ইন্দোনেশিয়ায় মৃত ১৪১ :**

ইন্দোনেশিয়ার মেদান শহরে বসত এলাকায় বায়ুসেনার বিমান ভেঙে পড়ার ঘটনায় প্রাণ হারিয়েছেন ১৪১ জন। ৩০ জুনের এই ঘটনায় উচ্চ পর্যায়ের তদন্তের আশ্বাস দিয়েছেন ইন্দোনেশিয়ার প্রেসিডেন্ট জোকো উইডোডো। সেনা সূত্রের খবর, দুর্ঘটনাগ্রস্ত বিমানটিকে শেষবার মেরামতির জন্য পাঠানো হয়েছিল প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে। দেশের একাংশ তাই দুর্ঘটনার জন্য সেনা-বিমানের যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণের অভাবকেই দুষছেন। উইডোডো অবশ্য জানিয়েছেন, সার্বিক নিরাপত্তার বিষয়টিও এবার খতিয়ে দেখা হবে।

উড়ান শুরুর পর পরই মেদানের একটি হোটেল এবং দুটি নির্মীয়মাণ বাড়ির উপর হঠাৎই ভেঙে পড়ে বায়ুসেনার বিমান 'হারকিউলিস সি-১৩০বি'। বিমানটিতে ১১৩ জন যাত্রী এবং ১২ জন বিমানকর্মী ছিলেন বলে জানিয়েছে বায়ুসেনা। আশঙ্কা, দুর্ঘটনায় প্রাণ গিয়েছে সবারই। বসত এলাকায় ভেঙে পড়ার কারণে মেদান শহরে মৃত্যু হয়েছে আরও অন্তত ২০ জনের।

● **তিন মহাদেশে একই দিনে জঙ্গি হানা :**

সন্ত্রাসবাদী হানায় একই সঙ্গে বিধ্বস্ত তিন মহাদেশের তিন প্রান্ত—আফ্রিকা, এশিয়া, ইউরোপ। তিউনিসিয়া, কুয়েত, ফ্রান্স—এই তিন দেশে একই দিনে পরপর জঙ্গি হামলায় ২৭ জুন প্রাণ গিয়েছে মোট ৬৫ জনের।

এদিন দুপুরে তিউনিসিয়ায় জনপ্রিয় সৈকত-শহর সুসার দুটি রিসর্টে দুই বন্দুকবাজের হামলায় মৃত্যু হয়েছে বিভিন্ন দেশের পর্যটক-সহ ৩৭ জনের। সরকারি সূত্রে খবর, আহত কমপক্ষে ১২ জন।

আত্মঘাতী হামলা চলেছে কুয়েতের রাজধানী কুয়েত সিটির এক মসজিদেও। রমজান মাসে শুক্রবারের প্রার্থনা উপলক্ষে তখন সেখানে জড়ো হয়েছিলেন হাজারখানেক মানুষ। বিস্ফোরণে নিহত হন ২৭ জন। আহত শতাধিক।

দক্ষিণ ফ্রান্সের এক গ্যাস কারখানায় জোর করে গাড়ি ঢুকিয়ে বিস্ফোরণের চেষ্টা করে কয়েক জন আততায়ী। কোনও বিস্ফোরণ না হলেও কারখানা চত্বর থেকে উদ্ধার হয়েছে একটা কাটা মুণ্ডু। এই ঘটনায় আহত হন দু'জন।

● **সমকামী বিয়েতে সায় মার্কিন সুপ্রিম কোর্টের :**

সম্প্রতি আয়ার্ল্যান্ডে গণভোটের মাধ্যমে সমকামী বৈবাহিক সম্পর্ক বৈধতা পেয়েছে। আর এবার মার্কিন সুপ্রিম কোর্ট জানিয়ে দিল, বিয়ে করার অধিকার রাষ্ট্রের প্রতিটি নাগরিকের রয়েছে। সেই মৌলিক অধিকারের প্রশ্নে বঞ্চিত করা হবে না সমকামীদের। শীর্ষ আদালতের এই রায়ে এবার থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিটি রাজ্যেই আইনি বৈধতা পেল সমকামী বিয়ে।

এতদিন আমেরিকার ৫০টি রাজ্যের মধ্যে ৩৭টিতে আইনত বৈধ ছিল সমকামী বিয়ে। এগারো বছর আগে আমেরিকায় প্রথম সমকামী বিয়ের সম্মতি দিয়েছিল ম্যাসাচুসেটসের আদালত। তথ্য বলছে, মার্কিন নাগরিকদের ৭০ শতাংশই এমন রাজ্যগুলিতে বাস করেন যেখানে সমকামী বিয়ে বৈধ। তবে এতদিন সেই অধিকার থেকে ব্রাত্য ছিলেন বাকি ৩০ শতাংশ।

● **আফগান পার্লামেন্টে তালিবান হানা :**

২২ জুন সকালে আফগানিস্তানের রাজধানী কাবুলে শক্তিশালী বিস্ফোরণে পার্লামেন্ট কেঁপে ওঠার পরই সেই হামলার দায় স্বীকার করে নেয় তালিবানরা। সংগঠনের মুখপাত্র জাবিহউল্লাহ মুজাহিদ সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং সাইট টুইটারে এই হামলার কথা জানায়।

সংবাদ সংস্থা রয়টার্স জানায়, একজন আত্মঘাতী জঙ্গি-সহ বন্দুকবাজেরা এদিন সকালে পার্লামেন্টে হামলা চালায়। আত্মঘাতী জঙ্গি পার্লামেন্ট চত্বরেই নিজেকে উড়িয়ে দেয়। এর পর বন্দুকবাজেরা যে যার জায়গা নিয়ে নেয়। এই ঘটনায় ১৯ জন আহত হয়েছেন বলে সংবাদ সংস্থা সূত্রে খবর।

● **দু'বছর আগে করাচিতে মৃত্যু মোল্লা ওমরের :**

আফগানিস্তান সরকার জানিয়েছে যক্ষ্মায় আক্রান্ত হয়ে দু'বছর আগে করাচির এক হাসপাতালে মৃত্যু হয়েছে তালিবান শীর্ষ নেতা মোল্লা মহম্মদ ওমরের। প্রেসিডেন্ট আশরাফ ঘানির দফতর থেকে প্রকাশিত একটি বিবৃতিতে এ কথা জানানো হয়।

তালিবান শীর্ষ নেতা ওমরকে ২০০১ সালের পরে প্রকাশ্যে দেখা যায়নি। দেখা মেলেনি কোনও ভিডিও বা ছবিতেও। ২০০৭ সালের পরে ওমরের কাছ থেকে আর কোনও নির্দেশ পাননি তালিবান শীর্ষ নেতারাও। ৯/১১-র ঘটনার পর ওমরই আল-কায়দা প্রধান ওসামা বিন লাদেনকে মদত দিয়েছিলেন বলে দাবি করে মার্কিন গোয়েন্দারা।

এই দেশ

● **প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি এপিজে আব্দুল কালামের মৃত্যু :**

প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি এপিজে আব্দুল কালামের মৃত্যুতে শোকস্তব্ধ গোটা বিশ্ব। মার্কিন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা থেকে রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন—প্রায়ত প্রাক্তন রাষ্ট্রপতির স্মৃতিতে শোকবার্তা এসেছে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে। দলমত নির্বিশেষে শোকজ্ঞাপন করেছেন বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতারা। বিজ্ঞানী-রাষ্ট্রপতিকে সম্মান জানিয়েছে গুগলও। আর 'জনগণের রাষ্ট্রপতি'কে চোখের জলে বিদায় জানিয়েছেন অসংখ্য সাধারণ মানুষ।

২৭ জুলাই ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব ম্যানেজমেন্টের এক অনুষ্ঠানে যোগ দিতে শিলংয়ে এসেছিলেন তিনি। ওই দিন সন্ধ্যা সাড়ে ছ'টা নাগাদ বক্তৃতা দিতে দিতেই মাটিতে লুটিয়ে পড়েন তিনি। স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে গেলে সেখানে ৭টার সময় মারা যান প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি কালাম।

● **পাঞ্জাবের গুরদাসপুরে জঙ্গি হামলা :**

পাঞ্জাবের গুরদাসপুরে হামলা চালাল জঙ্গিরা। সাধারণ নাগরিক, যাত্রিবাহী বাস, স্বাস্থ্যকেন্দ্র এমনকী জঙ্গীদের নিশানা হয়ে ওঠে থানাও। ২৭ জুলাই সকালের এই ঘটনায় আট জন নিহত হয়েছেন। তিন জন সাধারণ নাগরিকের পাশাপাশি নিহত হয়েছেন পাঁচ পুলিশ কর্মীও। দিনের শেষে ঘটনায় জড়িত ৩ জঙ্গিকেও নিকেশ করতে পেরেছে সেনা। বিকেল পাঁচটা নাগাদ সেনার গুলিতে তৃতীয় জঙ্গী নিহত হওয়ার পর শেষ হয় প্রায় ১২ ঘণ্টা ধরে চলা এই হামলা ও পাল্টা অভিযান।

● **ইয়াকুব মেমনের ফাঁসি :**

অবশেষে ফাঁসি হল ইয়াকুব মেমনের। ৩০ জুলাই সকাল ৬টা ৩৫ মিনিটে নাগপুর জেলে তাকে ফাঁসি দেওয়া হয়। সুপ্রিম কোর্টে মৃত্যুদণ্ড বহাল রাখার পর রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখোপাধ্যায়ও ইয়াকুব মেমনের প্রাণভিক্ষার আর্জি খারিজ করে দেন। কিন্তু এ সবের মধ্যেই নতুন করে সর্বোচ্চ আদালতের দ্বারস্থ হয় ইয়াকুব। একই রায়ের পুনরাবৃত্তি হয়।

দিনটা ১২ মার্চ ১৯৯৩। শুক্রবারের দুপুর। মুম্বই শহরের ১৩টি জায়গায় পর পর ভয়ঙ্কর বিস্ফোরণ। সেই ধারাবাহিক বিস্ফোরণে নিহত হন ২৫৭ জন, আহত ৭১৩ জন। তদন্ত করে জানা যায় যে সেই হামলার অন্যতম চক্রী ইয়াকুব মেমন। এই হামলার মূল দুই চক্রী দাউদ ইব্রাহিম এবং ইয়াকুবের দাদা টাইগার মেমন ঘটনার পর থেকেই দেশছাড়া।

● **সমুদ্রে মিলল ডর্নিয়ের ও দেহাবশেষ :**

গত ৮ জুন রাতে চেন্নাইয়ের উপকূলে রুটিন নজরদারি সেরে ফেরার পথে নিখোঁজ হয়ে গিয়েছিল ভারতীয় উপকূলরক্ষী বাহিনীর একটি বিমান। বিমানটি চালাচ্ছিলেন ডেপুটি কম্যান্ডান্ট বিদ্যাসাগর। তাঁর সঙ্গে একই বিমানে ছিলেন কো-পাইলট ডেপুটি কম্যান্ডান্ট সুভাষ সুরেশ এবং নেভিগেটর এমকে সোনি।

নিখোঁজ হওয়ার ৩৩ দিনের মাথায় মিলল ভারতীয় উপকূলরক্ষী বাহিনীর ডর্নিয়ের বিমানের ধ্বংসাবশেষ। তামিলনাড়ুর সমুদ্রের তলদেশে প্রায় ৯৫০ মিটার গভীরে মিলেছে ওই বিমানের ফ্লাইট ডেটা রেকর্ডার। আরও ক'দিন পর মিলেছে বেশকিছু দেহাংশ এবং একটি ঘড়ি। ৩৫ দিনের খোঁজ চলার পরে 'অপারেশন তালাশ' এবার শেষ হল।

● **পুণ্যস্নানে পদপিষ্ট ২৭ :**

পুষ্করম উৎসবের প্রথম দিনে গোদাবরীর জলে পুণ্যস্নান সারতে এসেই প্রাণ হারালেন ২৭ জন পুণ্যার্থী। যাঁদের অধিকাংশই মহিলা। জখম ৩৪। দুর্ঘটনার মুহূর্তে সেখানে উপস্থিত ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী চন্দ্রবাবু নায়ডু।

উত্তরের কুম্ভ মেলার মতোই ১২ বছর অন্তর দক্ষিণে গোদাবরীর তীরে পুষ্করম উৎসবের আয়োজন হয়। মহাকুম্ভের মতো এ বারেরটা হল মহাপুষ্করম। মহাপুষ্করমের এই ক্ষণ আসে ১৪৪ বছর পর। অন্ধ্রপ্রদেশ, তেলঙ্গানা দুই রাজ্য মিলিয়ে ১২ দিনব্যাপী উৎসবে দু কোটি চল্লিশ লক্ষ পুণ্যার্থীর সমাগম হবে বলে হিসেব ছিল প্রশাসনের। সেই মতো সর্তকতাও জারি ছিল। ভিড় সামাল দিতে গোদাবরীর তীরে ২৭৫টি পৃথক স্নানঘাট তৈরি করে দেওয়া হয়েছিল।

● **মোদী-শরিফ বৈঠক :**

রাশিয়ার উফায় সাংহাই কো-অপারেশন অর্গানাইজেশন (এসসিও)-এর সম্মেলনে ঘণ্টাখানেকের একান্ত বৈঠকে বসেন নরেন্দ্র মোদী এবং নওয়াজ শরিফ। সেখানে ঠিক হয়, সার্ক সম্মেলন উপলক্ষে আগামী বছরে পাকিস্তান যাবেন নরেন্দ্র মোদী। এবং তার আগে

নয়াদিল্লিতে সন্ত্রাস নিয়ে বৈঠকে বসবেন দু'দেশের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা।

● **আগরতলায় ইন্টারনেট-এর আন্তর্জাতিক 'প্রবেশ পথ' হবে :**

মুম্বই, চেন্নাইয়ের পর এবার ইন্টারনেট পরিষেবার ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক 'গেটওয়ে'র মর্যাদা পেতে চলেছে আগরতলা। বাংলাদেশের কক্সবাজারের সঙ্গে 'সাবমেরিন কেবল ব্যান্ডউইথ নেটওয়ার্ক'-এর মাধ্যমে যুক্ত হচ্ছে ত্রিপুরা। ৬-৭ মাসের মধ্যেই সেই কাজ শেষ হবে। ১২ জুলাই আগরতলায় গুরুত্বপূর্ণ ওই প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করলেন কেন্দ্রীয় তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রী রবিশঙ্কর প্রসাদ। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরার রাজ্যপাল তথাগত রায়, মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার।

● **সীমান্তে টাওয়ার বসাবে বিএসএনএল :**

প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের ছাড়পত্র মেলার পর এবার আসামের সব সীমান্ত-ফাঁড়ির (বর্ডার আউট পোস্ট বা বিওপি) কাছে মোবাইল টাওয়ার বসাতে চলেছে বিএসএনএল। বিএসএনএল-এর চিফ জেনারেল ম্যানেজার রাজীব যাদব জানান, গোটা উত্তর-পূর্বে প্রায় সাড়ে চারশো বিওপি রয়েছে। এর মধ্যে আসামে বিওপি-র সংখ্যা দুশোর সামান্য কম। বিএসএনএল ২০১৭ সালের মধ্যে সব কটি বিওপি-তে মোবাইল টাওয়ার বসাবে।

● **রাষ্ট্রসংঘের রিপোর্টে ভারতের অবস্থান :**

২০০০ সালে নতুন সহস্রাব্দের শুরুতে রাষ্ট্রসংঘ বিশ্বজুড়ে উন্নয়নের জন্য দারিদ্র দূরীকরণ, শিক্ষা, স্বাস্থ্যক্ষেত্রে আটটি লক্ষ্য নিয়েছিল। যার নামকরণ হয়েছিল 'মিলেনিয়াম ডেভেলপমেন্ট গোল ২০১৫'। চলতি বছরের ডিসেম্বরে এই লক্ষ্য পূরণের সময়সীমা শেষ হচ্ছে। তার পাঁচ মাস আগে রাষ্ট্রসংঘের প্রকাশিত রিপোর্টে বলা হয়েছে, সরকারি হিসেবে ভারত দারিদ্রের হার অর্ধেক কমিয়ে এনেছে। প্রসবকালীন মৃত্যুর হার কমিয়ে আনা, ম্যালেরিয়া-টিবি-এইডস-এর প্রকোপ কমিয়ে আনার ক্ষেত্রেও সাফল্য পেয়েছে ভারত। কিন্তু বেশ কিছু ক্ষেত্রে পিছিয়েও রয়েছে ভারত।

সব শিশুকে প্রাথমিক স্কুলে ভর্তির লক্ষ্যপূরণ হতে এখনও অনেক দেরি। চাকরি বা রাজনৈতিক ক্ষেত্রে মহিলাদের ক্ষমতায়ন, শিশু ও নবজাতকের মৃত্যুর হার এবং যথেষ্ট পরিমাণে শৌচালয়ের মাপকাঠিতেও ভারত পিছিয়ে রয়েছে। এমনটাই বলছে রাষ্ট্রসংঘের রিপোর্ট।

● **অবিবাহিত মায়েরাই অভিভাবক—রায় সুপ্রিম কোর্টের :**

অবিবাহিত মায়েরা এবার সন্তানের অভিভাবক হতে পারবেন সন্তানের পিতার সম্মতি ছাড়াই। ৬ জুলাই এই রায় দিল ভারতের সুপ্রিম কোর্ট। সরকারি চাকুরে এক অবিবাহিত মায়ের আবেদনের ভিত্তিতে এ দিন এই রায় দিল আদালত।

এতদিন আইন অনুযায়ী অবিবাহিত মায়ের সন্তানের অভিভাবক নিয়ে প্রশ্ন উঠলে সন্তানের পিতার কাছে সম্মতি চাইতে হত। এর বিরুদ্ধে মামলা করেছিলেন সরকারি চাকুরে ওই মহিলা। একই সঙ্গে পিতার পরিচয় গোপন রাখার দাবিও করেন তিনি।

● **ইউপিএসসি-তে প্রথম চারে মেয়েরা :**

প্রকাশিত হল ২০১৪ সালের ইউপিএসসি পরীক্ষার চূড়ান্ত মেধা তালিকা। আর তার প্রথম চারটি স্থানই রইল মেয়েদের দখলে।

প্রথম হয়েছেন দিল্লির বাসিন্দা ইরা সিঙ্ঘল। শারীরিক প্রতিবন্ধী হলেও ইরা অসংরক্ষিত প্রার্থী হিসেবেই পরীক্ষায় বসেছিলেন। দ্বিতীয় হয়েছেন কেরলের বাসিন্দা রেণু রাজ। পেশায় চিকিৎসক রেণু প্রথমবার এই পরীক্ষা দিয়েছিলেন। তৃতীয় এবং চতুর্থ স্থানাধিকারী নিধি গুপ্ত এবং বন্দনা রাও, দুজনেই দিল্লির বাসিন্দা। নিধি বর্তমানে কাস্টমস অ্যান্ড সেন্ট্রাল এক্সাইজ বিভাগে অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার হিসেবে কর্মরত। চতুর্থ স্থানাধিকারী বন্দনা ওবিসি-দের মধ্যে প্রথম হয়েছেন। পঞ্চম হয়েছেন পাটনার সমস্তিপুরের বাসিন্দা সুহর্ষ ভগত। দেওঘর রামকৃষ্ণ মিশনের এই ছাত্র ছেলেদের মধ্যে প্রথম হয়েছেন।

গত বছর আগস্টে ইউপিএসসি-র প্রিলিমিনারি এবং ডিসেম্বরে লিখিত পরীক্ষার পরে উত্তীর্ণ হন ৩,৩০৮ জন। চলতি বছরের এপ্রিল-জুন মাসে সফল পরীক্ষার্থীদের পার্সোনালিটি টেস্ট হয়। ৩০ জুন সেই পর্ব শেষ হয়। তার পরই ৪ জুলাই ১,২৩৬ জন সফল প্রার্থীর নাম প্রকাশ করা হয়। পার্সোনালিটি টেস্ট শেষ হওয়ার চার দিনের মাথায় ইউপিএসসি পরীক্ষার চূড়ান্ত মেধাতালিকা প্রকাশের এমন ঘটনা নজিরবিহীন।

● **জনগণনার রিপোর্ট প্রকাশ কেন্দ্রের :**

২ জুলাই 'আর্থ-সামাজিক ও জাতিগত জনগণনা'-র রিপোর্ট প্রকাশ করেন অর্থমন্ত্রী অরুণ জেটলি ও গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রী চৌধুরি বীরেন্দ্র সিং। কিন্তু সেখানে শুধুই বিভিন্ন সামাজিক ও অর্থনৈতিক মাপকাঠির ভিত্তিতে গ্রামীণ ভারতের পরিসংখ্যান ছিল। কোন জাতের মানুষের সংখ্যা কত, তাঁদের আর্থিক পরিস্থিতি কী, তার কোনও পরিসংখ্যান প্রকাশ করা হয়নি।

আর্থ-সামাজিক ও জাতিগত গণনার কাজ শুরু হয়েছিল ইউপিএ-জমানায়, ২০১১-তে। ১৯৩১-র পর এই প্রথম দেশে এই ধরনের গণনা হল।

● **আন্তর্জাতিক যোগ দিবস :**

১৫২টি দেশের প্রায় দুশো জন কূটনৈতিক প্রতিনিধি আন্তর্জাতিক যোগ দিবস উপলক্ষে ২১ জুন ভোরের রাজপথে একসঙ্গে বসে আসন করলেন। তাছাড়া, ১৯১টি দেশে ভারতীয় দূতাবাসের উদ্যোগে উদ্‌যাপিত হল যোগ দিবস। নিউ ইয়র্কে রাষ্ট্রসংঘের সদর দফতরে যোগ দিবসের অনুষ্ঠানে রাষ্ট্রসংঘের মহাসচিব বান কি মুনের পাশে উপস্থিত ছিলেন বিদেশমন্ত্রী সুষমা স্বরাজ।

আমেরিকা থেকে আফগানিস্তান। প্যালেস্তাইন থেকে ইজরায়েল। রাশিয়া থেকে আফ্রিকার ক্ষুদ্র দেশ বুরকিনা ফাসো। এক কথায়, প্রায় গোটা বিশ্ব। ৪৭টি মুসলিম রাষ্ট্রও ভারতের সঙ্গে সরকারিভাবে এই উৎসবের কো-স্পনসর হয়েছে। যার মধ্যে আফগানিস্তান ছাড়াও রয়েছে বাংলাদেশ, তুরস্ক, ইরান, ইন্দোনেশিয়া, ওমান, কাতারের মতো দেশ। অবশ্য, অর্গানাইজেশন ফর ইসলামিক কোঅপারেশন-এর (ওআইসি) আটটি দেশ এই উৎসবে শামিল হতে চায়নি। তাদের মধ্যে রয়েছে সৌদি আরব, মালয়েশিয়া এবং পাকিস্তান!

এই রাজ্য

● **পণ্য করিডর নির্মাণে ৮১ হাজার কোটি টাকা মঞ্জুর কেন্দ্রের :**

লুধিয়ানা থেকে ডানকুনি পর্যন্ত শুধুমাত্র পণ্য পরিবহণের উপযুক্ত পরিকাঠামো গড়তে ৮১,৪৮৯ কোটি টাকা ঢালার প্রস্তাব মঞ্জুর করল কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভা। পাঞ্জাবের লুধিয়ানা থেকে এ রাজ্যের ডানকুনি পর্যন্ত ১,৮৩৯ কিলোমিটার দীর্ঘ পণ্য পরিবহণের ওই রেলপথ তৈরির কথা হয়েছিল ইউপিএ জমানাতেই। বলা হয়েছিল, পাঞ্জাব, হরিয়ানা, উত্তরপ্রদেশ, বিহার, পশ্চিমবঙ্গ এবং ঝাড়খণ্ডের উপর দিয়ে ওই 'ইস্ট-ওয়েস্ট ডেডিকেটেড পণ্য করিডোর' তৈরি হলে, অনেকটাই বদলে যাবে পণ্য পরিবহণের নকশা। উপকৃত হবে শিল্প। একই কারণে ওই একই রকম পণ্য করিডোর তৈরির কথা রয়েছে মুম্বই থেকে দিল্লি পর্যন্ত। কিন্তু মাঝে জমি জট-সহ নানা কারণে অনেক সময় শ্লথ হয়েছে ইস্ট-ওয়েস্ট ফ্রেট করিডোরের কাজের গতি। তাই সংশোধিত হিসাবমেনে কেন্দ্রের ওই বিপুল অঙ্ক বিনিয়োগে ছাড়পত্র দেওয়া।

● **এসইজেড জটে উইপ্রোর ক্যাম্পাস :**

তথ্যপ্রযুক্তি সংস্থা উইপ্রো বাধ্য হয়ে পুরনো ক্যাম্পাসেই কাজকর্ম সম্প্রসারণ করছে। বিশেষ আর্থিক অঞ্চল (এসইজেড) নিয়ে জটে থমকে রয়েছে প্রস্তাবিত নতুন ক্যাম্পাস। সেই সঙ্গে আটকে রয়েছে ২০ হাজার মানুষের কর্মসংস্থানের সুযোগ। তার বদলে পুরনোটিতেই আসন সংখ্যা বাড়িয়ে দু হাজারের কিছু বেশি কর্মী নিয়োগ করবে সংস্থা।

সাড়ে ৭ হাজার কোটি ডলার ব্যবসা করা উইপ্রো রাজ্য সরকারকে জানিয়েছে, সল্টলেক সেক্টর ফাইভের বর্তমান ক্যাম্পাসে ২৪০০ কর্মী নিয়োগ করবে তারা।

● **তথ্যপ্রযুক্তিতে ৫০ হাজার নতুন চাকরির দাবি অমিত মিত্রের :**

চলতি বছরে রাজ্যের তথ্যপ্রযুক্তি শিল্পে প্রায় ৫০ হাজার কর্মসংস্থান হতে চলেছে। ৩ জুলাই ন্যাসকম-এর একটি অনুষ্ঠানে এসে এ কথা জানান অর্থ, শিল্প ও তথ্যপ্রযুক্তি শিল্পমন্ত্রী অমিত মিত্র। একই সঙ্গে তাঁর দাবি, রাজ্য থেকে সফট্ওয়্যার রফতানি ৬৪ শতাংশ বেড়েছে। তিনি জানান, রাজ্য সরকারের উদ্যোগে তৈরি তথ্যপ্রযুক্তি পার্কের মধ্যে আটটি প্রায় সম্পূর্ণ হয়ে গিয়েছে এবং আগস্ট মাসেই এগুলি চালু হয়ে যাবে।

এ দিনের অনুষ্ঠানের কেন্দ্র ছিল স্টার্ট-আপ সংস্থা। রাজ্য সরকারের দেওয়া জায়গায় ন্যাসকম তৈরি করেছে স্টার্ট আপ সংস্থাদের জন্য সহায়ক কেন্দ্র। এই কেন্দ্রে ইতিমধ্যেই আটটি সংস্থা কাজ শুরু করেছে বলে জানান অমিতবাবু।

● **তথ্যপ্রযুক্তি পার্কের দায়িত্ব বণিকসভাকে দিতে চায় রাজ্য :**

তথ্যপ্রযুক্তি পার্ক, মোবাইল মেরামতি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র থেকে আইটিআই-এ সবই বণিকমহলের হাতে তুলে দিয়ে আর্থিক দায়মুক্ত হতে চায় রাজ্য সরকার। ২৬ জুন বণিকসভা বেঙ্গল চেম্বার অব কমার্সের 'ডিজিটাল ইন্ডিয়া' শীর্ষক আলোচনাসভায় রাজ্যের অর্থ তথা তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রী অমিত মিত্র অনুষ্ঠানে উপস্থিত বিভিন্ন সংস্থার কর্তাদের কাছে এমন প্রস্তাব দেন।

● **ক্ষুদ্রশিল্পের ১০টি পার্ক গড়বে রাজ্য :**

রাজ্যের ২৩টি শিল্প পার্কে প্রায় তিন হাজার একর জমি ফাঁকা পড়ে রয়েছে। এই অবস্থায় ক্ষুদ্রশিল্পের জন্য ১০টি পার্ক গড়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্য সরকার। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দাবি, সব মিলিয়ে প্রায় ৩৭ হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগ হবে। কর্মসংস্থান হবে ৬ লক্ষেরও বেশি।

হোসিয়ারি-সহ বস্ত্রশিল্পের সঙ্গে যুক্ত বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থা এই শিল্প পার্কগুলিতে লগ্নি করবে বলে জানিয়েছেন সংশ্লিষ্ট দফতরের সচিব রাজীব সিংহ। তিনি জানান, পার্কগুলির জন্য জমি ও বেসরকারি লগ্নিকারীদের চিহ্নিত করা হয়েছে। কয়েকটি পার্কের পরিকাঠামো তৈরির কাজও শুরু হয়েছে। তিনি জানান, বারাসাত, সল্টলেক, রাজারহাট, অশোকনগর, উলুবেড়িয়া, জগদীশপুর, বড়জোড়া, মেটিয়াবুরুজ এবং আক্রায় শিল্প পার্কগুলি হবে। বেসরকারি সংস্থাগুলিই পরিকাঠামো তৈরির টাকা দেবে।

● **রাজ্যে মোবাইল উৎপাদন :**

রাজ্যে প্রথম তৈরি হচ্ছে মোবাইল কারখানা। স্থানীয় সংস্থা হাইটেক মোবাইলস হাওড়ার সাঁকরাইলে ২৪ হাজার বর্গ ফুট জায়গা জুড়ে এই কারখানা গড়ছে। সংস্থার দাবি, প্রায় ১৫ কোটি টাকা লগ্নিতে তৈরি হবে এই কারখানা।

অন্যদিকে, ঔরঙ্গাবাদের পরে এবার এ রাজ্যেও মোবাইল ফোন তৈরি করবে ভিডিওকন। এ জন্য তাদের সল্টলেকের টিভি ও বৈদ্যুতিন পণ্য কারখানা সম্প্রসারণ করছে ভিডিওকন গোষ্ঠী। সেখানে প্রায় ৫০ কোটি টাকা লগ্নির পরিকল্পনা রয়েছে তাদের।

● **'তাঁতি সাথী' প্রকল্প :**

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ১৫ জুলাই ঘোষণা করলেন 'তাঁত সাথী' প্রকল্প। এই প্রকল্পের মাধ্যমে গরিব তাঁত শ্রমিকরা পাবেন তাঁত যন্ত্র।

ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প দপ্তরের দাবি, তাঁত যন্ত্র ছাড়াও এই প্রকল্পে সুতো ব্যাংক থেকে সুতো দেওয়া হবে। সহজ কিস্তিতে ব্যাংক ঋণও মিলবে।

অর্থনীতি

● **সেচের জন্য কৃষকদের ৩০ হাজার কোটি ঋণ দেবে নাবার্ড :**

কৃষকদের তহবিল জোগাতে এবার ঋণের প্রতিশ্রুতি এল ন্যাশনাল ব্যাংক ফর এগ্রিকালচার অ্যান্ড রুরাল ডেভেলপমেন্ট বা নাবার্ড-এর তরফে। আগামী তিন বছরে সেচের জন্য কৃষকদের ৩০ হাজার কোটি ঋণ দেওয়ার লক্ষ্য স্থির করেছে এই রাষ্ট্রায়ত্ত কৃষি ও গ্রামোন্নয়ন ব্যাংকটি। ১২ জুলাই নাবার্ডের ৩৪তম প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে সাংবাদিকদের এ কথা জানান ব্যাংকটির চেয়ারম্যান ও ম্যানেজিং ডিরেক্টর হর্ষকুমার ভানওয়ালা।

তিনি বলেন, কৃষির স্বার্থে দেশের সেচ ব্যবস্থার দক্ষতা বাড়ানোয় কৃষকদের সাহায্য করতে ওই ৩০ হাজার কোটি টাকা ঋণ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। পরিকল্পনা অনুযায়ী, তার মধ্যে এ বছর দেওয়ার কথা ১০ হাজার কোটি। আর ইতিমধ্যেই মঞ্জুর হয়ে গিয়েছে ১,০০০ কোটি।

● **মহিলা ডিরেক্টর না থাকায় ৫৩০ কোম্পানিকে জরিমানা :**

কোম্পানির কোনও মহিলা ডিরেক্টর নেই। সেই কারণে ৫৩০টি কোম্পানিকে মোটা টাকা জরিমানা করল বম্বে স্টক এক্সচেঞ্জ (বিএসই)।

গত বছর সিকিউরিটিস অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অব ইন্ডিয়া (সেবি) নির্দেশ দিয়েছিল, কোনও কোম্পানির বোর্ড অব ডিরেক্টরস্-এ অন্তত একজন মহিলা ডিরেক্টর থাকতেই হবে। এ বছরের ১ এপ্রিলের মধ্যে এই নির্দেশ না মানা হলে তার ফল যে ভালো হবে না, হাজারখানেক কোম্পানিকে এ বিষয়ে সতর্কও করেছিল সেবি।

বিএসই-র তরফে জানানো হয়েছে, যে সমস্ত কোম্পানি ওই নির্দেশ মানতে ব্যর্থ হয়েছে সেবির নিয়ম অনুযায়ী তাদের ৫০ হাজার টাকা থেকে প্রায় দেড় লাখ টাকা জরিমানা করা হবে। আগামী ১ অক্টোবরের মধ্যে না জমা দিলে তার পর থেকে প্রতি দিন ৫ হাজার টাকা করে বাড়তি জরিমানা দিতে হবে কোম্পানিগুলিকে।

● **প্রথম ত্রৈমাসিকে বাড়ল পরোক্ষ কর :**

চলতি অর্থবর্ষের প্রথম তিন মাসে (এপ্রিল-জুন) উল্লেখযোগ্য হারে বাড়ল দেশের পরোক্ষ কর সংগ্রহের পরিমাণ। গত বছরের একই সময়ের তুলনায় তা ৩৭.৫ শতাংশ বেড়ে হয়েছে প্রায় ১.৫৪ লক্ষ কোটি টাকা। মূলত উৎপাদন শুল্ক আদায়ে ৮১ শতাংশ বৃদ্ধির ফলেই কর সংগ্রহ এতটা বেড়েছে বলে জানিয়েছে কেন্দ্র। কর আদায়ের অঙ্ক ৬১,৬৬১ কোটি টাকা।

সম্প্রতি দেশে উৎপাদন শিল্প-সহ বিভিন্ন ক্ষেত্র ঘুরে দাঁড়াচ্ছে। পাশাপাশি, পরিষেবা কর বৃদ্ধি, পেট্রোল-ডিজেলে উৎপাদন শুল্ক বাড়ানোর মতো পদক্ষেপেই কর সংগ্রহ বেড়েছে বলে জানিয়েছে কেন্দ্র।

● **দেশজুড়ে মোবাইল নম্বর পোর্টেবিলিটি :**

কেন্দ্রের বেঁধে দেওয়া সময়সীমা মেনে ৩ জুলাই থেকেই সারা দেশে মোবাইল ফোনের নম্বর একই রেখে এক সার্কেল থেকে অন্য সার্কেলের গ্রাহক হওয়ার (মোবাইল নম্বর পোর্টেবিলিটি) সুবিধা চালু করছে সরকারি ও বেসরকারি টেলিকম সংস্থাগুলি।

উল্লেখ্য, এত দিন একই সার্কেলে এই সুবিধা মিলত। পাশাপাশি এই ব্যবস্থা পুরোপুরি কার্যকর হলে এসটিডি ফোন করার সময়ে নম্বরের আগে শূন্য বা +৯১ দেওয়াও আর বাধ্যতামূলক থাকবে না।

● **রাজকোষ ঘাটতি কমল, পরিকাঠামো শিল্পে বৃদ্ধি :**

গত মে মাসে পরিকাঠামো শিল্পে উৎপাদন বৃদ্ধির হার দাঁড়িয়েছে ৪.৪ শতাংশ, যা ছ'মাসে সব থেকে বেশি। অন্য দিকে, চলতি অর্থবর্ষের প্রথম দু'মাসে (এপ্রিল-মে) রাজকোষ ঘাটতি থিতু হয়েছে ২.০৮ লক্ষ কোটি টাকায়। যা বাজেটে দেওয়া হিসাবের ৩৭.৫ শতাংশ। গত বছর এই সময়ে তা ছিল ৪৫.৩ শতাংশ। গত নভেম্বরে পরিকাঠামো ৬.৭ শতাংশ বৃদ্ধি দেখেছিল। তার পর থেকেই ক্রমাগত তা কমার মুখ নেয়।

প্রসঙ্গত, পরিকাঠামোর আওতায় রয়েছে দেশের আটটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র—কয়লা, অশোধিত তেল, প্রাকৃতিক গ্যাস, তেল শোধন, সার, ইস্পাত, সিমেন্ট ও বিদ্যুৎ। সার্বিক শিল্পোৎপাদন বৃদ্ধির হিসাবে এই শিল্পের গুরুত্ব ৩৮ শতাংশ।

● **বিদেশি লগ্নির দৌড়ে প্রথম দশে ভারত, সমীক্ষা রাষ্ট্রসংঘের :**

রাষ্ট্রসংঘের খতিয়ান বলছে, ভারতে ২০১৩ সালের তুলনায় ২০১৪-য় বিদেশি লগ্নি বেড়েছে। চলতি বছরে তা আরও বাড়তে পারে। গোটা বিশ্বে কোন দেশে কত বিদেশি লগ্নি ঢুকছে, ২৫ জুন তার খতিয়ান 'ওয়ার্ল্ড ইনভেস্টমেন্ট রিপোর্ট-২০১৫'-এ প্রকাশ করেছে রাষ্ট্রসংঘের বাণিজ্য ও উন্নয়ন সংস্থা (UNCTAD)। ২০১৪ সালে ভারতে ৩,৪০০ কোটি ডলার (২,১৭,৬০০ কোটি টাকা) বিদেশি লগ্নি এসেছে। ২০১৩ সালে যা ছিল ২,৮০০ কোটি ডলার (১,৭৯,২০০ কোটি টাকা)।

নরেন্দ্র মোদী সরকার ক্ষমতায় এসে বিদেশি লগ্নি টানতে একগুচ্ছ পদক্ষেপ নিয়েছে। 'মেক ইন ইন্ডিয়া' প্রকল্প ঘোষণা করে ভারতে কারখানা তৈরির জন্য বিদেশি শিল্পপতিদের আহ্বান জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। যে দেশেই যাচ্ছেন, সেখানেই 'মেক ইন ইন্ডিয়া'-র প্রচারকে প্রাধান্য দিচ্ছেন তিনি। বিমা, রেল, পরিকাঠামো, প্রতিরক্ষার মতো ক্ষেত্রে বিদেশি লগ্নির দরজা খুলে দেওয়া হয়েছে।

বিজ্ঞান বিচিত্রা

● **মায়ের থেকে শিশুর সংক্রমণ রুখল কিউবা :**

মায়ের থেকে শিশুর শরীরে এইচআইভি এবং সিফিলিস সংক্রমণ বন্ধ করতে সক্ষম হয়েছে কিউবা। এবং এই সংক্রমণ রোধে বিশ্বে কিউবা-ই প্রথম সফল দেশ। এমনটাই জানাল বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (হু)।

হু-র ডিরেক্টর জেনারেল মার্গারেট চাং জানিয়েছেন, এইচআইভি এবং যৌন সম্পর্কের মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া অন্যান্য রোগের বিরুদ্ধে তাঁদের যুদ্ধ বহু দিনের। প্রতি বছর এইচআইভি-তে আক্রান্ত প্রায় ১৪ লক্ষ মহিলা মা হন। চিকিৎসা না হলে, তাঁদের মধ্যে ১৫ থেকে ৪৫ শতাংশ মহিলার সন্তানেরও এইচআইভি-তে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। গর্ভস্থ অবস্থায় বা স্তন্যপানের সময় মায়ের থেকে শিশুর দেহে এইচআইভি সংক্রমণ হতে পারে। কিন্তু নির্দিষ্ট চিকিৎসা (অ্যান্টিরেট্রোভাইরাল থেরাপি)-র মাধ্যমে সেই হার ১ শতাংশেও নামিয়ে আনা যায়। সিফিলিস সম্পর্কে হু বলেছে, প্রতি বছর গড়ে সিফিলিস আক্রান্ত ১০ লক্ষ মহিলা মা হন। তাঁদের সন্তানদের নানা সমস্যা, এমনকী মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে।

● **জুন মাসের শেষে হাতে বাড়ল এক সেকেন্ড :**

বৈজ্ঞানিক পরিভাষায় নাম 'লিপ সেকেন্ড'। পৃথিবী নাকি দিন দিন অলস হয়ে পড়ছে। নাসার বিজ্ঞানীরা বলেছেন, পৃথিবী এখন নিজের অক্ষের চার পাশে ঘুরতে বেশি সময় নিচ্ছে। এর মূল কারণ, পৃথিবী,

চাঁদ আর সূর্যের মধ্যে মাধ্যাকর্ষণের ফলে দড়ি টানাটানি অবস্থা। আর এই ধীর গতিতে পরিক্রমণ করার জন্যই কোনও কোনও বছরে লিপ সেকেন্ডটি যোগ করা হয়।

সাধারণত ৩০ জুন বা ৩১ ডিসেম্বর যোগ করা হয় লিপ সেকেন্ডটি। প্রথম লিপ সেকেন্ড যোগ করা হয়েছিল ১৯৭২ সালে। ২০০০ সালের পর এই নিয়ে চতুর্থবার লিপ সেকেন্ড যোগ হবে কোনও বছরের একটি মাসে।

● **নতুন প্রজাতির প্রজাপতি অরুণাচলে :**

অরুণাচলের অরণ্যে এক নতুন প্রজাতির প্রজাপতির দেখা মিলল। চাংলাং জেলার নামদাফা অরণ্যে খোঁজ পাওয়া ওই ছোট্ট নীল-সাদা প্রজাপতির নাম 'ব্যান্ডেড টিট'। অরুণাচলের প্রধান মুখ্য বনপাল যোগেশ এই কথা জানান। চাংলাং-এর অরণ্যের 'ব্যান্ডেড টিট' প্রতি বছর মার্চ মাসে জন্মে দু-তিন সপ্তাহের জন্য বাঁচে। বাকি সময় থাকে লার্ভা বা পিউপা অবস্থায়। নতুন এই প্রজাতির নামকরণ করা হলেও, তার জীবনচক্র নিয়ে বেশি জানা যায়নি।

● **পিএসএলভি সি২৮ :**

শ্রীহরিকোটা থেকে ব্রিটেনের পাঁচটি কৃত্রিম উপগ্রহ নিয়ে ১০ জুলাই রওনা হল ইসরোর পিএসএলভি সি২৮। উপগ্রহগুলির ওজন ১৪৪০ কেজি। ইসরো-র মুখপাত্র বি আর গুরুপ্রসাদ এ প্রসঙ্গে বলেন, এই সাফল্য আরও একবার ভারতের প্রযুক্তিগত অগ্রগতি প্রমাণ করে দিল।

খেলার জগৎ

● **উইম্বলডনে ভারতের তিনটে ডাবলস খেতাব :**

নিজের জীবনের প্রথম মহিলা ডাবলস গ্র্যান্ড স্ল্যাম খেতাব জিতে ১১ জুলাই সানিয়া মির্জা মার্টিনা হিঙ্গিসকে নিয়ে উইম্বলডনে মহিলাদের ডাবলস চ্যাম্পিয়ন হয়ে ইতিহাস গড়লেন—এই প্রথম কোনও ভারতীয় এই খেতাব জিতল। ফাইনালে সানিয়া-হিঙ্গিস জুটি ৫-৭, ৭-৬(৭-৪), ৭-৫-এ ভেসনিনা-মাকারোভার রুশ জুটিকে হারিয়ে উইম্বলডন ডাবলস চ্যাম্পিয়ন হয়ে ইতিহাস রচনা করল।

এরপর টুর্নামেন্টের শেষ দিনে লিয়েন্ডার পেজ নিজের চার নম্বর মিক্সড ডাবলস খেতাব জিতে নিলেন। মার্টিনা হিঙ্গিসকে নিয়ে ফাইনালে 'বেটার' বাছাই পেয়া-বাবোসকে উড়িয়ে দিলেন ৬-১, ৬-১ সেটে।

আর জুনিয়ারদের ডাবলস ফাইনালে দিল্লির বছর সতেরোর সুমিত নাগাল ভিয়েতনামের লি-কে নিয়ে লিয়েন্ডারের মতোই 'বেটার' বাছাই মার্কিন-জাপানি জুটিকে হারালেন ৭-৬, ৬-৪ সেটে।

● **আইপিএল স্পট ফিক্সিং কাণ্ডে সাজা ঘোষণা :**

১৪ জুলাই আইপিএল স্পট ফিক্সিং কাণ্ডে চেন্নাই সুপার কিংস এবং রাজস্থান রয়্যালস-কে দু'বছরের জন্য সাসপেন্ড করল সুপ্রিম কোর্ট নিযুক্ত লোঢা কমিটি। সেই সঙ্গে ম্যাচ গড়াপেটায় দোষী সাব্যস্ত করে গুরুনাথ মইয়াপ্পন এবং রাজ কুন্দ্রাকে ক্রিকেট থেকে আজীবন নির্বাসনের সাজা শোনাল কমিটি। ওই রায়ে বলা হয়েছে, শুধু আইপিএল নয়, বিসিসিআই নয় গোটা ক্রিকেটের ভাবমূর্তি নষ্ট করেছেন মইয়াপ্পন-কুন্দ্রারা। ২০১৩-র ১৬ মে যখন স্পট ফিক্সিংয়ের বিষয়টি প্রকাশ্যে আসে তখন থেকেই ডামাডোল শুরু হয় ক্রিকেট মহলে।

● **ইন্ডিয়ান সুপার লিগ-এর নিলামের আসর :**

মুম্বইতে ১০ জুলাই বসেছিল আইএসএল (ইন্ডিয়ান সুপার লিগ)-এর নিলামের আসর। সেখানে ১ কোটি ২০ লক্ষ টাকা দিয়ে ভারত অধিনায়ক সুনীল ছেত্রীকে কিনে নিল মুম্বই এফসি। বেস প্রাইসের থেকে যা ৪০ লক্ষ টাকা বেশি। ক্লাব না ছাড়ায় আইএসএল-এর প্রথম পর্বে খেলতে পারেননি তিনি।

তাছাড়া এবারের আইপিএল-এর অন্যতম সেরা ফুটবলার ইউজেন লিংডোর দরও উঠল কোটি টাকা। তাঁকে এক কোটি দিয়ে কিনল পুণে এফসি।

● **ফুটবলে ভারত ১৫৬ :**

ফিফা র‍্যাঙ্কিংয়ে ভারত ১৫ ধাপ নেমে এখন ১৫৬ নম্বরে। সদ্য প্রকাশিত তালিকায় কোপা আমেরিকা রানার্স আর্জেন্তিনা আবার দু'ধাপ এগিয়ে জার্মানি ও বেলজিয়ামকে টপকে শীর্ষে উঠে এসেছে। কোপা আমেরিকায় হারলেও বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন জার্মানিকে এক নম্বরের সিংহাসন থেকে সরাতে সফল লিওনেল মেসিরা। আর কোপা আমেরিকা চ্যাম্পিয়ন চিলি আট ধাপ এগিয়ে এখন ১১ নম্বরে।

● **মিতালি রাজের রেকর্ড, সিরিজ জয় ভারতের :**

৮ জুলাই চিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামে থিরুশ কামিনীর হাফসেঞ্চুরির (৬২ ন. আ.) দাপটে নিউজিল্যান্ডকে ন'উইকেটে হারাল ভারত। সঙ্গে পাঁচ ম্যাচের সিরিজও ৩-২ জিতে নিল।

এদিন ১১৮ রানেই নিউজিল্যান্ডকে থামিয়ে দেয় ভারত। ঝুলন গোস্বামী ১৭ রানে নেন দু' উইকেট। জবাবে কামিনী ও দীপ্তি শর্মার (৪৪ ন. আ.) দ্বিতীয় উইকেটে ১০৩ রানের পার্টনারশিপই ভারতকে জয়ের রানে পৌঁছে দেয়। ১-২ পিছিয়ে গিয়েও পরপর দু'ম্যাচ জিতে সিরিজ দখল। মিতালি রাজদের এই কৃতিত্বে খুশি ভারতীয় বোর্ড ২১ লাখ টাকা পুরস্কারের কথা ঘোষণা করেছে।

নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে এর আগের ম্যাচে বেঙ্গালুরুতে ভারত অধিনায়ক মিতালি রাজের ৮৮ বলে ৮১ রানের ইনিংসের উপর ভর করেই আট উইকেটে জয় পেল টিম ইন্ডিয়া। ম্যাচে পাঁচ হাজার রান পূর্ণ করলেন ভারত অধিনায়ক। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে মিতালি হলেন দ্বিতীয় মহিলা এবং ভারতে প্রথম, যিনি পাঁচ হাজারের গণ্ডি টপকালেন। টেস্ট ক্রিকেটে সর্বোচ্চ ২১৪ রানের রেকর্ডও রয়েছে মিতালির ঝুলিতে।

বিবিধ সংবাদ

● **'ডিজিটাল ইন্ডিয়া' লোগো প্রতিযোগিতা :**

গত বছর দেশের মানুষের কাছে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আবেদন জানিয়েছিলেন, 'ডিজিটাল ইন্ডিয়া' প্রকল্পের জন্য তাঁর একটা লোগো চাই। যাঁর আঁকা পছন্দ হবে, তিনি পাবেন স্বীকৃতি এবং আর্থিক

পুরস্কার। সেই প্রতিযোগিতায় জয়ী হয়েছেন বারাসাতের হৃদয়পুরের রানা ভৌমিক (বর্তমানে দিল্লিতে গ্রাফিক ডিজাইনের পেশায় যুক্ত)। বাড়িতে আমন্ত্রণ জানিয়ে খোদ প্রধানমন্ত্রী স্বীকৃতি দিলেন তাঁকে। উল্লেখ্য মোট ৩০ হাজার প্রতিযোগী নিজের আঁকা পাঠিয়েছিলেন এই প্রতিযোগিতায়।

● **রাষ্ট্রসংঘের প্রদর্শনীতে সত্যজিৎ রায় :**

এবার রাষ্ট্রসংঘের সদর দফতরে প্রথম সারির ১৬ জন শিল্পী-চিন্তাবিদের চিত্র প্রদর্শনীতে স্থান পেলেন সত্যজিৎ রায়। 'টাইম ফর গ্লোবাল অ্যাকশন' কর্মসূচির আওতায় 'দ্য ট্রান্সফরমেটিভ পাওয়ার অব আর্ট', (শিল্পের পরিবর্তনের ক্ষমতা) নাম দিয়ে নিউ ইয়র্কে সদর দফতরে প্রদর্শনীর আয়োজন করেছে রাষ্ট্রসংঘ।

রাষ্ট্রসংঘের ১৬ জনের তালিকায় সত্যজিৎ রায়ের সঙ্গে স্থান পেয়েছেন হলিউডের অভিনেত্রী অড্রে হেপবার্ন। আছেন পাকিস্তানের নোবেল শান্তি পুরস্কার বিজয়ী মালালা ইউসুফজাই। তাছাড়া মার্কিন সাহিত্যিক মায়া অ্যাঞ্জেলো, রুশ চিত্রকার ভ্যাসিলি ক্যানডিনস্কি, মার্কিন লোকগায়ক জোয়ান বেজ, মিশরের গায়ক উম কুলসুমের মতো ব্যক্তিত্বরা।

● **ফুকুওকা পুরস্কার পাচ্ছেন ইতিহাসবিদ রামচন্দ্র গুহ :**

জাপানের ঐতিহ্যবাহী ফুকুওকা পুরস্কার পাচ্ছেন ইতিহাসবিদ তথা লেখক রামচন্দ্র গুহ। শিক্ষাক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ ২০১৫-য় এই পুরস্কার পাচ্ছেন তিনি। শিক্ষা, কলা এবং সংস্কৃতি—এই তিন ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদানের জন্য এই পুরস্কার দেওয়া হয়। একমাত্র এশীয়রাই এই পুরস্কারের জন্য বিবেচিত হন।

রামচন্দ্র গুহের আগে ইতিহাসবিদ রোমিলা থাপার এবং সমাজতত্ত্ববিদ আশিস নন্দী এই পুরস্কার পেয়েছেন। পেয়েছেন বাংলাদেশি অর্থনীতিবিদ মহম্মদ ইউনুস এবং চীনের ঔপন্যাসিক মো ইয়ান-ও। আগামী ১৭ সেপ্টেম্বর রামচন্দ্র গুহের হাতে এই পুরস্কার তুলে দেওয়া হবে।

● **ওমর শরিফ প্রয়াত :**

১১ জুলাই কায়রোর এক হাসপাতালে হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যান ৮৩ বছরের প্রবীণ হলিউড অভিনেতা ওমর শরিফ। রেখে গেলেন তাঁর অভিনীত ১১৮টি চরিত্র। যার কোথাও তিনি চেঙ্গিস খাঁ, কোথাও আবার ডক্টর জিভাগো।

১৯৩২ সালে জন্ম। বাবা-মা নাম দিয়েছিলেন মাইকেল দিমিত্রি শালহুব। পারিবারিক ব্যবসার পাশাপাশি চলতে থাকে অভিনয়। বাবার কাছে লুকোতে ছদ্মনাম রাখলেন, ওমর শরিফ। 'দ্য ব্লেজিং সান' দিয়ে শুরু হল 'ওমর শরিফ'-এর অভিনয় জীবন। আর ডেভিড লিন-এর 'লরেন্স অব আরাবিয়া' ফিল্মে শরিফ আলির চরিত্রে অভিনয় করে শুরু হল ওমর শরিফের হলিউড যাত্রা।

● **যন্ত্রমানব বিচিত্রা :**

জার্মানির কাসেল শহরের কাছে ভক্সওয়াগেন-এর এক কারখানায় ৩ জুলাই যন্ত্রমানবের হাতে 'খুন' হল মানুষ। ২১ বছরের এক যুবককে ধাতুর পাতের উপর ফেলে পিষে দিল তাঁরই 'সহকর্মী' যন্ত্রমানব। ভক্সওয়াগেন কর্তৃপক্ষ অবশ্য জানিয়ে দিয়েছে, রোবটের কোনও যান্ত্রিক ত্রুটি ছিল না। দায়ী নাকি ওই যুবকই। প্রযুক্তি বিশারদের মতে অবশ্য, স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রে দুর্ঘটনা ঘটেই থাকে।

খরচ বাঁচাতে ইলেকট্রনিক্স কিংবা ওষুধ প্রস্তুতকারী সংস্থাগুলো ক্রমেই রোবট-কর্মীর সংখ্যা বাড়াচ্ছে। তাতে উৎপাদনও বাড়ছে। একঘেয়ে নিয়মমাফিক কাজগুলো যন্ত্রের উপর ছেড়ে দিয়ে শুধু মাথা খাটানোর কাজ সারতে নিয়োগ করা হচ্ছে মানুষকে। এই সময়ে এমন ঘটনায় স্তম্ভিত অনেকেই। নানা মহলে দানা বেঁধেছে ভয়।

অন্যদিকে, ঠিক মানুষের মতোই বিয়ে সেরে ফেললেন পৃথিবীর প্রথম রোবট দম্পতি। জাপানের টোকিওতে গত ২৭ জুন এই অভিনব বিয়ের সাক্ষী থাকলেন শ'খানেক অতিথি। বরের নাম ফরিস। মায়ওয়া ডেনকি সংস্থা তৈরি করেছে এই রোবটটি। আর কনের নাম হিউম্যানড্রয়িড ইউকিরিন। তার জন্মদাতা টাকাইউকি টোডো। এই অ্যান্ড্রয়েড যন্ত্রমানবীকে তৈরি করা হয়েছে জাপানি পপ তারকা ইউকি কাসিওয়াগির আদলে। এবং পুরো অনুষ্ঠানটি পরিচালনার দায়িত্বে ছিল পেপার নামের একটি রোবট। এমনকী ফরিস এবং ইউকিরিনের বিয়েতে নাচ-গানের জমাটি পারফরম্যান্স দিয়েছে একটি রোবট ব্যান্ড। অতিথিদের দলে মানুষদের সঙ্গে যন্ত্রমানবদের উপস্থিতিও ছিল চোখে পড়ার মতো। সব মিলিয়ে মানুষ এবং যন্ত্রমানুষ যৌথভাবে উপভোগ করল পৃথিবীর প্রথম রোবট-বিয়ে।

● **১০৬-এ মারা গেলেন ব্রিটেনের শিন্ডলার্স :**

৩ জুলাই লন্ডনের এক হাসপাতালে মৃত্যু হল 'ব্রিটেনের অস্কার শিন্ডলার্স' নিকোলাস উইনটনের। ১০৬ বছর বয়সে।

১৯৩৯ সাল। চেকোস্লোভাকিয়া তখন নাৎসিদের দখলে। স্টকব্রোকার হিসেবে তরুণ উইনটন তখন প্রাগে কর্মরত। কাজের ফাঁকে ফাঁকেই তিনি নাৎসি বন্দিশিবির থেকে শিশুদের বাঁচানোর কাজ শুরু করেন। বন্দি ৬৬৯ জন শিশুকে উদ্ধার করে আটটি ট্রেনে তাদের ব্রিটেনে পাঠানোর ব্যবস্থা করেছিলেন তিনি।

● **বিমান দুর্ঘটনায় সুরের জাদুকর জেমস হর্নারের মৃত্যু :**

ক্যালিফোর্নিয়ায় এক বিমান দুর্ঘটনায় ২২ জুন মৃত্যু হয়েছে ৬১ বছরের জেমস হর্নারের। এদিন তিনি নিজে বিমান চালিয়ে একাই ঘুরতে বেরিয়েছিলেন। সান্টা বারবারার উত্তরেই ভেঙে পড়ে বিমানটি। লস পাডরেস জাতীয় উদ্যান থেকে উদ্ধার করা হয় তাঁর মৃতদেহ।

বেঁধেছিলেন—'মাই হার্ট উইল গো অন'। সেই কাজের স্বীকৃতিও পেয়েছেন। ২ কোটি ৭০ লক্ষ ক্যাসেট-সিডি বিক্রি হয়েছিল 'টাইটানিক'-এর। টাইটানিকের সৌজন্যে পান দু-দু'টি অস্কার। বিস্তর প্রশংসা কুড়িয়েছেন 'আ বিউটিফুল মাইন্ড', 'ব্রেভহার্ট', 'ট্রয়' ছবিতে সুর করার জন্য। 'অবতার', 'হাউস অব স্যান্ড অ্যান্ড ফগ', 'ফিল্ড অব ড্রিমস' প্রভৃতি ছবির জন্য অস্কারের মনোনয়নও পেয়েছেন একাধিকবার। ❑

সংকলক : পম্পি শর্মা রায়চৌধুরী

স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রীর ভাষণের প্রধান বৈশিষ্ট্য

- স্বাধীনতার ৭৫তম বর্ষপূর্তিতে অর্থাৎ ২০২২ সালের মধ্যে ভারতকে দুর্নীতি মুক্ত ও উন্নত রাষ্ট্র হিসাবে গড়ে তুলতে ১২৫ কোটি ভারতবাসীর 'টিম ইন্ডিয়া'-র ঐক্যবদ্ধ সংকল্প

- কয়লা খনি, স্পেকট্রাম ও এফএম রেডিওর লাইসেন্স নিলামের মাধ্যমে প্রশাসনিক ব্যবস্থার বিভিন্ন স্তরকে দুর্নীতি মুক্ত করার লক্ষ্যে বলিষ্ঠ পদক্ষেপ

- পহল প্রকল্পের মাধ্যমে রান্নার গ্যাসের জন্য ভর্তুকির প্রত্যক্ষ হস্তান্তরের ফলে ১৫ হাজার কোটি টাকা সাশ্রয়

- 'নিমের কোটিং-যুক্ত ইউরিয়া'-র প্রচলন শুরু করার ফলে অ-কৃষি ক্ষেত্রে ভর্তুকির ইউরিয়ার অপব্যবহার বন্ধ করা সম্ভব হয়েছে

- কালো টাকার বিরুদ্ধে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে এবং হিসাব-বহির্ভূত আয় বিদেশে পাঠানোর প্রবণতা কমানো গেছে

- প্রধানমন্ত্রী জন ধন যোজনায় ১৭ কোটি ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খোলানোর ফলে আর্থিক অন্তর্ভুক্তিকরণের ক্ষেত্রে প্রবল সাড়া পাওয়া গেছে এবং এ পর্যন্ত এই সব জন ধন অ্যাকাউন্টে সব মিলিয়ে যে ২০ হাজার কোটি টাকা জমা পড়েছে, তা 'ভারতের দরিদ্র মানুষের বড় মনের' পরিচয়

- ৫০ হাজার কোটি টাকা ব্যয়বরাদ্দের প্রধানমন্ত্রী কৃষি সিঁচাই (সেচ) যোজনার সূচনা

- সমাজ কল্যাণের উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় সরকার অটল পেনশন যোজনা, প্রধানমন্ত্রী সুরক্ষা বিমা যোজনা, প্রধানমন্ত্রী জীবন জ্যোতি যোজনার সূচনা করেছে এবং শ্রমিকদের সামাজিক সুরক্ষার কথা মাথায় রেখে অন্যান্য প্রকল্পও চালু করা হয়েছে

- প্রতিটা বিদ্যালয়ে শৌচালয় নির্মাণের প্রতিশ্রুতি রাজ্য সরকারগুলোর সহযোগিতায় প্রায় পূরণ হয়ে গেছে

- প্রধানমন্ত্রী ৫ থেকে ১৫ বছর বয়সি ছেলেমেয়েদের স্বচ্ছ ভারত অভিযানের সবচেয়ে বড় ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর হিসাবে চিহ্নিত করেছেন এবং বলেছেন যে গত এক বছরে প্রতিটি মানুষকে কোনও কিছু যদি ছুঁয়ে গিয়ে থাকে সেটা হল এই পরিচ্ছন্নতার অভিযান

- ভারতীয় যুব সম্প্রদায়কে নতুন উদ্যোগ স্থাপনে অনুপ্রাণিত করতে 'স্টার্ট-আপ ইন্ডিয়া, স্ট্যান্ড-আপ ইন্ডিয়া' (শুরু করুন, উঠে দাঁড়ান) কর্মসূচির ঘোষণা করে প্রধানমন্ত্রী এই কর্মসূচিকে বাস্তবায়িত করতে শাখা-পিছু অন্তত একজন দলিত বা আদিবাসী যুবক এবং অন্তত একজন মহিলাকে উৎসাহ জোগাতে ব্যাংকের ১.২৫ লক্ষ শাখার কর্মচারীদের কাছে আহ্বান জানিয়েছেন

Published on 10th of every month
Posted on 12-13 of every month
DHANADHANYE (Yojana-Bengali)
Price Rs. 10.00

September, 2015
R.N.I. No. 19740/69

Subscription Coupon

[For New Membership / Renewal / Change in Address]

I want to subscribe to _____ (Journal's name & language)

☐ 1. yr. for Rs. 100/- ☐ 2. yrs. for Rs. 180/- ☐ 3. yrs. for Rs. 250/-

DD/MO No. _____ Date _____

Name (in block letters) _____

Category Student / Academician / Institution / Others

Address _____

_____

PIN ☐☐☐☐☐☐

Phone _____

P.S. : For Renewal / change in address — please quote your subscription No. ☐

Please allow 8 to 10 weeks for the despatch of 1st issue.

ATTENTION PLEASE

The DD/MO should be drawn in favour of :

The Editor

Dhanadhanye (Yojana - Bengali)

Publications Division

8, Esplanade East, Kolkata-700 069

কেন্দ্রীয় তথ্য এবং সম্প্রচার মন্ত্রকের পক্ষে প্রকাশন বিভাগের অতিরিক্ত মহানির্দেশক, শ্রীমতি সাধনা রাউত কর্তৃক
৮ এসপ্ল্যানেড ইস্ট, কলকাতা-৭০০ ০৬৯, ফোন ঃ ২২৪৮ ২৫৭৬ থেকে প্রকাশিত এবং
ইস্ট ইন্ডিয়া ফটোকম্পোজিং সেন্টার, ৬৯, শিশির ভাদুড়ী সরণী, কলকাতা- ৭০০ ০০৬ থেকে মুদ্রিত।